প্রকাশক—শ্রীঅখিল নিয়োগী
নিয়োগী-নিকেতন
১২২।এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শচীন্দ্রনাথের

= রক্ত-কমল =

এক টাকা

গৈরিক পতাকা

দেড় টাকা

ঝড়ের রাতে

পাঁচ সিকা

প্রথম অভিনয় রজনী
৪ঠা আষাঢ় '৩৯।
নাট্য-নিকেতন

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম পাঁচসিকা]

পরিচয়

সোমদেব	...	কল্যাণপুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।
কল্যাণী	...	সোমদেবের কুমারী-কন্যা।
শান্ত	...	সোমদেবের পুত্র।
বীরভদ্র	...	রুদ্রনগরের ভূস্বামী।
রামধন	...	বীর্য্যবান গ্রাম্য গয়লা।
শোভনলাল	...	রুদ্রনগরের ভূস্বামী বীরভদ্রের মোসাহেব
শ্যামা	...	বীরভদ্রের স্ত্রী সবিতার সহচরী।
হরিদাস	}	
রামকৃষ্ণ	}	শোভনলালের অনুচর।
বলদেব	}	
সাবিত্রী	...	বৃদ্ধ ধনিকের তরুণী-ভার্য্যা।
উৎপল	...	গ্রাম্য-যুবক।
উগ্রতপা	...	আচার-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ
অম্বালিকা	...	উগ্রতপার বিধবা যুবতী-কন্যা।
সবিতা	...	বীরভদ্রের স্ত্রী।
সদাশিব শিরোমণি	}	
ভববন্ধু ভট্টাচার্য্য	}	কল্যাণপুরের সমাজপতি।
সত্যসখা তর্কতীর্থ	}	
সদুপিসী	...	কল্যাণপুরের বর্ষীয়সী মহিলা।
পুরোহিত	...	মদনমোহনের পূজারী।
সনাতন	...	দোকানী।
সৈন্যাধ্যক্ষ	..	রাজ-সৈন্য-বাহিনীর অধ্যক্ষ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মধ্যযুগের বাঙ্গালী গৃহস্থের ছোট্ট একখানা বাড়ী। চৌ-চালা একখানি খড়ো ঘর। আঙ্গিনার এককোণে একটি তুলসী-মঞ্চ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘরের বারান্দায় সোমদেব একখানি আসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পুঁথি পড়িতেছেন। মাটির প্রদীপটির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিতেছে। সোমদেবের কুমারী-কন্যা কল্যাণী তাহার ছোট ভাই শান্তকে লইয়া তুলসী-মঞ্চে আলো দিতেছে। কল্যাণী মাটির প্রদীপটি তুলসীতলায় রাখিল। শান্ত শাঁখে ফুঁ দিল। কল্যাণী তুলসী-মূলে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। সোমদেব বারান্দায় বসিয়াই উদ্দেশে করজোড়ে প্রণতি জানাইলেন। কল্যাণী উঠিয়া তুলসী তলার ধুলা লইয়া ভাইয়ের মাথায় গায়ে মাখাইয়া দিল। ভাইটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাকে ধরিয়া পিতার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। সোমদেব মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পুঁথিতে মাথা ঠেকাইয়া তিনি পুঁথি বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

কল্যাণী। তোমার পাঠ হয়ে গেল বাবা?

সোমদেব। হাঁ মা, আজকার মতো এইখানেই শেষ। একখানা কীর্ত্তন শোনাবি?

কল্যাণী। তুমি যদি বল।

[সোমদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সোমদেব। আমি মৃদঙ্গখানা নিয়ে আসি।

শান্ত। আর আমার করতাল?

সোমদেব। তাও চাই বৈ কি, বাবা।

[সোমদেব পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন। সোমদেব ও শান্ত ঘরের মাঝে চলিয়া গেলেন। কল্যাণী পুঁথিখানাকে প্রণাম করিয়া তাহা তুলিয়া বাঁধিয়া রাখিল। পুঁথি ছিল যে আসনের উপর তাহা সরাইয়া রাখিল। সোমদেব ও শান্ত মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কল্যাণী পুঁথিখানি লইয়া ঘরের মাঝে চলিয়া গেল। সোমদেব বসিয়া মৃদঙ্গে আঘাত করিলেন, কল্যাণী আসিয়া দুজনার মাঝে বসিল। তাহার মুক্ত কেশদাম কাঁধের উপর দিয়া নামিয়া তাহার কোলের নীলাম্বরীর সাথে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার আয়তোজ্জ্বল চক্ষু দুটি ভাবে ঢুলু ঢুলু করিতেছে। ধীরে ধীরে সে গান সুরু করিল।

কল্যাণীর গান

নবঘন শ্যাম নবীন নীরদ এস তুমি মোর বুকে,
শ্যামের মতন শ্যামল তুমি যে সুখ আনো মোর দুখে !
হাস গো সন্ধ্যামণি,
ফুটিয়ে মুকুল মাধব-মুকুট তুমি যে দেখাও ধনি !
পীতমের বাঁশী শুনে আমি হাসি কালো কোকিলের মুখে !
মলয়-অনিল-গীতে,
শ্যাম নটবর নেচে নেচে যেন খেলে শ্যাম ধরণীতে !
এ ভুবনে প্রিয় কত না অমিয় দিলে ভিখারীর দুখে !

[গান শেষ হইয়া গেল। যন্ত্রাদি রাখিয়া পিতা ও পুত্রী ভাবাবিষ্ট বসিয়া রহিলেন। শান্ত, দিদির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

কল্যাণী। চল বাবা, ঘরে চল।

সোমদেব। কেন, তোর এই বুড়ো ছেলেকে বুঝি এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে !

কল্যাণী। নৈলে তুমি যে ঘুমাও না, বাবা—কেবলি বারান্দায় ঘুরে বেড়াও।

সোমদেব। [একটু হাসিয়া

কি করে জানলি ?

কল্যাণী। সারারাত আমি যে তোমার খড়মের শব্দ শুনতে পাই।

সোমদেব। তাহলে তুইও ত ঘুমোস নে মা।

কল্যাণী। তোমার জন্যই ত ঘুমুতে পারিনে, বাবা!

[কিছুকাল কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া।

সোমদেব। কল্যাণী!

কল্যাণী বাবা!

সোমদেব। তুই যখন চলে যাবি, তখন আমি কেমন করে থাকব মা!

কল্যাণী। কোথায় যাব বাবা তোমায় ছেড়ে?

সোমদেব। স্বামীর ঘরে।

[কল্যাণী মাথানত করিল।

তোর বিয়ে না দেওয়া আর যে ভাল দেখায় না মা।

[সোমদেব কল্যাণীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। শান্ত উঠিয়া বসিয়া

শান্ত। রাজপুত্তুর কবে এসে দিদিকে নিয়ে যাবে, বাবা?

কল্যাণী। তুমি বড় দুষ্টু শান্ত।

শান্ত। রাজপুত্তুর আসবে না বাবা?

সোমদেব। আসবে শান্ত, রাজপুত্তুর আসবে।

শান্ত। টোপর মাথায় দিয়ে, লাল চেলী পরে?

সোমদেব। হাঁ, বাবা টোপর মাথায় দিয়ে, লাল চেলী পরে।

শান্ত। দিদি, আমিও কিন্তু তোমার সঙ্গে রাজপুত্তুরের বাড়ী যাব।

[কল্যাণী শান্তকে বুকের কাছে টানিয়া নিল।

কল্যাণী। তুমি বড় দুষ্টু শান্ত, এস তোমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

[যোদ্ধৃবেশে একটি যুবক প্রবেশ করিল। তাহার নাম বীরভদ্র। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠকায়, মাথায় উষ্ণীষ কটিতে তরবারী-বিহীন পিধান।

বীরভদ্র। রক্ষাকর—আশ্রয় দিয়ে আমায় রক্ষা কর।

[সোমদেব লাফাইয়া উঠিলেন, শান্ত দিদিকে জড়াইয়া ধরিল।

সোমদেব। কে? কে তুমি?

বীরভদ্র। বিপন্ন, আশ্রয়প্রার্থী!

শান্ত। রাজপুত্তুর।

কল্যাণী।

[শান্তর মুখ চাপিয়া ধরিয়া

চুপ্ শান্ত।

বীরভদ্র। আশ্রয় দিয়ে আমায় রক্ষা করুন। রাজসৈন্তরা

আমার অনুসরণ করছে। সন্ধান পেলে তারা আমায় হত্যা করবে। আমায় আশ্রয় দিন, রক্ষা করুন।

সোমদেব। কিন্তু কে তুমি? কে তুমি যুবক?

বীরভদ্র। রুদ্রনগরের ভূস্বামী আমি, বীরভদ্র।

সোমদেব। কিন্তু তোমায় আশ্রয় দিয়ে রাজরোষ মাথায় টেনে নোব কেমন করে যুবক?

কল্যাণী। বাবা!

[বীরভদ্র কল্যাণীর দিকে চাহিল। দৃষ্টি আর সে ফিরাইয়া লইতে পারিল না। কল্যাণী মাথা নত করিয়া রহিল।

সোমদেব। বীরের বেশ তুমি পরে আছ, অথচ প্রাণভয়ে এত ভীত!

বীরভদ্র। সংখ্যায় তারা শক্তিমান। শেষ অবধি আমি তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। তাদেরই একজনের বুকে আমার হাতের বল্লম বিদ্ধ রয়েছে, তাদের বহু শির খণ্ডিত করে অসি আমার ভগ্ন, আহত, অবসন্ন আমি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে পালিয়ে এসেছি। আমায় আশ্রয় দিন।

সোমদেব। রুদ্রনগরের অধীশ্বর তুমি—শাক্ত, বৈষ্ণব হয়ে তোমায় আমি আশ্রয় দিতে পারি না।

কল্যাণী। বাবা, উনি আহত, আশ্রয়প্রার্থী!

[সোমদেব কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। বাইরে অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল। মশালের আলোক অঙ্গণ অবধি আসিয়া পড়িল।

বীরভদ্র। ওই তারা এসে পড়ল।

কল্যাণী। বাবা!

[সোমদেবের হাত চাপিয়া ধরিল।

সোমদেব। তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, মা। আহত আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয় দে।

কল্যাণী। আপনি ওই ঘরের ভিতর গিয়ে আত্ম-গোপন করুন। কিন্তু না, না; ওরা এলে ঘরের ভিতরেও সন্ধান করবে...শান্ত, ভাই, ওঁকে নিয়ে আমরা যেখানে লুকোচুরি খেলি সেইখানটায় লুকিয়ে রাখো।

[শান্ত লাফাইয়া প্রাঙ্গণে নামিল। বীর-ভদ্রের হাত ধরিল।

শান্ত। এস রাজপুত্র।

বীরভদ্র। রাজপুত্র নই—আমি ভাই।

[শান্তর সঙ্গে সঙ্গে বীরভদ্র ঘরের পিছন দিকে চলিয়া গেল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই একদল সৈনিক প্রবেশ করিল।

তাহাদের একহাতে বল্লম আর একহাতে মশাল।

অধ্যক্ষ। ব্রাহ্মণ, যোদ্ধ্‌বেশ পরিহিত কোন যুবক এখানে এসেছে?

[সোমদেব নীরব রহিলেন।

বল ব্রাহ্মণ, আমরা রাজসৈন্য।

কল্যাণী। প্রশ্নে প্রয়োজন কি? আপনাদের সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন সন্ধান করেই দেখুন।

অধ্যক্ষ। বেশ! ঘরগুলো সব সন্ধান করে দেখ।

[সৈন্যরা দুইদলে দুইঘরে প্রবেশ করিল।

কল্যাণী। [অধ্যক্ষকে

আপনি কি একটু বিশ্রাম করবেন?

অধ্যক্ষ। সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্রামের অবসর নেই মা। অজ্ঞাত এক যুবক আমাদের আজ বড় লাঞ্ছনা দিয়েছে। আমরা তারই অনুসরণ করছি।

কল্যাণী। পালিয়ে প্রাণরক্ষা করল, এম্নি ভীরু সে?

অধ্যক্ষ। না মা, মিথ্যা বলব না। সে অক্ষম নয়, ভীরুও নয়, অসাধারণ শক্তিমান। সিংহের শক্তি নিয়ে একা আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে, অস্ত্র বিহীন হয়ে, আহত হয়েই সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

কল্যাণী। তবুও কেন তার অনুসরণ করছেন?

অধ্যক্ষ। কি করব মা, এই-ই যে আমাদের কাজ।

কল্যাণী। নিরস্ত্রকে হত্যা করা?

অধ্যক্ষ। হত্যা করতে চাই না, চাই বন্দী করতে।

কল্যাণী। সে কি দস্যু?

অধ্যক্ষ। তা জানি না মা।

কল্যাণী। তস্কর?

অধ্যক্ষ। তাও জানি না।

কল্যাণী। নরহন্তা?

অধ্যক্ষ। সে কে, কোথা থেকে এসেছে কিছুই আমরা জানিনা—শুধু জানি, আমাদের রাজার প্রতি সে অসম্মানজনক উক্তি করেছে। তার সঙ্গে সংগ্রামে আমার পাঁচজন সৈনিক হত এবং আরো পাঁচজন আহত হয়েছে, তারই প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবে।

[ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিয়া বীরভদ্রকে না পাইয়া সৈনিকরা আসিয়া সমবেত হইল।

১জন সৈনিক। প্রভু, কোথাও তাকে পেলুম না।

অধ্যক্ষ। এই পল্লীতেই সে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতি বাড়ী সন্ধান কর—প্রত্যেকটি ঘর।

[সৈনিকরা বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী। এতই প্রবল প্রতিশোধ স্পৃহা!

অধ্যক্ষ। আমরা যে সৈনিক।

কল্যাণী। কিন্তু আপনারা তো মানুষও সেনানী!

অধ্যক্ষ। সে কথা তুমি বুঝবে না মা।

[অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন।

সোমদেব। ভগবান রক্ষা করলেন।

কল্যাণী। চুপ বাবা, ওরা শুনতে পাবে। রক্ত-লোলুপ পশু ওরা! তুমি দেখে এস ওরা কোনদিকে গেছে।

[সোমদেব দ্বারের দিকে আগাইয়া গেলেন। শান্ত ছুটিয়া আসিল।

শান্ত। দিদি, দিদি! রাজপুত্তুর মরে যাবে।

কল্যাণী। ছিঃ ভাই ও-কথা বলতে নেই।

শান্ত। হ্যাঁ, তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে, সে কাঁপছে। দেখবে এস।

কল্যাণী। বলিস কি শান্ত!

শান্ত। সত্যি দিদি। ওই দেখ এই দিকেই আসছে।

[বীরভদ্র টলিতে টলিতে আগাইয়া আসিল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া মুগ্ধ-নেত্রে কল্যাণীর দিকে সে চাহিয়া রহিল। কল্যাণী শান্তকে সামনে দাঁড় করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল—কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। সোমদেব বাহির হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

সোমদেব। তারা ত আর কোন বাড়ীতে গেল না কল্যাণী, সোজাই চলে গেল।

[বীরভদ্রকে দেখিয়া

একি! তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, তুমি কাঁপছ ?

[তাহার হাত ধরিয়া

এস একটুখানি বিশ্রাম কর। কল্যাণী কপালটা ধুয়ে, মুছে বেঁধে দে ত মা।

[বীরভদ্রকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বারান্দায় বসাইলেন। বীরভদ্র বসিয়া একটি খুঁটিতে মাথার ভার রাখিলেন। কল্যাণী একটি বাটীতে জল আনিয়া বীরভদ্রের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া মুছিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল। অপলক নেত্রে বীরভদ্র তাহাকে দেখিতে লাগিল। কাজ শেষ করিয়া কল্যাণী ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

বীরভদ্র। আপনাদের এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।

সোমদেব। ঋণের কোন কথাই নেই। তুমি বীর, শত্রুও তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সার্থক তোমার নাম—বীরভদ্র।

বীরভদ্র। তাহলে এবার আমায় বিদায় দিন। যদি কখনো প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবেন।

কল্যাণী। [ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া

বাবা ওঁকে আর একটু বিশ্রাম করে যেতে বল, উনি আহত।

বীরভদ্র। ঋণ আর বাড়াবো না। অপেক্ষা করবার অবসরও আমার নেই। আমার বন্ধুর মৃতদেহ এখনো তালীবনে পড়ে আছে। তারই সাহায্যের জন্য আমাকে রাজ-সৈনিকদের সাথে কলহে প্রবৃত্ত হতে হয়। আমার নামধাম সবই আপনাদের জানিয়ে গেলুম—যদি প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করবেন।

[বীরভদ্র সোমদেবকে প্রণাম করিল। তারপর একবার কল্যাণীর দিকে চাহিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সোমদেব তাহার পিছন পিছন অগ্রসর হইলেন। কল্যাণী তখনো দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। শান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

শান্ত। দিদি, রাজপুত্তুর চলে গেল!

কল্যাণী। চুপ, শান্ত!

[কল্যাণী পলকবিহীন নেত্রে বীরভদ্রকে দেখিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রুদ্রনগরে বীরভদ্রের প্রাসাদোপম ভবনের দক্ষিণাংশে তাহার বিলাস-গৃহ, উত্তরাংশে বাস-ভবন। দুইয়ের মাঝেকার ফুলের বাগানের ভিতরে একটি অপ্রশস্ত পথ। মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জন মানব কোথাও নাই। একটি নারীর পিছনে পিছনে একটি পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। নারীটি বীরভদ্রের পত্নী সবিতার দাসী শ্যামা। সধবার বেশ। চোখে আগুন আছে, পরিপাটি বেশ। পুরুষটি শোভনলাল, বীরভদ্রের পারিষদ, তার কুকীর্ত্তির সহায়ক, মুখে চোখে বেশে ভাবে ভঙ্গীতে শাঠ্য আর লাম্পট্য প্রকাশিত হয়।

শোভনলাল। এত রাত্তে এখানে কেন নিয়ে এলে বলত, শ্যামা।

শ্যামা। আমার তো আর কাজ নেই যে, রাত-দুপুরে তোমার ওই চন্দ্র-বদন দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠব। —এসেছি গিন্নীর হুকুমে।

শোভনলাল। সবিতার! বল্, বল্, দেবীর কি আদেশ?

শ্যামা। ইস্ বড্ড ভক্তি যে!

শোভনলাল। সত্যি সত্যি শ্যামা, অমন রূপ আর দেখিনি!

শ্যামা। কেন, সাধ যায় নাকি?

শোভনলাল। শ্যামা, বামন হয়ে চাঁদ ধরবার দুরাশা আমি রাখিনে। —কিন্তু কি রূপ! আ-হা-হা! পড়েছে একটা লম্পটের হাতে। তুই বলিস শ্যামা, তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত।

শ্যামা। ও প্রাণ সে চায় না ওস্তাদ।

শোভনলাল। তবে এত রাতে তোকে আমার কাছে পাঠাল কেন, —তার গুণধর স্বামী বাড়ী নেই জেনেও?

শ্যামা। তিনি কোথায় গেছেন, তাই জানতেই ত' পাঠিয়েছেন।

শোভনলাল। কিন্তু এমন তো প্রতি রাতেই হয় শ্যামা। সেই ফুলশয্যার পর এক বিছানায় কখনো তো ওরা রাত কাটায়নি।

শ্যামা। আর কোন দিনই ত' তাই রাত ভোর হবার আগে সে ঘুমুতেও পারেনি।

শোভনলাল। বলিস কি!

শ্যামা। সত্যি কথাই বলছি। তোমাদের ওই নাচঘরে সারারাত ফুর্ত্তি চলেছে আর অভাগী ওই মেয়েটা অসহ্য ব্যথা বুকে নিয়ে ঘরময় পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে...কখনো দু'হাতে কান চেপে ধরেছে ...কখনো বা চোখের মাঝে আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের ওই নাচঘর পুড়িয়ে দেবার জন্য স্থির ভাবে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে...কখনো কেঁদে কেঁদে মেজেয় লুটিয়ে পড়েছে। আমি কত রাত তাকে এম্নি যাতনা ভোগ করতে দেখেছি, কত রাত তাকে মেজে থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে রেখেছি।

শোভনলাল। বলিস কি শ্যামা! এমনটিও হয়?

শ্যামা। যারা হয়, তারা এম্নিই হয়। সংসারের সব মেয়েমানুষই শ্যামা নয়...তোমাদের ওই নাচঘরের নাচিয়ে নয়।

শোভনলাল। ওদের তুই জানিসনে শ্যামা। ওরাই কি আর এমন ছিল? এক একজনকে ছিনিয়ে এনেছি, আর কী সে কান্না—দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সর্ব্বক্ষণ কেঁদে কেঁদেই কাটিয়েছে।

শ্যামা। কিন্তু তোমাদের এত পাপ কি সইবে?

শোভনলাল। তুইও যে ধর্ম্ম শোনাতে সুরু করলি রে শ্যামা।

শ্যামা। কেন শোনাবনা? নষ্ট নিজে হয়েছি...কিন্তু কাউকে তো আর নষ্ট করিনি।

শোভনলাল। কেন, আমাকে।

শ্যামা। মুখে আগুন তোমার। এখন যা বলতে এসেছিলুম শোন। গিন্নী বল্লেন যে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন। তাঁর নাকি বিশ্বাস কর্ত্তা কোন বিপদে পড়েছেন। তাই তোমাকে বলেছেন, লোকজন নিয়ে তাঁর সন্ধানে বেরুতে। যতক্ষণ না কর্ত্তা আসেন, বা তুমি এসে তাঁর ভাল খবর কিছু দাও ততক্ষণে তিনি সোয়াস্তি পাবেন না।

শোভনলাল। হাঁ, এই রাতে এখন তার খোঁজে বেরুই আর কি!

আর কর্ত্তাটি যদি জানতে পান, তাহলে রক্ষে রাখবেন না।

[একটু দূরে গুরুভার লইয়া কে যেন একজন প্রবেশ করিল।

শ্যামা। এই দেখত, ওই দূরে কে আসছে না!

শোভনলাল। তাইত রে শ্যামা। চলন দেখে মনে হচ্ছে এ আমাদেরই কর্ত্তা। তুই যা শ্যামা। সবিতাকে বলগে যে তিনি এসেছেন। কিন্তু তাঁর কাঁধে ও কি!

শ্যামা। আমি চল্লুম। এখানে দেখে হয়ত কি ভাববেন।

শোভনলাল। হাঁ, যা...সবিতাকে বলিস কিন্তু যে আমি তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

শ্যামা। তোমার মুখে আগুন!

[শ্যামা চলিয়া গেল। বীরভদ্র প্রবেশ করিল। তাহার কাঁধে বন্ধু রুদ্রপীড়ের মৃতদেহ।

বীরভদ্র। তোমার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক ছিল না, শোভনলাল?

শোভনলাল। হাঁ প্রভু, শ্যামা এসেছিল জানতে আপনি ফিরে এসেছেন কি না।

বীরভদ্র। তার প্রয়োজন?

শোভনলাল। দেবী পাঠিয়েছিলেন।

বীরভদ্র। সবিতা ?

শোভনলাল। হাঁ, প্রভু।

বীরভদ্র। হুঁ! দেখেছ শোভনলাল আমার কাঁধে কার মৃতদেহ ?

[মুখ বাড়াইয়া

শোভনলাল। রুদ্রপীড় !

[বীরভদ্র ধীরে ধীরে মৃতদেহটা মাটিতে রাখিল।

বীরভদ্র। আমায় বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। বন্ধু, সত্যি-কারের বন্ধু আমার !

শোভনলাল। প্রয়োজন হলে প্রভুর জন্য আমরাও প্রাণ বিসর্জ্জন দোব।

[বীরভদ্র মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

বীরভদ্র। তা জানি, জানি, শোভনলাল।—শোভনলাল ?

শোভনলাল। প্রভু !

বীরভদ্র। রুদ্রপীড়ের সৎকারের ব্যবস্থা কর, আমি বড় ক্লান্ত।

শোভনলাল। লোক দিয়ে এখনি শ্মশানে পাঠিয়ে দিচ্ছি প্রভু, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

[বীরভদ্র আর একবার বন্ধুর দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

শোভনলাল। খাঁটি লোক বলে বড় দম্ভ ছিল তোমার! যাক্ মরে আমারই পথ সাফ করে দিয়ে গেলে। তোমার সৎকার সমারোহের সঙ্গেই করতে হবে বৈকি!

[শোভনলাল করতালি-ধ্বনি করিল। তিন চারিটি লোক বাহির হইয়া আসিল।

বলদেব। ওস্তাদ ডাকচ?

শোভনলাল। হ্যাঁরে বড় সুসংবাদ।

হরিদাস। কী, কী ওস্তাদ!

শোভনলাল। রুদ্রপীড় পটল তুলেছে।

বলদেব। তার মানে?

শোভনলাল। মরেছে!

বলদেব। পাপ গেছে।

হরিদাস। প্রভুর ঘাড় থেকে অপদেবতাটি এতদিনে দয়া করে নেমে গেলেন।

রামকৃষ্ণ। এইবার ওস্তাদ!

শোভনলাল। এইবার?

হরিদাস। প্রভুর পিঠে তোমাকেই চড়ে বসতে হবে।

বলদেব। তোমাকেই কষে লাগাম ধরতে হবে।

রামকৃষ্ণ। তোমাকেই এখন থেকে প্রভুকে চালিয়ে নিতে হবে।

হরিদাস। তুমিত তাইই চাইছিলে ওস্তাদ।

বলদেব ও রামকৃষ্ণ। আর আমরাও...

শোভনলাল। এখন ওসব কথা থাক্। এখন ওর সৎকার করতে হবে ;—বেশ সমারোহের সাথে।

হরিদাস। ওর সৎকার করব আমরা!

শোভনলাল। আমাদেরই ত' তা করতে হবে!

বলদেব। কেন? আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ!

শোভনলাল। ওরে, শাস্ত্রে বলে শক্রর শেষ রাখতে নেই। ও মরেছে, কিন্তু ওর দেহটা ত রয়েছে, পুড়িয়ে তাও শেষ করে ফেলতে হবে।

হরিদাস। তাহলে আর দেরী নয়, চল।

[সকলে মিলিযা মৃত-দেহটা লইযা চলিয়া গেল। শ্যামা বাহির হইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া যাইতে লাগিল।

শ্যামা। ও মা, মা! মিন্সেগুলো কি গো! জলজ্যান্ত একটা মানুষ মরে গ্যাল, তার জন্যে একটু দুঃখ দরদও নেই গা; ধেই ধেই করে নাচতে লেগে গেল! কুকুর-শেয়ালগুলোও দু'দণ্ড স্থির হয়ে চেয়ে দেখে, চোখ দিয়ে জল ঝরে, আকাশের দিকে মুখ তুলে তারাও ঘেউ-ঘেউ করে কেঁদে ওঠে। এরা কি গো!

তৃতীয় দৃশ্য

সকাল বেলায় ফুলের বাগানে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। সাজি হাতে শান্ত প্রবেশ করিল।

শান্ত। দিদি, এইদিকে আয়, কত ফুল! কী সুন্দর!

[কল্যাণী প্রবেশ করিল।

কল্যাণী। বাঃ! এদিকে ত অনেক ফুল!

শান্ত। কেমন আমি বল্লুম না?

কল্যাণী। তুমি ঠিকই বলেচ। আচ্ছা সব চেয়ে কোন ফুলটি সুন্দর বলত?

শান্ত। বলব?

কল্যাণী। বলত?

[শান্ত দূরে আঙুল দিয়া দেখাইয়া করিল।

শান্ত। ওই যে, ওই ছোট্ট গাছটায় ফুটে রয়েছে, ওইটি।

কল্যাণী। ওর চেয়েও সুন্দর।

শান্ত। ওর চেয়েও?

কল্যাণী। হাঁ,

শান্ত। ওইটি

• [আর একদিকে দেখাইয়া দিল।

কল্যাণী। হলো না

[শান্ত চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল।

শান্ত। তবে ওইটি।

কল্যাণী। তাও হলো না।

শান্ত। তুমি বলনা।

কল্যাণী। বলব?

শান্ত। বল না।

[কল্যাণী শান্তর চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া কহিল।

কল্যাণী। এই ফুলটির মত সুন্দর ফুল কোন বাগানে কখনো ফোটে না, জান?

শান্ত। ধ্যেৎ! আমি নাকি ফুল?

কল্যাণী। হ্যাঁ ভাই ফুলের মতোই তুমি সুন্দর। চিরদিন এই মুখখানিতে যেন ফুলেরই হাসি মাখানো থাকে, হৃদয় যেন থাকে ফুলেরই মতো কোমল, ফুলেরই মত পবিত্র।

শান্ত। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাই কও আর বেলা বেড়ে উঠুক, সবাই এসে পড়ুক।

কল্যাণী। এলোই বা।

শান্ত। এসেই যে ফুলে ভাগ বসাবে।

কল্যাণী। ওরে স্বার্থপর ছেলে!

শান্ত। ওই দেখ, সাবিত্রী দি আসছে।

[সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া কল্যাণীকে জড়াইয়া ধরিল।

সাবিত্রী। না ডেকে যে বড় চলে এলি!

কল্যাণী। তুই যে কাল বল্লি আমার সঙ্গে আর আসবিনি।

শান্ত। সাবিত্রী দি, ওই দিকে দেখ, কত ফুল।

[সাবিত্রী তাহার কাছে আসিয়া কহিল।

সাবিত্রী। সাজি ভরে তুলে আন ত' ভাই।

শান্ত। তোমরা বুঝি গল্পই করবে।

কল্যাণী। করলুমই বা।

সাবিত্রী। তোমার মতো ভাই থাকতে আমাদের ফুল তুলতে হবে কেন?

শান্ত। আচ্ছা, তোমরা গল্পই কর!

[শান্ত চলিয়া গেল।

সাবিত্রী। কোন খবর পেলি?

কল্যাণী। কার?

সাবিত্রী। যার জন্য আহার নিদ্রা সব ছেড়েছিস্।

[কল্যাণী মাথা নীচু করিল।

ওকি! কথা উঠ্‌তেই মুখ ভারি হোল! চোখ ছল্ ছল্ করে উঠ্‌ল। নাঃ তুই ভাই অবাক করলি।

কল্যাণী। হ্যাঁ, মুখ আবাব ভারি হোলো কোথায়, চোখেই বা কোথায় জল?

সাবিত্রী। দেখি!

[কল্যাণীর মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কহিল।

এমন মুখ দেখে গিয়েও সে দূরে থাকতে পারল?

[কল্যাণী সরিয়া দাঁড়াইল, কৃত্রিম ক্রোধ-ভরে কহিল।

কল্যাণী। তুই বুঝি আজ ফুল তুলবিনে?

সাবিত্রী। আচ্ছা দ্যাখ্ রুদ্রনগর ত খুব বেশী দূরে নয়, শুনিচি এক প্রহরের পথ। একখানা চিঠি পাঠাবি?

কল্যাণী। কি যে বলিস তুই!

সাবিত্রী। আমি হলে ত পাঠাতুম।

কল্যাণী। তা তুই পারতিস।

সাবিত্রী। তুইও পারবি।

কল্যাণী। ছিঃ! আমার বুঝি লজ্জা করবে না।

সাবিত্রী। এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যখন লজ্জাও লাজে পালিয়ে বাঁচবে।.........

[সাবিত্রী বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি গান
গাহিল।

সাবিত্রীর গান

কোন বাগানে রসিক অলি মাত্‌লো রঙীন গানে,
অশ্রু-শিশির বিমলিনী কমলিনীর প্রাণে !
তাই সোনালী রোদের আলো
দেখ্‌চে সে আজ কাজল-কালো,
ভৈরবী আজ ভর্‌বে বুঝি কোন্ বেহাগের তানে !
অমল বুকে অমন মধু,
বিধুর কেন কমল-বধূ ?
মেঘ্‌লা রাতেও মধুর বিধু চাইবে তোমার পানে !

[সেই গান শুনিয়া কল্যাণী যেন আড়ষ্ট-
বৎ হইয়া উঠিল। সাবিত্রী উহার
দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর
হাসিয়া কহিল।

নাঃ তুই একেবারেই মরেছিস। আর এমন পুরুষও
আমি কোথাও দেখিনি। সেবা নিলে, হৃদয় জয়
করলে, তবুও একটা ঘটক পাঠালে না? আচ্ছা

কল্যাণী, লোকটা নিশ্চয়ই বিবাহিত। সতীনের ঘর করতেও তোর সাধ যায়!

কল্যাণী। যাঃ আমি নাকি তাই বলেচি।

সাবিত্রী। তাহলে মিছে ভেবে ভেবে মরছিস কেন?

কল্যাণী। ভাবচি কোথায়? আমি কি জানি না যে হাত বাড়ালেই চাঁদ ধরা যায় না!

সাবিত্রী। আমি ত জানি, যে চাঁদ হৃদয়াকাশে ভেসে ওঠে তাকে আর হাত বাড়িয়ে ধরতে হয় না, সরোবরের নীল জল নীচেই থাকে, চাঁদ তবুও তারি বুকে চুমু খায়!

[শান্ত সাজি ভরিয়া ফুল লইয়া আসিল।

শান্ত। এই দ্যাখ, কত ফুল এনেছি।

সাবিত্রী। কিন্তু আমি কি এই শূন্য সাজি নিয়ে ফিরব, ভাই।

শান্ত। আমি তার কি করব? তোমরা যে খালি গল্পই করবে।

সাবিত্রী। আমার সাজিটিও ফুলে ভরে নিয়ে এস, আমি তোমায় একটা খুব ভালো গল্প বলব।

শান্ত। রাজপুত্তুরের গল্প?

সাবিত্রী। হাঁ রাজপুত্রের গল্প।

শান্ত। সাবিত্রী দি আমি তোমাকে সত্যিকারের রাজপুত্তুরের গল্প বলতে পারি।

সাবিত্রী। পার নাকি ?

শান্ত। পারি না! সেদিন যে আমাদের বাড়ী এসেছিল, মাথায় পাগড়ী কোমরে তরোয়াল!

কল্যাণী। তুমি যাও ভাই, সাবিত্রীদির জন্য ফুল নিয়ে এস।

সাবিত্রী। কেন রে, ওকে সরিয়ে দিচ্ছিস কেন ?

কল্যাণী। অন্য কথা বল্ সাবিত্রী, ও কথা আমার ভালো লাগে না।

সাবিত্রী। বুঝেছি! চল্ তাহলে, সবাই মিলেই যাই।

[সকলে চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

বীরভদ্রের বিলাসগৃহ। নর্ত্তকীরা নাচিতেছিল আর গান গাহিতেছিল।

বাস্‌বো ভালো বাস্‌বো ভালো
আমরা খালি বাস্‌বো ভালো।
নয়ন-ফাঁদে প্রাণ ধরে আর প্রাণের বাঁধন খুলব না-লো!
আমরা প্রেমের তরুণ গোলাপ
ফোটাই শুধু অরুণ প্রলাপ,
মন-হারানো গান ধরি আর
দেখ্‌লে কালো ছড়াই আলো!

[বীরভদ্র আসিয়া একটা তাকিযায় ঠেস দিয়া বসিল। শোভনলাল মাঝে মাঝে মদ্যপূর্ণ পাত্র আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিতেছিল। বীরভদ্র মাঝে মাঝে মদ্যপান করিতেছিল।

বীরভদ্র। শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। এরা সব ভাল্লুকের মতো লাফায় আর গাধার মত চেঁচায়। এদের আজ শাস্তি দোব। শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। আমার চাবুক।

[শোভনলাল অন্য ঘর হইতে একখানি চাবুক আনিয়া বীরভদ্রের হাতে দিল। বীরভদ্র সেই চাবুক দিয়া নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকে আঘাত করিতে লাগিল। প্রহৃত কুকুরের মতো তাহারা জড়সড় হইয়া এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরভদ্র ক্লান্ত হইয়া চাবুক ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

শোভনলাল !

[শোভনলাল ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে এক গ্লাস মদ দিল। এক চুমুকে তাহা শেষ করিয়া বীরভদ্র হাঁফাইতে লাগিল।

শোভনলাল। এদের এম্নি করেই শায়েস্তা করতে হয় প্রভু।

[বীবভদ্র লাফাইয়া উঠিল। শোভনলালের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বীরভদ্র। শোভনলাল।

শোভনলাল। প্রভু !

বীরভদ্র। নারীর কত রূপ তুমি দেখেচ ?

[শোভনলাল নীরব রহিল।

আমার প্রশ্নের জবাব দাও শোভনলাল।

শোভনলাল। প্রভু আমি দাস, রূপ দেখব কোথায় ?

[বীরভদ্র উত্তেজিত ভাবে ঘরেব মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা গৃহ-কোণের নর-নারীদের সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল। তাহারা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

বীরভদ্র। আমি জানি, তোমাদের ভালো করেই জানি, কুকুরের মতোই চাবুক দেখে তোমরা কোণে সরে যাও—আবার

কুকুরের মতোই এক টুক্‌রো মাংস পেলে আঘাতের বেদনা তোমরা ভুলতে পার। শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। ওদের এ দৈন্য আমি সইতে পারিনে। জানি ওরা অন্তঃসারশূন্য, তবুও ওদের হাসতে বল, নাচতে বল, গাইতে বল,

[বীরভদ্র আবার বসিয়া পড়িয়া একটা তাকিয়া টানিয়া লইল। আবার নাচ গান চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই বীরভদ্র অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। এখুনি এদের এখান থেকে যেতে বল, এখুনি...এখুনি!

[শোভনলালের ইঙ্গিতে সকলেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শোভনলাল আবার তাহার সম্মুখে এক গ্লাস মদ ধরিল। এক চুমুকে তা নিঃশেষ করিয়া বীরভদ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

নারীর কত রূপ তুমি দেখেছ, শোভনলাল?

শোভনলাল। প্রভু, আমি দাস। কি আর দেখেছি?

বীরভদ্র। আকাশের ঘন-কালো মেঘ নারীর কুঞ্চিত কেশে দোল খেতে দেখেছ শোভনলাল ?

শোভনলাল। না প্রভু !

বীরভদ্র। ঊষার লালিমা নারীর অধরে কখনো দেখেছ শোভনলাল ?

শোভনলাল। না প্রভু !

বীরভদ্র। ধ্রুবতারার মতো স্থিরোজ্জ্বল দুটি চোখ কোন নারীর তুমি দেখেছ শোভনলাল ?

শোভনলাল। না প্রভু !

বীরভদ্র। কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে লাবনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে যেতে দেখেছ শোভনলাল ?

শোভনলাল। না প্রভু !

বীরভদ্র। তুমি দুর্ভাগা। সত্যই দুর্ভাগা, শোভনলাল। আর আমি, আমিও দুর্ভাগা। আমি দেখেছি, তবুও দুর্ভাগা। আমি তাকে চাই, তাকে আমি চাই শোভনলাল।

শোভনলাল। প্রভুর আদেশ পেলে...

বীরভদ্র। চুপ্...চুপ্ শোভনলাল। অমন করে আমার হুকুম চেয়োনা...হয়ত সম্মতি দিয়ে ফেলব, আর তোমরা একটা পরিবারের...একটি নারীর...আমার আরাধ্যার সর্ব্বনাশ করে বসবে। আমি তার দিকে চাইতেও

পারব না, গ্লানির আর আমার অবধি থাকবে না। তুমি হুকুম চেয়োনা...চেয়োনা শোভনলাল।

[বীরভদ্র বেগে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

শোভনলাল। কিন্তু এ কুণ্ঠা আর কতক্ষণ?

[একটি বয়স্য প্রবেশ করিল।

বলদেব। ব্যাপারখানা কি বলত ওস্তাদ!

শোভনলাল। তা আর বুঝতে পারছনা—কোন্ কুমারীর হয়ত কাল-পূর্ণ হয়েছে।

[দ্বিতীয় বয়স্য প্রবেশ করিল

হরিদাস। তার সন্ধানটা বলে দিলেই ত হয়।

বলদেব। ওস্তাদ, আজই জেনে রাখ তার সন্ধানটা। নইলে মেজাজ যদি এম্নি থাকে তাহলে হাড়ে আর আমাদের মাস থাকবে না।

[নেপথ্য থেকে

বীরভদ্র। শোভনলাল, শোভনলাল!

[বয়স্যরা ভয়ে পলায়ন করিল।

শোভনলাল! জীবনে আনন্দ নেই, আনন্দ চাই, আনন্দ চাই শোভনলাল।

শোভনলাল। প্রভু! আনন্দের সামগ্রী আমি তৈরী রেখেছি প্রভু!

বীরভদ্র। রেখেছ, রেখেছ শোভনলাল! আমার একমাত্র হিতৈষী তুমি। কিন্তু কি সে সামগ্রী শোভনলাল?

শোভনলাল। প্রভু, নারী—নারীই জীবনের আনন্দ-দায়িনী।

[উত্তেজিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে

বীরভদ্র। সত্য, সত্য শোভনলাল, জীবনের আনন্দ দিতে পারে এক মাত্র নারী...কিন্তু...কিন্তু...হয়ত একটি মাত্র, কেবল একটি মাত্র নারী।

শোভনলাল। আদেশ করুন আমি নিয়ে আসি।

বীরভদ্র। যাও, যাও শোভনলাল। আদেশ ত আমি দিয়েই রেখেছি।

[শোভনলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এবং চারিটি তরুণী সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বীরভদ্র তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া মদ্যপান করিতেছিল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতে পাইল।

বাঃ বাঃ শোভনলাল, একটি নয়, দুটি নয়—একেবারে চার চারটি!

[আবার মদ্যপান করিল।

মন্দাকিনী-ধারার মতো আনন্দ-ধারা নেমে আসবে

আমার এই বিলাস-গৃহে। কিন্তু...কিন্তু শোভনলাল, নারীর এই রূপ! এই রূপ আমায় আনন্দ দেবে?

শোভনলাল। প্রভু, সুন্দরী বলে এদের খ্যাতি আছে।

বীরভদ্র। সুন্দরী! বেশ, দেখি তোমার অপ্সরা, কিন্নরী, উর্ব্বশী-দের।

[বীরভদ্র রমণীদের কাছে অগ্রসর হইল। একটানে একটি নারীর খোঁপা খুলিয়া ফেলিল।

না, না শোভনলাল, নারী সুন্দরী হতে পারে না, যদি তেম্নি কুঞ্চিত কেশদাম না থাকে, তেম্নি কালো, তেম্নি দীর্ঘ।

[দ্বিতীয়া রমণীর কাছে গিয়া তাহার অধর টিপিয়া ধরিয়া

এ অধরে, শোভনলাল, সে রঙ নেই, সে মাধুরী নেই।

[তৃতীয়া রমণীর হাত ধরিয়া

এ চোখে সে নীলিমা নেই, সে যাদু নেই।

[চতুর্থা রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া

দেহে সে লাবণী নেই শোভনলাল, যা বিদ্যুতের মতো সর্ব্বাঙ্গে খেলে বেড়ায়।...এদের নিয়ে যাও, নিয়ে যাও শোভনলাল...এরা সুন্দরী নয় কুৎসিৎ...এরা নারী নয়

কাঠের পুতুল...এরা আমায় আনন্দ দিতে পারবে না...পারবে না শোভনলাল।

[শোভনলাল রমণাদের সেখান হইতে যাইতে বলিয়া মদ্য পূর্ণ পাত্র বীরভদ্রের সম্মুখে ধরিল। বীরভদ্র পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিল।

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। বল, বল শোভনলাল, কী তুমি বলতে চাও। সেই একটিমাত্র নারী...না না, নারী নয় কিশোরী—সৃষ্টির সকল রূপ, সকল সৌন্দর্য্য নিংড়ে নিয়ে সে তার সর্ব্বাঙ্গ অপরূপ ভাবে গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর কোথাও তাই আজ শ্রী নেই, সৌন্দর্য্য নেই, রূপ নেই, রস নেই...তাই আমারও হৃদয় আজ শুষ্ক, মরুভূমির জ্বালা নিয়ে অনুক্ষণ আর্ত্তনাদ করছে!

শোভনলাল। প্রভু, অপরাধ না নিলে একটি কথা বলি।

বীরভদ্র। বল, বল শোভনলাল?

শোভনলাল। যে রূপের কথা আপনি বলছেন, তার একমাত্র অধিশ্বরী আমাদের দেবী।

বীরভদ্র। কে, কে শোভনলাল?

শোভনলাল। দেবী সবিতা।

বীরভদ্র। সবিতা?...সবিতা সুন্দরী? সত্যি? সত্যি শোভনলাল?

...কিন্তু...কিন্তু শোভনলাল, তুমি তা কি করে জানলে ?

শোভনলাল। আমি তাঁর চরণ-পদ্ম দেখেছি প্রভু। তিনি হেঁটে গেছেন, আর আমার মনে হয়েছে মাটির বুকে শতদল ফুটে উঠেছে।

[বীরভদ্র গ্লাস ভরিয়া মদ্য পান করিতে লাগিল।

তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর শোভনলাল।

[বেগে বাহির হইয়া গেল। দুইজন বয়স্য প্রবেশ করিল।

বলদেব। কী খেলা খেলছ ওস্তাদ ?

হরিদাস। আমাদের অন্ন বুঝি এখান থেকে ওঠে।

শোভনলাল। কেন ?

বলদেব। পরম ধাম্মিকের মতো তুমি স্বামীকে পাঠিয়ে দিলে স্ত্রীর কাছে। সবিতা সত্যই সুন্দরী...স্বামী যদি স্ত্রীর প্রেমে মজে যায়, তাহলে স্ত্রী এই বিলাস-গৃহ ধুলোয় মিলিয়ে দিয়ে এখানে দেব-দেউল তৈরি করবে।

শোভনলাল। তোমাদের মতো বুদ্ধি ধরলে দু'দিনও আমি এখানে টিকতে পারতুম না। আজ পৃথিবীর কোন নারীকেই আর ওর সুন্দরী বলে মনে হবে না। সবিতা যে

সুন্দরী তা আমি জানি ; কিন্তু আজ ওর বিশ্বাস হবে যে সবিতার মতো কুৎসিৎ নারী আর একটি নাই। রূপ-পিপাসা ওর আরো বাড়িয়ে দোব...তা হলেই আমাদের প্রয়োজন ফুরোবে না।

বীরভদ্র। [নেপথ্যে

শোভনলাল, শোভনলাল !

শোভনলাল। শোন ঐ কণ্ঠস্বর। কি বিরক্তি নিয়ে ও আসছে, তাই অনুমান কর।

বলদেব ও হরিদাস। এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

[দুইজনে প্রস্থান করিল। বীরভদ্র চাবুক হাতে প্রবেশ করিল।

বীরভদ্র। তোমায় আজ শাস্তি দোব শোভনলাল। তুমি মিথ্যা বলেছ--সবিতার মতো কুৎসিৎ নারী আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

শোভনলাল। প্রভু, আমি প্রস্তুত।

বীরভদ্র। কিসের জন্য প্রস্তুত শোভনলাল ?

শোভনলাল। শাস্তি গ্রহণ করতে।

[বীরভদ্র হাতের চাবুক ফেলিয়া দিল।

তোমায় আমি শাস্তি দিতে পারিনা শোভনলাল। অপরাধ তোমার নেই, যে-রূপ আমি দেখেছি, তা তো

তুমি দেখনি—তাই তুমি বোঝনা সৌন্দর্য্য কাকে বলে।

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। কি শোভনলাল?

শোভনলাল। কথনো তো আমরা ব্যর্থকাম হইনি, যখনি যাকে ইচ্ছা হয়েছে, তাকেই ত' এইখানে নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে সৌন্দর্য্যের পসরা নিবেদন করতে কত নারীকে বাধ্য করিয়েছি।

বীরভদ্র। শোভনলাল, তুমি শয়তান।

শোভনলাল। প্রভু আমাকে শুধু সন্ধান বলে দিন।

বীরভদ্র। না, না শোভনলাল, তা হয়না—তুমি আমায় প্রলোভন দেখিও না।

শোভনলাল। এমনো ত' হতে পারে প্রভু যে সেই কিশোরীও আপনার সঙ্গ কামনায় এম্নি অস্থির হয়ে পড়েছে।

বীরভদ্র। তাও কি হতে পারে শোভনলাল?

শোভনলাল। কেন হতে পারবে না প্রভু? কামনার আগুন শুধু কি পুরুষকেই দগ্ধ করে? নারীকে নয়?

বীরভদ্র। শোভনলাল, তার পিতা আমাকে আশ্রয় দিতে অসম্মত ছিল, কিন্তু তার আকুতি অগ্রাহ্য করতে পারল না।

শোভনলাল। আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে না, এমন নারী সংসারে নেই প্রভু।

বীরভদ্র। যখন সে আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে বেঁধে দিচ্ছিল, তখন তার চোখ থেকে যে নীরব ভাষা প্রকাশিত হয়েছিল, তা তখনকার জন্য আমার বুকে অনেকখানি আশা জাগিয়ে তুলেছিল।

শোভনলাল। বুঝে দেখুন প্রভু, যদি আকর্ষণই কিছু না থাকবে, তাহলে কোন কিশোরী কি পারে অপরিচিত পুরুষকে অমন করে সেবা করতে?

বীরভদ্র। কিন্তু তার পিতা তো কখনই সম্মতি দেবে না!

শোভনলাল। পিতার সম্মতির প্রয়োজন নাও থাকতে পারে!

বীরভদ্র। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে...

শোভনলাল। শোভনলালকে বিশ্বাস করুন প্রভু। আপনি যাতে ব্যথা পাবেন, তেমন কাজ তাকে দিয়ে কোন দিনই হবে না।

বীরভদ্র। না, না শোভনলাল। এ পাঁকের মাঝে তাকে এনে কাজ নেই...সে পবিত্র থাক।

[একজন বয়স্য প্রবেশ করিল।

বলদেব। প্রভু, একজন ব্রাহ্মণ দর্শনাকাঙ্ক্ষী—তাকে কিছুতেই আমরা নিবৃত্ত রাখতে পারলুম না।

বীরভদ্র। ব্রাহ্মণ?

বলদেব। হাঁ, প্রভু!

বীরভদ্র। দীর্ঘ অবয়ব, গৌরকান্তি?

বলদেব। হাঁ প্রভু!

বীরভদ্র। বৈষ্ণব?

বলদেব। অনুমানে তাই-ই মনে হয়।

বীরভদ্র। শোভনলাল, এ তারই পিতা। সাদরে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। বিপদের দিনে স্মরণ করতে বলেছিলুম—হয়ত কোন বিপদ ঘটেছে।

[একজন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন।

এ ত সে ব্রাহ্মণ নয়, শোভনলাল!

উগ্রতপা। বীরভদ্র!

শোভনলাল। ভূস্বামীর প্রাপ্য সম্মান নিবেদন কর ব্রাহ্মণ।

উগ্রতপা। কোন আবেদন নিয়ে আসিনি—এসেছি অভিশাপ দিতে।

বীরভদ্র। অভিশাপ দিতে? কেন, কেন ব্রাহ্মণ? দাসের অপরাধ?

উগ্রতপা। লম্পট, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ।

বীরভদ্র। অভিযোগ স্পষ্ট করে প্রকাশ করুন ব্রাহ্মণ।

উগ্রতপা। তুমি আমার কন্যা অপহরণ করেছ। আমি সেদিন গৃহে ছিলাম না। নিশীথরাতে আমার কুটীরে একা ছিল সে। তুমি তাকে অপহরণ করে পাপ-পঙ্কে নিক্ষেপ করেছ।

শোভনলাল। প্রমাণ?

উগ্রতপা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু থাকলে আমি রাজার কাছে অভিযোগ উপস্থিত করতাম। কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ নেই বলেই মনে করো না যে, তোমার সেই পাপকীর্ত্তি সকলের অগোচর রয়ে গেছে। ওপরে একজন আছেন, যিনি সবই দেখেছেন।

শোভনলাল। তিনিই বুঝি তোমায় খবর দিয়েছেন যে, আমরা তোমার কন্যা অপহরণ করেছি?

উগ্রতপা। স্তব্ধ হ স্তাবক; ব্রহ্মশাপের ভয় নেই তোর!

শোভনলাল। ঠাকুর, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, সরে পড়— আমাদেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে।

বীরভদ্র। ব্রাহ্মণ, আমি স্বীকার করছি আপনার কন্যা এইখানেই আছে...আর হয়তএকদিন আমাদের কামনার আগুণে স্বেচ্ছায়ই সে ইন্ধনও যোগাবে।

উগ্রতপা। ভগবান, এও আমায় শুনতে হল!

বীরভদ্র। হাঁ ব্রাহ্মণ, স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সে তোমার গৃহ ত্যাগ করেছে। আমরা তাকে অপহরণ করিনি।

উগ্রতপা। মিথ্যা কথা। ভগবান তোর শিরে বজ্রাঘাত করুন।

বীরভদ্র তা যদি করেনও, তাতেও, সত্য যা, তা মিথ্যা হবে না। ব্রাহ্মণ তুমি শুধু শাস্ত্রই দেখেছিলে, আচারকেই পরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিলে; কিন্তু তোমার

যুবতী বিধবা কন্যার দিকে একটিবারও চেয়ে দেখনি, বোঝনি তার দেহ-মনে কি আগুন জ্বলে উঠেছিল।

উগ্রতপা। আ-যৌবন ব্রহ্মচারিণী বিধবা কন্যা আমার, হোমানলের মতই ছিল সে পবিত্রা।

বীরভদ্র। তুমি শাস্ত্রের বোঝা বয়েই চলেছ, সত্যকে তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারনি!

উগ্রতপা। সত্য কি জানতে হবে আজ আমাকে এক লম্পটের কাছ থেকে?

বীরভদ্র। কিন্তু এ সত্য যে এই লম্পটের কাছেই আত্মপ্রকাশ করেছে। শোভনলাল, অম্বালিকাকে নিয়ে এস।

[শোভনলাল প্রস্থান করিল।

উগ্রতপা। না, না......আমি তার মুখ-দর্শন করতে চাইনে।

বীরভদ্র। তার নিজের মুখ থেকেই শুনে যাও ব্রাহ্মণ। অন্তত কন্যাকে একটিবার দেখেই যাও, যদি সম্মত হয় সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পার।

উগ্রতপা। তুমি কি মানুষ বীরভদ্র? তোমার ঐ দেহের ভিতর কি প্রাণ নেই...না তুমি কেবল পাথর দিয়েই গড়া?

[শোভনলালের সঙ্গে অম্বালিকা প্রবেশ করিল।

অম্বালিকা। বাবা!

[মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উগ্রতপা। বুকে নিতে ইচ্ছে করে যে, ওরে বুকে নিতে যে ইচ্ছে করে!

বীরভদ্র। কিন্তু শাস্ত্রের, তোমার শাস্ত্রের নিষেধ!

উগ্রতপা। হাঁ, কলুষিতা নারী কন্যা হলেও পরিত্যজ্যা। আমি এখুনি এ স্থান ত্যাগ করছি।

বীরভদ্র। কিন্তু ওর নিজমুখে শুনে যাও ব্রাহ্মণ, আমরা ওকে অপহরণ করিনি। বল অম্বালিকা তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ কিনা? সত্য বল।

অম্বালিকা। [কাঁদিতে কাঁদিতে

আমি পারিনি, পারিনি বাবা তোমার শিক্ষা গ্রহণ করতে, সংযম অভ্যাস করতে। আমি তাই স্বেচ্ছায় এসেছি।

উগ্রতপা। এ কি শোনালে ভগবান! এ কি শোনালে! বৃথাই করলাম পূজা-তপ, বৃথাই করলাম তোমার আরাধনা, তুমি আমায় আজ ধূলোর সাথেই মিলিয়ে দিলে! এতবড় অপরাধ কী আমি করেছিলাম!

[কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িল।

অম্বালিকা। স্বেচ্ছায় এসেছি কিন্তু শান্তি পাইনি...দিন রাত জ্বলে পুড়ে মরছি বাবা...

উগ্রতপা। দিন-রাত জ্বলে পুড়ে মরছে...কন্যা আমার জ্বলে পুড়ে মরছে...ওরে...ওরে অভাগী কন্যা আমার!

[ঝাঁপাইয়া কন্যার কাছে পড়িল।

অম্বালিকা। বাবা!

[অম্বালিকা পিতার পা জড়াইয়া ধরিল। শোভনলাল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বীরভদ্র পাথরের মূর্ত্তির মতো বসিয়া রহিল।

উগ্রতপা। চল্ মা, এ নরক থেকে আমি তোকে নিয়ে যাই।... গাঁয়ে নয়..সমাজে নয়...পরিচিত মানুষের মাঝে নয়। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না সেইখানে কুটীর বেঁধে আমরা পিতা-পুত্রীতে গিয়ে বাস করি।

অম্বালিকা। না বাবা, আমার পাপের বোঝা তোমার ঘাড়েও আমি চাপাতে পারব না—আমি আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করব।

[বীরভদ্র কাঠের মতো বসিয়াছিল। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক কোণে সরিয়া গেল।

বীরভদ্র। শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। এ দৃশ্য আমি দেখতে পারিনা। আমি চল্‌লুম। কিন্তু তুমিত জান শোভনলাল এই অম্বালিকা স্বেচ্ছায়ই এসেছিল। আজ দেখ ওর অনুতাপের অবধি নেই। সে-ও যদি স্বেচ্ছায় আসে, তাহ্‌লে সেও হয়ত এম্নি আগুণেই দিবারাত্র জ্বল্‌বে। আমি তা দেখতে পারব না। তুমি শুধু খবর নাও, তারা অভাবে কষ্ট পাচ্ছে কিনা, কোন বিপদে তারা ক্লিষ্ট হয়েছে কিনা। কল্যাণপুরে বাস, নাম তার কল্যাণী, পিতা সোমদেব।

[বীরভদ্র চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সোমদেবের গৃহ। সর্ব্বত্র দস্যুর আক্রমণের চিহ্ন। বড় ঘরখানির বারান্দার খুঁটিতে সোমদেব আবদ্ধ, যাতনায় তিনি ছটফট করিতেছেন! বারান্দার এক কোণে শান্ত পড়িয়া আছে।

সোমদেব। বুক ভেঙে দিয়ে গেল।...এতটুকুও দয়া হলো না... ভগবান! কী পাপ করেছিলুম!

[দৈযের ভাড় লইয়া রামধন গয়লা প্রবেশ করিল।

রামধন। দিদিমণি!

[সোমদেবকে দেখিয়া দু'পা পিছাইয়া গেল।

একি ঠাকুর! তোমার এ দশা কে করল? দিদিমণি কোথায়?

সোমদেব। ওরে রামধন...

[রামধন তাহার বাঁধন খুলিয়া দিতে লাগিল।

রামধন। আগে বল ঠাকুর আমার দিদিমণি কোথায় ?

সোমদেব। দস্যু তাকে অপহরণ করেছে।

রামধন। কী...কী বল্লে ঠাকুর? ডাকাত এসে আমার দিদিমণিকে নিয়ে গেছে ?

সোমদেব। নিশীথরাতে একদল লোক এসে বাড়ী চড়াও হ'ল, আমায় এই খুঁটিতে বেঁধে রাখল, শান্তকে ওইখানে চেপে ধরল...তারপর আমার মা লক্ষ্মীকে নিয়ে তারা চলে গেল রামধন।

রামধন। এ গাঁয়ে কি মানুষ ছিল না ঠাকুর ?

সোমদেব। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কতবার ডাকলুম, কেউ সাড়া দিল না রামধন...এইত এত বেলা হয়ে গেল, তবুও কেউ খোঁজ নিতে এল না !

রামধন। আর তোমরা বল, তোমরা ভদ্দর, বামুন, দেবতা ? ঘরের মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষার শক্তি নেই তোমাদের ! উঠে ছেলেটাকে দেখ...আমি চল্লাম দিদিমণির খোঁজে। তাকে আগে ফিরিয়ে আনি...তারপর একবার দেখব তোমরা কেমন বামুন, কেমন দেবতা !

সোমদেব। [রামধনকে জড়াইয়া ধরিয়া

রামধন, ওরে রামধন !

রামধন। কাঁদুনি এখন রাখ ঠাকুর...আমার আর সময় নেই... শাকরেদ্‌দের আবার খবর দিতে হবে।

[রামধন দৈ-এর হাড়িগুলি নামাইয়া রাখিয়া বাঁকটা খুলিয়া কাঁধে লইল।

তুমি ছেলেটাকে দেখ! আমি দিদিমণিকে নিয়ে আসি আর ছিঁড়ে আনি তার কাঁচা মাথাটা যে আমার দিদিমণির অপমান করেছে।

[রামধন বাঁক কাঁধে লইয়া বাহির হইয়া গেল। সোমদেব অতিকষ্টে উঠিয়া, শান্তকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সোমদেব। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে যখন দেখবে ওর দিদি নেই......শান্ত......শান্ত......লক্ষ্মী বাপ আমার...

শান্ত। দিদি! দিদি!

সোমদেব। দিদি এখুনি আসবে বাবা!

[সদর দরজা দিয়া গ্রামের ষোল আনা মাতব্বর প্রবেশ করিল, খিড়কী দুয়ার দিয়া আসিল বর্ষিয়সী নারীর দল।

ভববন্ধু। এমন হলে দেশে-গাঁয়ে থাকা দায়, একেবারে অরাজক একেবারে অরাজক!

সদাশিব তাইত বলছিলুম ভায়া, ভিটেমাটি বিক্রী করে চল যাই কাশীবাস করি গিয়ে।

সত্যসখা। আর তুমিও খুড়ো একেবারে মুখটি বুজে রইলে, একটিবার হাঁক-ডাকও করলে না।

ভববন্ধু। একটিবার যদি জানতে পারতুম, তাহলে কি এমন কাজটা হয়? সঙ্গে তাদের কটাই বা লেঠেল ছিল। আমার উৎপল একাই পারত সব কটাকে সাবাড় করতে।

সত্যসখা। খুড়ো একটিবার হাঁক দিয়েও ত জানালে না।

উৎপল। কেন মিথ্যে বকছ জ্যাঠা? ওঁর ডাক শুনে আমিত বেরিয়েই পড়েছিলুম, তুমিই না বাধা দিলে!

সদাশিব। ওরে রক্ত যখন আমাদের তোদের মতোই গরম ছিল তখন আমরাও এক ডাকেই বেরিয়ে পড়তুম। আজ বুঝিছি ও গোয়াতুর্মিতে লাভ নেই। তাইত তোকে আসতে বারণ করলুন।

উৎপল। কিন্তু বল কেন যে, উনি একটিবারও হাঁক দিলেন না।

ভববন্ধু। পলা!

উৎপল। কি বাবা!

ভববন্ধু। ফের যদি তুই গুরুজনের মুখে মুখে কথা বলবি, তাহলে খড়ম দিয়ে তোর দাঁত ভেঙে দোব। ওর কথা কিছু মনে করোনা তর্কতীর্থ ভায়া।

তর্কতীর্থ। না মনে আর করব কি! কিন্তু তোমাদের সকলের সামনে ও আমার এম্নি অপমানটা করলে।

সদাশিব	যেতে দাও দাদা, যেতে দাও...যুবারা আজকাল এম্নিই উদ্ধত হয়ে উঠেছে। তাইত বলছিলুম চল, কাশী বিন্দেবন চলে যাই। ঘরে-বাইরে মান-ইজ্জৎ কিছুই যখন থাকবে না, তখন আর কাজ কি সংসারের এই বোঝা বয়ে। বলি, ও সদুপিসি! ওই কোনটিতে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না মা। একটা ব্যবস্থা কিছু কর।

সদুপিসি। তোমরা পুরুষ মানুষ হয়েই কিছু করতে পারচ না আর মেয়েমানুষ হয়ে ব্যবস্থা দোব আমি, লাঠি-সোটা নিয়ে আমিই কি ছুটে যাব ডাকাত ধরতে ?

সদাশিব	আহা-হা সে কথা তোমায় বলছিনে পিসি। বলছিলুম ছেলেটা ত ওই রকম করে পড়ে আছে, ওকে নিয়ে গিয়ে মুখে ছুটি ভাত গুঁজে দাও। ও কাজ তোমাদেরই —ডাকাতের সন্ধান করবার ভার আমাদের।

সদুপিসি	তোমার কথা তো বুঝলুম বাছা। কিন্তু ও ছেলেকে আমি কি করে হেঁসেলে নিয়ে যাব বল। এই সদ্যি সদ্যি ওর বোনটা জাত খোয়ালে—আর এখনই ওকে কার ঘরে নিয়ে গিয়ে তারও জাত মারব ? ছুঃখু হয় ...কিন্তু তাই বলে ত আর ধম্ম খোয়াতে পারিনে।

সোমদেব	না, না...ওর ক্ষিধে নেই, ও এখন খাবে না।

ভববন্ধু। এ খুড়ো তোমার অন্যায় রাগ। ডাকাতেই নিক আর

যে-ই নিক—একথা তো সত্যি যে তোমার মেয়ের ধর্ম্মনাশ হয়েছে।

সোমদেব। ভগবান! এদের সহানুভূতির নির্ম্মম আঘাত থেকে আমায় বাঁচাও।

সদাশিব। সমাজের ষোলআনার মত না হলে তোমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো কোন মতেই চলতে পারে না।

সত্যসখা। আর ও মেয়েকে ফিরে পেলেও যখন ঘরে রাখা চলবে না, তখন তাড়াতাড়ি করে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল, আমরাও তোমাকে আবার আমাদের মাঝে ফিরে পাই।

উৎপল। আপনারা কি মানুষ?

সত্যসখা। বাপধন, তোমার কি মনে হয় আমরা জানোয়ার?

উৎপল। আপনাদের কথা শুনে, আপনাদের মনের ভাব জেনে বলতে ইচ্ছে হয় আপনারা মানুষ নন। আপনারা ভুলতে পারছেন, উনি কতবড় একটা আঘাত পেয়েছেন, কতবড় সর্ব্বনাশ ওঁর আজ হয়ে গেছে। তাই ভুলে গিয়ে ওঁর কোন সাহায্য না করে আপনারা এই দুঃসময়েও চাইছেন ওঁর শাসন করতে!

ভববন্ধু। পলা!

উৎপল। জানি বাবা তুমি কি বলবে। কিন্তু তোমাদের এ আচরণ আমি সইতে পারিনা।

ভববন্ধু। তবে রে হারামজাদা!

[পায়ের খড়ম খুলিয়া পুত্রকে মারিতে উদ্যত হইল।

সদাশিব। আ-হা-হা কর কি ভায়া, কর কি! আজকালকার ছেলেগুলো গুণ্ডো...শেষটায় ছেলের কাছে অপমানিত হবে। বলি বাপধন খুড়োর জন্য এই যে দরদ একি সবই খুড়োর জন্য, না খুড়োর সেই সুন্দরী মেয়েরও জন্য।

[সকলে হাসিয়া উঠিল।

উৎপল। দু'জনারই জন্য। উনি হচ্ছেন গাঁয়ের সব চেয়ে নিষ্ঠাবান, সব চেয়ে পরোপকারী আর সব চেয়ে পণ্ডিত। তাই ওঁর এই বিপদ আমার বুকে বাজে, আর ওঁর কন্যা কল্যাণী গাঁয়ের লক্ষ্মী।

সদাশিব। তাই বুঝি দু'বেলা অন্ন জুটতো না?

সত্যসখা। তাই বুঝি ছেঁড়া কাপড় পরে দিন কাটাতে হোত?

সদাসিব। আর সেই কারণেই বুঝি একটি নারায়ণ জুটিয়ে তিনি তার পথ দেখলেন। বলি খবর কিছু রাখ?

[উৎপল তাড়াতাড়ি গিয়া সোমদেবকে ধরিল।

উৎপল। এরা যদি এখান থেকে না যায়, তাহলে আপনি চলুন,

এদের এ হীন জঘন্য উক্তি আপনি আর শুনবেন না—
আর আঘাত আপনি সইতে পারবেন না।

ভববন্ধু। [আবার পা থেকে খড়ম খুলিয়া লইল।
তুমি আমায় বাধা দিও না দাদা, আজ মেরে আমি ওর হাড় গুঁড়িয়ে দোব।

সোমদেব। ছেলেকে শাসন করতে হয় বাড়ী গিয়ে কর। এখানে এমন গোল করে আমার অশান্তি আর বাড়িয়ো না।

ভববন্ধু। খুড়ো বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, গায়ের ষোলআনার অপমান করছ! চল হে সবাই ঘরে চল। আমাদের সাহায্য যখন খুড়ো চায় না তখন আমাদের মাথা-ব্যথার কারণ কি? চল সবাই, আমার বাড়ী চল।

সত্যসখা। কি খুড়ো এর আগাগোড়াই সাজস নাকি? তাইত বলি ডাকাত এল, মেয়েটাকে নিয়ে গেল, খুড়ো টুঁ শব্দটি করল না কেন?

সোমদেব। যা বুঝতে হয় বোঝ, যা করতে হয় কর—আমাকে রেহাই দাও।

সতুপিসি। ওমা, এই ভক্ত-বিটেলের মনে মনে এতও ছিল! বলি কাশী শ্রীক্ষেত্রও ত ছিল, গায়ের মাঝে এম্নি ঢলাঢলি না করলে কি চলত না? ডাকাত এসে জোর করে নিয়ে গেছে! গাঁয়ে এক মেয়ে আছে ওরই—যে ডাকাত বেছে বেছে ওঁর বাড়ীতেই এল!

চল বউ-ঝিরা এ পাপ-পুরীতে থাকা কোন কাজের কথা নয়, চল। তোমরা সব সতী-লক্ষ্মী!

সদাশিব। এখন চল্লুম খুড়ো। কিন্তু মনে রেখো যে গাঁয়ে যদি থাকতে হয়, তাহলে আমাদেরই কথা মানতে হবে।

ভববন্ধু। হাঁ, সমাজ বলে একটা পদার্থ ত আছে!

সত্যসখা। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে আমাদের ত কাজ করতে হবে!

[সকলে গোল করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। কেবল উৎপল দাঁড়াইয়া রহিল।

উৎপল। ওদের কথা আপনি শুনবেন না, ওরা মানুষ নয়।

সোমদেব। তা জানি। ওদের শক্তি নেই, সাহস নেই, সাধারণ বুদ্ধিটুকুও নেই। আমি সে কথা ভাবছিনে...আমি ভাবছি এই অত্যাচারের প্রতিকার কি অসম্ভব? মানুষের মতো মানুষ কি আজও দেখা দেবে না?

উৎপল। দেবে ঠাকুর্দ্দা, মানুষের মতো মানুষ অবশ্যই দেখা দেবে। নইলে এ অভিশাপ থেকে দেশ মুক্তি পাবে কেমন করে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাঠ ধূ ধূ করিতেছে তাহারই বুক চিরিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। মাঠ যেখানে সুরু হইয়াছে, সেইখানেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। একটি কৃষক গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।

ও বিন্দে সই, তোর রাইয়ের জীবন রইল না।

সে যে কালার তরে ঠিক দুপরে

মিছে জল আনিতে যায় যমুনা।

আমরা যে গো ছেলে চাষী মাঠে মাঠে শুনি বাঁশী,

কোন দূরে আজ কাল-শশী মোদের তা তো নেইক' জানা!

সামনে ফাঁকা ধূ-ধূ- মাঠে রাই চলেছে একলা বাটে—

তার দুখেতে পরাণ ফাটে তোরা তারে করগো মানা!

[উগ্রতপার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অম্বালিকা প্রবেশ করিল।

উগ্রতপা। এই মাঠটা পেরিয়েই আজকার মতো বিশ্রাম নোব।

অম্বালিকা। বাবা!

উগ্রতপা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে! আয় এই ছায়ায় একটু বসি।

[উভয়ে বসিল।

অম্বালিকা। না বাবা, সে কথা নয়।

উগ্রতপা। তবে? বল মা কি বলতে চাস।

অম্বালিকা। সে কথা তোমায় আমি বলতে পারি না বাবা।

উগ্রতপা। সব কথাই আমায় বলতে পারিস মা। বল্—বলে বুকের বোঝা হাল্কা করে ফেল। একটা কথা জানিস মা?

অম্বালিকা। কি বাবা!

উগ্রতপা। আমি যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে সেই লম্পট একটি কথা সত্য বলেছে। সত্যই আমি শুধু শাস্ত্রের পাতাই উলটিয়েছি—তোর দিকে একটিবারও চেয়ে দেখিনি, তোর ব্যথা বোঝবার কোন চেষ্টাই করিনি।

অম্বালিকা। তাকে যত খারাপ ভাবছ, তত খারাপ সে নয়, বাবা।

উগ্রতপা। [সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া

তুই কী বলছিস? এত বড় পাপ যে করে যাচ্ছে সে খারাপ নয়! সে কী মানুষ?

অম্বালিকা। পাপ মানুষেও করে বাবা...আমিও করিছি।

উগ্রতপা। তুই কি বলতে চাস?

অম্বালিকা। আমি তাকে ভুলতে পারছিনে বাবা! মনকে কত বোঝাবার চেষ্টা করছি সে লম্পট, নারীর মান মর্য্যাদার কোন দামই তার কাছে নেই...তবুও...তবুও বাবা...

উগ্রতপা। তুই তা হলে সেই পাপ-পাঁকের মাঝেই সুখে ছিলি?

অম্বালিকা। না বাবা...সেখানেও দিবা-রাত্র পুড়ে মরছিলাম।

[উগ্রতপা আবার কন্যার কাছে বসিলেন। তাহার মাথাটা বুকে টানিয়া লইলেন। এবং আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

উগ্রতপা। বুঝেছি মা, তোর ব্যথা আমি বুঝেছি...কিন্তু কি করব মা...উপায় নাই!

অম্বালিকা। তাইত বলছিলুম বাবা, আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

উগ্রতপা। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোকে মরতেই দিই, আমিও মরি। কিন্তু আবার কি ভাবি জানিস? আবার ভাবি রিপু গুলোই ত মানুষের সর্ব্বস্ব নয়, মানুষ ও-গুলো জোর করে দমন করতে না পারলেও, ওর ভিন্ন একটা রূপ দিতে পারে, আর তা পারে বলেই নরকে যার ঠাঁই ছিল, সেও কখনো কখনো দেবতার আসনে বসে।

অম্বালিকা। তা পারে বাবা?

উগ্রতপা। পারে বলেই ত মনে হয়। কিন্তু জোর করে কিছুই আমি আর বলতে পারিনা মা। পুঁথির কথার ওপর আমার আর এতটুকু বিশ্বাস নেই...এতটুকুও না।

অম্বালিকা। তা হলে কি হবে বাবা?

উগ্রতপা। চল্‌ত একবার দূরে চলে যাই...তারপর দেখি চেষ্টা করে তোকে দেবী করতে পারি কিনা। দেবী! দেবী! দেবীর মত করেই ত রেখেছিলুম.. গৃহকেও করে রেখেছিলুম মন্দিরের মতোই পবিত্র...পূজা পাঠ তপ অর্চ্চনায় অষ্টপ্রহর কেটে যেতো...কিন্তু তবুও তার মাঝে পাপ এসে কখন যে বাসা বাঁধল তা ত বুঝতেও পারলুম না!...তবুও আশা করছি আবার দেবী করে তুলব।

[দুই হাতে মাথা চাপিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিলেন।

অম্বালিকা। বাবা! বাবা!

উগ্রতপা। কি মা!

অম্বালিকা। রোদ বেড়ে যাচ্ছে, সামনে সীমাহীন মাঠ!

[উগ্রতপা দুইহাতে কন্যার মুখখানি ধরিয়া সেই মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

অম্বালিকা। অমন করে কি দেখছ বাবা!

উগ্রতপা। পিছু তোকে ডাকছে! নীচু তোকে টানছে! ওরে, ওরে অভাগী কন্যা আমার!

[অম্বালিকা মাথা নীচু করিল। উগ্রতপা ধীরে ধীরে কন্যার মাথা ছাড়িয়া দিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তবে যা—যা তুই পিছনেই ফিরে, যা তুই নীচেই নেমে—ধূ-ধূ ওই মাঠের বুকেই আমি আমার সমাধি রচনা করি।

[ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। অম্বালিকা মাথা নীচু করিয়া মাটিতে দাগ কাটিতেছিল, পিতাকে যখন সত্যই যাইতে দেখিল, তখন উঠিয়া দাঁড়াইল।

অম্বালিকা। বাবা! বাবা!

উগ্রতপা। পিছের ডাক আর নয়, নীচের টান আর নয়!

[তিনি আবার অগ্রসর হইলেন, অম্বালিকা দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পদতলে পড়িল।

অম্বালিকা। বাবা! বাবা! আমায় ফেলে যেয়োনা, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

[উগ্রতপা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

উগ্রতপা। তার সঙ্গ পেলেও নয়?

অম্বালিকা। না, না বাবা!

[অম্বালিকা উগ্রতপার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। উগ্রতপা কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন

উগ্রতপা। ওরে এসেছে...ওপরের টান এসেছে...অন্তরে তোর ঊর্দ্ধের আলো পড়েছে...তুই দেবী হবি...অম্বালিকা আবার তুই দেবী হবি! চল চল মা...এখানে আর নয়।

[কন্যাকে তুলিয়া লইয়া উগ্রতপা তাহাকে ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

গাছের পিছন থেকে বীরভদ্র বাহির হইল, পিতা-পুত্রীর দিকে চাহিয়া একটিবার হাসিল, তারপর তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল।

বীরভদ্র। ব্রাহ্মণ!

[উগ্রতপা ফিরিয়া বীরভদ্রকে দেখিয়া আচ্ছন্নের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। অম্বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

উগ্রতপা। তুমি! তুমি কেন এখানে এলে?

বীরভদ্র। তোমরা যে এই পথে যাচ্ছ, তা আমি জানতুম না। দূর থেকে তোমাদের দেখতে পেয়ে ওই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথাই শুনেছি। দুটো কথা না বলে তোমাদের বিদায় দিতে পারলুম না, তাই ডাকলুম।

উগ্রতপা। তোর কোন কথা আমি শুনতে চাইনে।

[বীরভদ্র একটুখানি হাসিল।

বীরভদ্র। তোমাকে কিছু বলবার থাকলে আমি সম্মতির অপেক্ষা রাখতুম না। কথা কেমন করে শোনাতে হয় তা আমার জানা আছে। আমার বক্তব্য তোমার কন্যার কাছে।

[অম্বালিকা চমকিয়া উঠিল।

উগ্রতপা। না, না...ওর কাছে বলবার কোন কথাই তোমার থাকতে পারেনা।

বীরভদ্র। তোমার সামনেই সে কথা আমি শুনিয়ে যাচ্ছি। যে নারী স্বেচ্ছায় আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আমি তাকে গ্রহণ করিনা, তাকে আমি ঘৃণা করি।

অম্বালিকা। বাবা!

উগ্রতপা। চল মা, আমরা চলে যাই।

[উগ্রতপা কন্যাকে লইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন। বীরভদ্র সেই দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

বীরভদ্র। কিছুতেই আমায় ভুলতে পারছিলে না...এমন আঘাত দিয়ে গেলুম যে আমার কথা মনে হলেই অন্তর তোমার বিষিয়ে উঠ্‌বে।

[যে দিক হইতে আসিয়াছিল, বীরভদ্র সেই দিকেই চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

বীরভদ্রের বিলাস গৃহ। ধূপ-দীপ জ্বলিতেছে। রমণীরা ফুলের মালা গাঁথিতেছে, বস্ত্রালঙ্কার সাজাইয়া রাখিতেছে। শোভনলাল আর কয়েকটি পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথমা নারী। কোন রাজ-রাণী আজ আসছেন বলত ওস্তাদ ?

শোভনলাল। হুঁ আগে ফাঁস করি আর তোমরা বেবাক মাটি করে দাও আর কি ! তার চেয়ে কাজ করে করে যদি ক্লান্ত হয়ে থাক, তাহলে টুকুস করে একটু পান করে নাও।

দু' তিন জন পুরুষ। সাধু, সাধু!

[প্রত্যেকে এক একটি গ্লাস লইয়া

ওস্তাদ ওস্তাদ !

শোভনলাল। তোমরা পাচ্ছনা চাঁদ !

বলদেব। কেন ওস্তাদ, চাঁদ ধরবার ফাঁদ পাততে আমরা কি সাহায্য করিনি ?

হরিদাস। তুমিত বাবা সেই গাঁয়ের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলে !

শোভনলাল। পুরস্কার কি আমি দোব ?—দেবেন আমাদের প্রভু।

বলদেব। তার কাছে কার যে কি পাওনা, তা জানেন কেবল তিনি আর তাঁর তিরিক্ষে মেজাজ।

প্রথমা। সত্যি বলেছ ভাই, এ আর সওয়া যায় না।

শোভনলাল। কি সওয়া যায় না সুন্দরী?

দ্বিতীয়া। এই তোমাদের কর্ত্তার তিরিক্ষে মেজাজ।

শোভনলাল। তোমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে?

প্রথমা ও দ্বিতীয়া। আমাদের সকলেরই!

শোভনলাল। বটে, বটে!

প্রথমা। তুমিই ভেবে দেখ ওস্তাদ। রাজধানী থেকে আমাদের নিয়ে এসেছ। আমোদ কর, ফুর্তি কর...আমরা খুসী থাকব।

দ্বিতীয়া। আমাদের ব্যবসাই ত মানুষকে খুশী করা।

প্রথমা। তা কিছু নয়...অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আসবেন!...নাচাবেন গাওয়াবেন আবার চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবেন!

তৃতীয়া। আর তোমরাও এক একটি রূপসীকে নিয়ে আসবে ফুলের বার করে।

দ্বিতীয়া। সেই জন্যই ত আমাদের দিকে ফিরেও চায় না।

বলদেব। ফিরে চাইলে আমাদের কি দশা হতো সুন্দরী?

প্রথমা। না ভাই তামাসা নয়—অঙ্গ জ্বলে যায়।

শোভনলাল। প্রমোদ-কুঞ্জের এই বিদ্রোহের খবর তা হলে প্রভুকে আজই জানাতে হবে।

দ্বিতীয়া। জানাতে হয় জানাও...কিন্তু আমাদের বিদেয় দাও। আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই।

শোভনলাল। রাজধানীতে নর্ত্তকীর অভাব নেই...প্রয়োজনমত আমরা তাদের পাব...কিন্তু রাজধানীতে কি সুখেই যে ছিলে তাতো আমার অজানা নেই। কাণে ওই যে ঝুম্‌কো দুলছে, গলে ওই যে মুক্তোর মালা ঝুলছে, পা থেকে মাথা অবধি যে গয়নাব ঝলক দিচ্ছে রাজধানী থেকে তার একখানিও কি সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলে সুন্দরী ?

তৃতীয়া। তুমি ভাবছ ওস্তাদ তোমার এ প্রশ্ন শুনে আমরা লজ্জিত মর্ম্মাহত হব। কিন্তু ওতে আমাদের লজ্জার মনস্তাপের কোন কারণ নেই। ওই পাব বলেই ত এসেছি।

শোভনলাল। লজ্জার দুর্ব্বলতা যে তোমাদের নেই তা আমি জানি। তাই সে কথা তুলছিনে। বলছি—গুছিয়ে নাও, সুন্দরীরা, ভালো করে গুছিয়ে নাও। তারপর সময় যেদিন হবে, সেদিন আমায় শুদ্ধ তোমাদের ডানায় চড়িয়ে রাজধানীতে নিয়ে যেয়ো।

[শোভনলাল গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিল।

পুরুষের দল। আমাদেরও ভুলোনা।

শোভনলাল। [সকলের হাতে গ্লাস দিল।

নাও মেজাজ ঠাণ্ডা কর।

[সকলে পান করিল।

বীরভদ্র। [বাহির হইতে

শোভনলাল !

সকলে। এই রে !

[তাড়াতাড়ি গ্লাসগুলি রাখিয়া যে যাহার কাজে বসিল। বীরভদ্র প্রবেশ করিয়া তাহার আসনে বসিল। শোভনলাল তাহার সম্মুখে মদ্যপাত্র স্থাপন করিল। বীরভদ্র সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। শোভনলালের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্যের আয়োজন করিল।

মালতী ফুল শুন্‌চে কোথায় বন্‌-জোছনার ছন্দ
গলার মালায় ফুট্‌ছে নতুন কুঁড়ি-ফোটার গন্ধ।
ঘর-ভোলানো মিষ্টি হাওয়ায়
কি সুখ যে ভাই হারিয়ে যাওয়ায়
একটুখানি মেঘের ছাওয়ায় হাসবে লাজুক চন্দ্র !
ঐ মরমের তালে তালে,
জাগবে গোলাপ গালে গালে,
অধর কেবল খুঁজ্‌বে অধর, মুখের কথা বন্ধ !

বীরভদ্র। এই পুতুল-নাচ দেখিয়ে তুমি আমায় ভুলিয়ে রাখতে চাও? জীবনে কোনদিনই যারা আনন্দের সন্ধান পেলনা, তারা দেবে আমায় আনন্দ !

তৃতীয়া। যদি জানেন যে আমরা আনন্দ দিতে পারব না, তাহলে আমাদের এনেছেন কেন ?

[সকলে চমকিয়া উঠিল। বীরভদ্র প্রশ্নকারিণীর দিকে নীরবে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

বীরভদ্র। তোমার এ প্রশ্নের জবাব দু'রকমে দিতে পারি। এক চাবুক দিয়ে আর সত্য কথা শুনিয়ে। দুটোই তোমাদের সমান আঘাত দেবে। তাই চাবুকের জবাব ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল। মৌখিক জবাবই তোমাদের ব্যথার যথেষ্ট কারণ হবে—অবশ্য তা বোঝবার মতো শক্তি যদি তোমাদের থাকে।

[ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তোমাদের এনেছি আমার জন্য নয়—এনেছি আমার এই চির-বুভুক্ষু অনুচরদের জন্য, যাদের আমি পোষা কুকুরের মতোই মনে করি। আমার জন্য আনিনি বলেই চাবুক দিয়ে ছাড়া কখনো তোমাদের দেহ আমি স্পর্শ করিনি।

[সকলেই ক্ষুব্ধ হইল অথচ মৌন রহিল।

প্রথমা। এর পরও কি আশা করতে পারেন যে আমরা আপনার সামনে নাচব, গাইব, ফূর্ত্তি করব।

বীরভদ্র। আমার তাই-ই আদেশ।

দ্বিতীয়া। কিন্তু আমরা ত আপনাকে আনন্দ দিতে পারি না!

বীরভদ্র। শোভনলাল, ওদের বুঝিয়ে দাও যে ওদের গাইতে বলি নাচতে বলি আনন্দ পাবার জন্য নয়—বুকের ভিতর যে হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে তারই শব্দ ডুবিয়ে রাখতে!

এই সব নারীর কাছ থেকে করব আমি আনন্দ প্রত্যাশা!

শোভনলাল। তাহলে আজকার মতো কি এদের বিশ্রাম দোব?

বীরভদ্র। না, আমার সামনে ওরা নাচবে। ওদের কদর্য্য অঙ্গ-ভঙ্গী নারীর লীলায়িত ভঙ্গিমা দেখবার আকাঙ্ক্ষা থেকে আমায় মুক্তি দেবে।

[শোভনলালের ইঙ্গিতে দুই কোণে দু'দুজনা করিয়া নারী নৃত্য করিতে লাগিল।

এদের এখানে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই।

[শোভনলালের ইঙ্গিতে পুরুষরা চলিয়া গেল।

শোভনলাল! তুমি বিশ্বাস কর, একই সময়ে একই নারী একই পুরুষকে ভালোও বাসতে পারে আবার ঘৃণাও করতে পারে?

শোভনলাল। আমি তা কল্পনায়ও আনতে পারি না প্রভু।

বীরভদ্র। তা যে পারে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অম্বালিকা ঘৃণাভরে আমাদের এখান থেকে চলে গেল—কিন্তু মাঠের মাঝে গিয়ে সে আর চল্‌তে পারল না। তার

বাপের কাছে স্বীকার করল, আমায় সে ভুলতে পারছে না।

শোভনলাল। আমি তো কতবারই বলেছি যে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে না, এমন নারী সংসারে নেই।

বীরভদ্র। সে কথা নয় শোভনলাল। অম্বালিকা স্বেচ্ছায় এসেছিল, কিন্তু তবু'ও কেন সে আমায় ঘৃণা করে? কেন—কেন?

[এক গ্লাস মদ পান করিল।

ওদের যেতে বলে দাও।

[শোভনলালের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীরা চলিয়া গেল।

শোভনলাল, আমি পারি না...নিশিদিন এ জ্বালা আমি আর সইতে পারি না।

[দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।

শোভনলাল। প্রভু! জ্বালার কারণ যা, তাই দিয়েই জ্বালার উপশম করতে হয়। আমি সেই ব্যবস্থাই করেছি।

বীরভদ্র। তোমার ব্যবস্থার ওপর আমার আর আস্থা নেই শোভনলাল!

[আর এক গ্লাস মদ খাইল।

তোমার ওষুধের এম্নি বোট্‌কা গন্ধ যে, আমি তা সইতে পারি না।

শোভনলাল। এবার যেমনটি চান, তেমনটিই এনেছি প্রভু!

বীরভদ্র। সত্যি শোভনলাল?

[শোভনলাল ফুলদানি হইতে একটি ফুটনোন্মুখ গোলাপ আনিয়া বীরভদ্রের হাতে দিল।

শোভনলাল। ঠিক এই ফুলেরই মতো প্রভু!

[বীরভদ্র ফুলটি নিবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিল। ফুলটিকে আরো একটু বিকশিত করিয়া তুলিল। শোভনলালের ঠোঁটে শয়তানের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অবিকল এমন!

[বীরভদ্র আর এক গ্লাস পান করিল

বীরভদ্র। আচ্ছা, দেখি তোমার এই কুসুম-কলি।

[শোভনলাল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বীরভদ্র ভিন্ন দিকে মুখ করিয়া ফুলটি দেখিতে লাগিল। শোভনলাল একটি মেয়েকে জোর করিয়া ঘরে টানিয়া আনিল। সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। দুই হাতে সে মুখ ঢাকিয়া রহিল।

তোমার এই অনাঘ্রাত ফুলটি ত বেশ বোঝে কোন দিক থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা!

কল্যাণী। রাজপুত্র!

বীরভদ্র।

[লাফাইয়া গিয়া কল্যাণীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবার পিছাইয়া আসিল।

এ তুমি কাকে এনেছ, কাকে এনেছ শোভনলাল!

[বীরভদ্র দূরে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল।

কল্যাণী। [উঠিয়া বসিল

আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন...আমার বাবা ভাবছেন... ভাই কাঁদছে।

বীরভদ্র। শোভনলাল, তোমায় আমি খুন করব।

শোভনলাল। অনুমতি করেন ত রেখে আসি।

বীরভদ্র। কিন্তু তাতেও যে ওর রেহাই নেই...কত বড় সর্ব্বনাশ তুমি ওর করেছ!

[কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী, আমি নির্দ্দোষ, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

[কল্যাণীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

কল্যাণী। আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

বীরভদ্র। কল্যাণী, আমি তোমায় ভালোবাসি।

কল্যাণী। আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন!

বীরভদ্র। কল্যাণী, গৃহে, সমাজে আর তোমার ঠাঁই হবে না... তুমি এইখানেই থাক...দুরন্ত একটা পশুকে মানুষ করে তোল।

[শোভনলাল বস্ত্রালঙ্কার-পূর্ণ পাত্রগুলি কল্যাণীর সম্মুখে রাখিল।

শোভনলাল, তোমায় আমি খুন করব...

[পদাঘাতে বস্ত্রালঙ্কারগুলি দূরে ফেলিয়া দিল।

কোন প্রলোভন দিয়ে তোমায় আমি জয় করতে চাইনে...তোমায় দেবার মত কোন সম্পদ আমার নেই ...তোমায় মুগ্ধ করবার মতো কোন গুণ আমার নেই ...আমার একমাত্র প্রার্থনা, এই পশুকে তুমি মানুষ কর, জীবনের এই দারুণ অভিশাপ থেকে আমায় মুক্তি দাও।

[কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

তুমি জান না কল্যাণী, যৌবনের আরম্ভ থেকে সমস্ত মন দিয়ে তোমারই মতো একটি নারীর সঙ্গ কামনা

আমি করিছি...কিন্তু পাইনি। তার সন্ধানে উন্মাদের মতো ছুটে বেড়িয়েছি...তবুও পাইনি। হিংস্র পশুর মতো কত নারীকে আপন আয়ত্তে এনেছি...তবুও পাইনি। এতদিন পরে তোমার ভেতরেই আমি আমার মানস-প্রতিমার সন্ধান পেয়েছি...তুমি মুখ ফিরিয়ো না...আমায় প্রত্যাখ্যান করো না।

কল্যাণী। বলো না, বলো না, অমন করে তুমি আজ ওকথা আমাকে বলো না। তোমাকে আমি দেবতার আসনে বসিয়েছিলুম, আদর্শ পুরুষ মনে করে আমার অন্তরের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ উদ্দেশে তোমার চরণে নিবেদন করেছিলুম। তখন ত জান্তুম না তুমি এম্নি অমানুষ, এমন অপদার্থ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এম্নি দুর্দ্দান্ত পশু!

বীরভদ্র। কিন্তু তোমার পরশ এই পশুকেও মানুষ করে তুলবে—আমি তাই চাই, আমাকে তুমি তাই দাও!

কল্যাণী। যদি জান্তুম তুমি এত নীচ, তাহলে...

বীরভদ্র। তাহলে সে-দিন আমায় আশ্রয় দিতে না, রাজ-সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দিতে।

কল্যাণী। হাঁ, তাই-ই দিতুম!

বীরভদ্র। এমন করে প্রত্যাখ্যান করবার চেয়ে সেও যে ভালো ছিল!

কল্যাণী। ও কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হয় না? কী তুমি

আমায় দিয়েছ ? এতটুকু শ্রদ্ধা ? এতটুকু মর্য্যাদা ?

বীরভদ্র। দোব, দোব কল্যাণী, হৃদয় উজাড় করে সব আমি তোমার পায়ে ঢেলে দোব।

কল্যাণী। নারী-জীবনের সব চেয়ে বড় যে লজ্জা, যে লাঞ্ছনার সম্ভাবনাতেও সে আত্মহত্যা করে, তুমি আজ তারই কলঙ্ক-কালিমা দিয়ে আমার বর্ত্তমান, আমার ভবিষ্যৎ এম্নি ঘনান্ধকারে আবৃত করে দিলে যে সৌভাগ্যের সৌর-করচ্ছটায় আর তা কখনো আলোকিত হবে না, আর কখনো আমি কোন মানুষের শ্রদ্ধা পাব না, সহানুভূতি পাব না, ভালবাসা পাব না।

বীরভদ্র। আমি নই, আমি নই কল্যাণী, অপরাধী আমি নই।

[কল্যাণী দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল।

শোভনলাল। প্রভু এ মন্ত্রে কাজ হবে না।

বীরভদ্র। শোভনলাল !

[দুই বাহু তুলিয়া শোভনলালকে মারিতে গেল। শোভনলাল সরিয়া গেল।

আমায় তুমি বিশ্বাস কর কল্যাণী, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় গ্রহণ কর। আমার নিষ্ঠার কোন্ নিদর্শন তুমি চাও, বল, তোমায় কী দিয়ে আমি ধন্য হব ?

[কল্যাণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিল।

বীরভদ্র। কল্যাণী, কল্যাণী এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না!

[বীরভদ্র কল্যাণীর হাত চাপিয়া ধরিল। কল্যাণী তাহার গালে একটি চপেটাঘাত করিল।

কল্যাণী হাত ছাড় কাপুরুষ!

[বীরভদ্র ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কল্যাণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল।

বীরভদ্র। শোভনলাল, এই নির্ব্বোধ নারীকে নর্ত্তকীদের হাতে ছেড়ে দাও। তারা ওকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করে, পুষ্পাভরণে সাজিয়ে আমার উপভোগের যোগ্য করে এখানে নিয়ে আসুক।

[মদের গ্লাস তুলিয়া লইল।

শোভনলাল। এস সুন্দরী, আর প্রতিবাদ নয়। প্রথমে প্রসাধন তারপর প্রীতি-নিবেদন...দিন কতক বাদে প্রেমের

জোয়ারে পাল তুলে একেবারে তর্ তর্ করে ছুটে চলবে।

কল্যাণী। রক্ষা কর, কে আছ আমায় রক্ষা কর।

[শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা প্রবেশ করিল।

সবিতা। শোন, শোন স্বামী ওই আর্ত্তনাদ—

[শোভনলাল পিছাইয়া গেল।

বীরভদ্র। তুমি ! তুমি এখানে কেন সবিতা ?

সবিতা। একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

বীরভদ্র। কোন কথা ?

সবিতা। একদিন নিজের জীবন রক্ষার জন্য ওই বালিকার কাছে অমনি আর্ত্তনাদ তুমি করেছিলে—আর ওই উদার-হৃদয়া বালিকা বিপদ বরণ করেও তোমায় রক্ষা করেছিল। অধঃপতনের এম্নি নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছ যে জীবনদায়িনীর প্রতিও শ্রদ্ধা রাখতে পার না।

[বীরভদ্রের হাত হইতে মদের গ্লাসটা পড়িয়া গেল।

বীরভদ্র। জীবনদায়িনী !......জীবনদায়িনী !...সত্য......সত্য শোভনলাল, আমার জীবন দায়িনী !

সবিতা। এস বোন, তোমায় বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি...আমার স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করো।

[কল্যাণীকে লইয়া সবিতা ও শ্যামা চলিয়া গেল। বীরভদ্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শোভনলাল তাহার সামনে গ্লাসের পর গ্লাস ধরিতে লাগিল এবং বীরভদ্র গ্লাসের পর গ্লাস নিঃশেষ করিতে লাগিল। সবিতা পুনরায় প্রবেশ করিল।

শোভনলাল। দেবি !

[বীরভদ্র স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সবিতার দিকে অপলক নেত্রে কিছু-কাল চাহিয়া রহিল।

বীরভদ্র। তুমি আজ কি করেছ জান, সবিতা ?

সবিতা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য।

বীরভদ্র। হাঁ, সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য তোমার পুরস্কার প্রাপ্য আছে।

[ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া চাবুক লইয়া আসিয়া

এই তার পুরস্কার।

শোভনলাল। প্রভু ! প্রভু !

সবিতা। কর, কর আঘাত। তোমার সমস্ত পাশবিকতা নিঃশেষ

হয়ে যাক আমারই ওপর অত্যাচার করে...অন্য কোন নারীর জন্য যেন না এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে।

[বীরভদ্র আঘাত করিতে পারিল না। তাহার হাত হইতে চাবুক পড়িয়া গেল। সবিতা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। শোভনলাল আবার তাহার হাতে মদ্যপাত্র তুলিয়া দিল। বীরভদ্র তাহা এক চুমুকেই নিঃশেষ করিল।

বীরভদ্র। শোভনলাল, কল্যাণী আমার দান প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেল? নারীর কাছে আজই আমার প্রথম পরাজয়।

শোভনলাল। প্রভু, এই প্রথম এবং এই-ই শেষ।

[ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কল্যাণপুরের পুকুরে যাবার পথ। অন্তঃপুরিকারা জল আনিতে, স্নান করিতে যাওয়া আসা করিতেছে—মাঝে মাঝে দু'চারজন পুরুষও।

বিন্দু। এরি মাঝে তোমার নাওয়া হয়ে গেল মাসী ?

ভবনাথের স্ত্রী। আর বল কেন বাছা, দুদণ্ড যে একটু কোথাও বসব তার যোটি নেই। সাত গুষ্টির পিণ্ডি সেদ্ধ করতে হবে না ?

[কলসীটা কাঁখ হইতে নামাইয়া রাখিলেন।

বিন্দু। আর শুনেছ মাসি, কল্যাণী কালোমুখী ফিরে এয়েছে।

ভবনাথের স্ত্রী। কলিকাল বাছা, কলিকাল। ধম্ম কি আর আছে ? তুমি আমিই খালি ধম্ম ধম্ম করে সুখ সোয়াস্তি সব খোয়ালুম।

বিন্দু। আমরা জানতুম, বুড়ো বামুনের বড় নিষ্ঠে।

ভবনাথের স্ত্রী। সে ওই পরকে পাঁতি দেবার সময়। মেয়ে এসে ছেনালী করে বল্লে, বাবা আমি নিষ্পাপ,

আর বাপ অম্‌নি তাকে বুকে নিয়ে বল্লেন, তা জানি মা।

বিন্দু। ওমা! গাঁয়ে কি লোক ছিল না গা?

ভবনাথের স্ত্রী। থাকবে না কেন। গাঁ শুদ্ধ্‌ লোকের সুমুখে বাপ-ঝি'র এই ঢং। মেজ ভাণ্ডর আপত্তি তুল্লেন—রেমো গয়লা বাঁক উঁচিয়ে বল্ল কেউ কথা কয়েছ কি মুখ ভেঙে দিয়েছি! ভদ্দর লোকেরা আর কি করে? সত্যি সত্যি দাঙ্গা-হাঙ্গামা যদি বেধে যায়, তাই মান নিয়ে সরে পড়লেন। কিন্তু এ রকমটি হলে বউ-ঝি নিয়ে ঘর কন্না ত চলে না।

বিন্দু। আর মেয়ে ত নয় বাছা যেন আগুণের খাপরা। কখন যে কাকে পুড়িয়ে মারে! তোমার ছেলেটি আবার ওইদিকেই বেশি ঘোরা-ফেরা করে।

ভবনাথের স্ত্রী। দেখ বাছা অমি কথা-বার্ত্তা যা বলতে হয় বল। ভালমানুষের ছেলের নিন্দে মন্দ করো না। আমার ছেলে তেমন মায়ের পেটে জন্মায়নি যে মেয়ে-মানুষের দিকে মুখ তুলে চাইবে।

বিন্দু। মাসি, কোন কুভাব নিয়ে আমি কথা কইনি। বয়েসের কালে পুরুষগুলোর দৃষ্টি একটু এদিক সেদিক যায়, তাই-ই বলছিলুম। যাই মাসি, বেলা হয়ে গেছে ঝুপ্‌ করে একটা ডুব দিয়ে আসি।

[সদাশিব গলা-খাঁকারি দিলেন ।

বিন্দু । মাসি, কে যেন আসছে ।

ভবনাথের স্ত্রী । এলই বা ।

[সদাশিব আবার গলা-খ্যাঁকারি দিলেন ।

কোন মুখ-পোড়ার মরণ-টান উঠেছে যে ওখানে দাঁড়িয়ে ওরকম করছে !

[সদাশিব প্রবেশ করিলেন ।

সদাশিব । কে ? তুমি নেয়ে চলেছ বুঝি । তা বেশ, বেশ !

ভবনাথের স্ত্রী । তা তো বুঝলুম, কিন্তু এ-পথে কেন ?

সদাশিব । একটু জরুরি কাজে ও দিকটায় যেতে হবে । বুড়ো মানুষ কত ঘুরে যাব ? তাই ভাবলুন চট্ করে এদিক দিয়ে গিয়ে কাজটি সেরে আসি । তা তোমরা এখানে বেশী দেরী করো না, জান ত দিনকাল বড্ড খারাপ । সোমদেবের মেয়েটা যে কাণ্ড কবলে !

ভবনাথের স্ত্রী । তোমরা ত কিছু করতে পারলে না, সুড় সুড় করে সরে এলে ।

সদাশিব । কি করি বাছা ! সেখানে দাঁড়িয়ে সেই গয়লা বেটার মার খেতে ত পারিনি ! কিন্তু পতিত করে ত রেখেছি ! কোন যজমান তাকে ডাকবে না, বাড়ী গেলে দূর দূর

করে তাড়িয়ে দেবে। ধোপা-নাপিত অবধি বন্ধ করেছি। দেখনা আরো কি করি!

বিন্দু। মাসী আমি চল্লুম।

ভবনাথের স্ত্রী। দাঁড়া না বাছা...সময় ত আর পাইনে...সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়েই নি।

সদাশিব। তোমরা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর কথা সেবে নাও...আমি চল্লুম।

[চলিয়া গেলেন।

ভবনাথের স্ত্রী। ঢং দেখ, ঘাটের পথ ছাড়া মরবার আর জায়গা পায় না।

বিন্দু। শিরোমণি ঠাকুরের বড় নিচ্ছে।

ভবনাথের স্ত্রী। জানি লো জানি, কোন ঠাকুরকেই আর জানতে বাকি নেই। দেখ তো বাছা, কে যেন এই দিকে আসছে।

[বিন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া

বিন্দু। সেই কালোমুখী মাসি, কল্যাণী।

ভবনাথের স্ত্রী। ঢং দেখ। যেন বিরহিণী রাই! এলো চুল, আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। লজ্জা-সরম কিছুই কি নেই গা? এদিকেই যে আসছে।

[কল্যাণী প্রবেশ করিল।

বলি দড়ি-কলসী কি জোটে না? ওই কালো-মুখ নিয়ে গাঁয়ে বেরুতে লজ্জাও হয় না।

কল্যাণী। মাসি আমার শান্তর বড় অসুখ। কবরেজ দেখতে যেতে চায় না...একটা পয়সা নেই যে ভিন্-গাঁ থেকে কাউকে এনে দেখাব। মাসী আমরা বড় বিপদে পড়েছি।

ভবনাথের স্ত্রী। কেন গয়না-পত্তর টাকা কড়ি রোজগার করে যা নিয়ে এলি, তা কোথায় গেল?

কল্যাণী। ভগবান!

ভবনাথের স্ত্রী। ওই মুখে আর ভগবানের নাম এনো না, মুখপুড়ী।

বিন্দু। আহা অতো করে বলো না মাসি! ছেলেমানুষ।

ভবনাথের স্ত্রী। তুই থাম বাছা। আমি এ ঢং দেখতে পারিনে। তা এদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

কল্যাণী। সইয়ের বাড়ী যাচ্ছিলুম মাসি। সে আমায় তাড়িয়ে দেবে না। ওই বাড়ীর ওপর দিয়ে যাচ্ছিলুম, তারা যেতে দিলে না, শান্ত না বাঁচলে আমরাও বাঁচব না মাসি!

ভবনাথের স্ত্রী। আবার সইয়ের বাড়ী কেন? সতী-লক্ষ্মী মেয়ে সে। বাপ-মা টাকা পেয়ে ঘাটের মড়ার সাথে বিয়ে দিল। মেয়ে তাকেই দেবতা বলে মেনে নিল। গিয়ে অবধি সোয়ামীর সেবা যা করল তা সেকালের

৬

সেই সাবিত্রীও করতে পারত না। ভরা পাপ নিয়ে তার কাছে গিয়ে তার সর্ব্বনাশ আর করো না।

কল্যাণী। মাসী, আমাদের যে আর কেউ নেই!

ভবনাথের স্ত্রী। কেন, সেই গয়লাও নয়?

কল্যাণী। মাসি!

ভবনাথের স্ত্রী। আবার কুলোপানা চক্কর! যাও বাছা তোমার সাথে আর তক্রার করতে চাইনে। কিন্তু এম্‌নি করে যদি গাঁয়ের ভিতর ঘুরে বেড়াও, তাহলে কুকুর ঠেঙ্গান ঠেঙিয়ে তোমায় তাড়িয়ে দিতে হবে, সে কথা আমি বলে রাথছি।

কল্যাণী। ওপরে কি ভগবান নেই, মনে কর মাসি।

ভবনাথের স্ত্রী। কী! তুই আমায় ভগবান দেখাস?

বিন্দু। আহা, মাসি, ওকে যেতে দাও।

[কল্যাণী অগ্রসর হইল।

ভবনাথের স্ত্রী। বলি ও হতচ্ছাড়ি, আক্কেলের মাথা কি একেবারেই খেয়েছিস? দিলি আমার ভরা কলসীটা ছুঁয়ে!

কল্যাণী। কলসী তোমার কখন ছুঁতে গেলুম?

ভবনাথের স্ত্রী। ছুঁসনি? লজ্জা-সরমের সাথে সাথে কি চোখের মাথাও খেয়েছিস? তোর ছায়া যে এখনও আমার কলসীর ওপর পড়ে আছে।

কল্যাণী। ছায়া পড়েছে, তাতেই তোমার জাত গেছে! এই দিলুম তোমার কলসী ছুঁয়ে—কি করতে পার কর।

[কল্যাণী কলসীটা স্পর্শ করিয়াই চলিয়া গেল।

ভবনাথের স্ত্রী। দেখলে তো বাছা, ছুঁড়ির বজ্জাতিটা একবার দেখলে! জাত মারবার কী ফন্দীই ধরেছে! ওকে যদি গাঁ ছাড়া না করি তাহলে আমি সতী মায়ের মেয়ে নয়!

বিন্দু। ছিঃ মাসি, অমন কথা বলতে নেই। এখন ঘরে যাও, বেলা অনেক হয়ে গেল।

ভবনাথের স্ত্রী। চল বাছা, ফিরে একটা ডুব দিয়ে, কলসীটা ধুয়ে মেজে আবার জল নিয়ে আসি। তারপর ওকে দেখে নোব।

[পুকুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। সদুপিসী ঝাঁটা হাতে প্রবেশ করিলেন।

সদুপিসী। হাঁ লা কি হয়েছে বলত?

ভবনাথের স্ত্রী। সে কথা আর শুধোও কেন মা। সোমদেব বামুনের সেই খান্‌কি মেয়েটা আমার ভরা-কলসীটা ছুঁয়ে দিলে গা! আবার বলে গেল—কি করতে পার কর!

সদুপিসী। তুই কিছু বল্লিনে কেন ?

ভবনাথের স্ত্রী। জানই ত মা সাত কথাতেও আমি রা কাড়তে পারিনে।

সদুপিসী। কিন্তু সে কালামুখী গেল কোথায় ? ঝাঁটা হাতে আমি যে তারই খোঁজে বেরিয়েছি। আমার আঙিনা দিয়ে পাপ হেঁটে যাবে ? ঝি-বউ নিয়ে আমি ঘর করিনে ? গেছলুম একবার পুরুত পাড়ায়, এসে শুনলুম আমার আঙিনা দিয়ে যাচ্ছিল সেই কালামুখী, কোথায় গেল বলত বিন্দি !

ভবনাথের স্ত্রী। সইকে সোহাগ জানাতে গেছেন—ভাই মরে—টাকা চাই। সই বড়লোকের গিন্নী, কিছু যদি দুয়ে নেওয়া যায়।

সদুপিসী। সাবিত্রী আমাদের তেমন মেয়ে নয়। ওর মুখও সে দেখবে না। কলিকালে অমন সতী মেয়ে আর একটি হয় না। তা এই পথ দিয়েই ফিরবে ত। চল্ ঘাটে গিয়ে তোদের সাথে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কই।

ভবনাথের স্ত্রী। চল মা, তাই চল। আমার ভরা-কলসীটা ছুঁয়ে দিলে গা !

সদুপিসী। দাঁড়া না মা, ওকে গাঁ থেকে না তাড়িয়েছি ত আমি সদু-বামণী নই।

[তিন জনেই ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সাবিত্রীদের বাড়ীর পিছনের বাগান। বাগানের পাশ দিয়া একটা ছোট রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। লোকজন সে পথ দিয়া তেমন যাওয়া-আসা করেনা। সাবিত্রী ফুল তুলিতেছে গান গাহিতেছে এবং মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, শিথিল কবরী কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কানে ঝুমকো দুলিতেছে।

সাবিত্রীর গান

চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম গলার বেলার মালা,—
নতুন দিনের প্রাণের তানে নতুন গানের পালা!
গগন দেখে নীলার স্বপন,
কিরণ-ছবি আঁকছে তপন,
প্রজাপতির মনের মতন পুষ্প-প্রদীপ জ্বালা!
আলো-রঙের-আমোদ-মাখা
জীবন যখন কোকিল-ডাকা,
কে পরালে আমার হাতে ঝরা-ফুলের বালা!

[দূরে উৎপলকে দেখা গেল। উৎপল সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক। চুলগুলি ঘাড় অবধি পড়িয়াছে। প্রশান্ত বক্ষের উপর শুভ্র পৈতা বিলম্বিত। উৎপলকে দেখিয়া সাবিত্রীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বক্ষ ঘন ঘন আন্দোলিত হইল। উৎপল কাছে আসিতেই সাবিত্রী বেড়ার আড়ালে লুকাইল এবং স-পল্লব একটি ফুল তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। উৎপল বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফুলটি কুড়াইয়া লইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

উৎপল। কে সাবিত্রী?

সাবিত্রী। তবু ভালো যে চিনতে পারলে!

উৎপল। তুমি কবে এলে সাবিত্রী? তোমার স্বামীর শরীর ভালো ত?

সাবিত্রী। তারপর?

উৎপল। সকলেই কুশলে আছেন?

সাবিত্রী। হাঁ, আমার গঙ্গা-যাত্রী পতি-দেবতার হাঁপানীর টান

তেমনই আছে, আমার মায়ের বয়েসী সতীনটি তাঁর পরম-গুরুর আদেশে মোহর-ভরা সিন্ধুকের চাবিটি আমার হাতে দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ছেলে-মেয়েরা আমায় মা বলে ডাকে, দাসী-চাকরগুলো আমার আদেশ না পেলে কোন কাজ করেনা।

[সাবিত্রীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

উৎপল। সাবিত্রী, তুমি সুখী নও ?

সাবিত্রী। সে কি কথা! আমার মতো সুখী কে আছে? গা ভরা গয়না, সিন্ধুক-ভরা মোহর, রাণীর মত দিন রাত হুকুম চালাই—আমি সুখী নই? আমার বাপ-মার মুখে আজ হাসি ধরেনা—আত্মীয় স্বজনের মুখে আমার সুখ্যাতির শেষ নেই—তবুও আমি সুখী হবনা ?

[সাবিত্রী কাঁদিযা ফেলিল।

উৎপল। তবে তুমি কাঁদছ কেন ?

সাবিত্রী। এ দুঃখের অশ্রু নয়, আনন্দের অশ্রু। এত আনন্দ সইতে পারছিনে বলেই কাঁদছি। এ কান্না এই তোমার সামনেই প্রথম নয়—নির্জ্জনে যখনই থাকি, তখনই এম্নি করে কাঁদি। কুশল-প্রশ্ন করতে তোমাদের লজ্জা হয়না—কিন্তু শুনতে আমার লজ্জা হয়। আমি

ভাবি সব মানুষ কি এম্নি হৃদয়-বিহীন হয়ে গেল যে, নির্ম্মম ভাবে বলি দিয়েও ভাবতে পারে যাকে বলি দিয়েছে, সে ব্যথা পাবেনা ?

উৎপল। সাবিত্রী আমি বুঝেছি, বুঝেছি তোমার মতো অসুখী কেউ নেই !

সাবিত্রী। বুঝেছ ? তা বোঝবার মতো শক্তি তোমার আছে ?

উৎপল। আমার ওপর অবিচার করোনা, তুমি ত জান এ ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না !

সাবিত্রী। কিন্তু তুমি কি পারতে না এই বলি বন্ধ করতে ? মানুষের মতো মাথা উঁচু করে আমাদের গোপন-সম্বন্ধ প্রকাশ করে যদি আমায় দাবী করতে, তা হলে এ বিয়ে কি হতো ?

উৎপল। কিন্তু সমাজ যে আমাদের মার্জ্জনা করত না।

সাবিত্রী। তাইত বলি, মানুষের ব্যথা বোঝবার ক্ষমতাও তোমার নেই ! জীবিত একটি মেয়েকে হত্যা করে মরা-সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে তুমিও দ্বিধাবোধ করলেনা ! শুধু তাই নয় বিয়ের দিনে, আমার সেই বলির দিনে, যে নির্লজ্জতার, যে হৃদয়-হীনতার পরিচয় তুমি দিয়েছ তা যখন মনে পড়ে, তখন ইচ্ছা হয়, তোমার সকল স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে দিই...

দুর্ভাগ্য এই যে, তা পারছিনে......কোন মতেই পারছিনে !

উৎপল। কিন্তু আজ ত তাই করাই উচিত...আমাদের অতীত সম্বন্ধ ত বিস্মৃতির ভেতরই ডুবিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে শুধু যে শান্তিই পাবনা তা নয়—ধর্ম্মের কাছেও হব পতিত।

সাবিত্রী। কেন ?

উৎপল। তুমি যে পরস্ত্রী !

সাবিত্রী। ধরে বেঁধে সবাই মিলে মৃত্যু-পথ-যাত্রী এক বৃদ্ধের সাথে—ধর্ম্মের জন্যও নয়, কেবল অর্থের লোভে, হাঁ শুধু অর্থের লোভে যখন আমার বিয়ে দিয়েছিলে, তখন, তখন কি একটিবারও তোমরা কেউ ভেবে দেখেছিলে যে আমার যৌবনের আবেগ আকাঙ্ক্ষা চেপে রেখে তাকে আমার দেবতা বলে গ্রহণ করতে নাও পারি !

আজ উপদেশ দিচ্ছ যে আমি পরস্ত্রী...তোমার কথা ভাবা, তোমার সঙ্গ কামনা করা পাপ...কিন্তু জান, বিয়ের আসরে বধূর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে আমি কার মুখের দিকে চেয়েছিলুম ? জান, শুভ-দৃষ্টির সময় চোখ মেলে আমি প্রথমেই কার চোখের পানে চেয়েছিলুম ? তোমারই মুখের দিকে উৎপল, তোমারই চোখের পানে উৎপল। লজ্জাহীনার মতো

আজ তোমাকে সে কথা জানাতে হলো এই জন্য, যাতে না পরস্ত্রী বলে আমায় দূরে ফেলে তোমার দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্তি পেতে পার!

উৎপল। সাবিত্রী, তুমি কি বলছ? আমি ত বুঝতে পারছি না।

সাবিত্রী। কেন তুমি সেদিন বিয়ের সভায় উপস্থিত ছিলে? কেন সেই আলোর মাঝে, সজ্জার মাঝে তোমার ওই রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে তেমন করে চেয়েছিলে?

উৎপল। বিসর্জ্জনের আগে আমার আরাধ্য প্রতিমাখানি শেষবার দেখে নোব বলে।

সাবিত্রী। সেই শেষ দেখা দেখে তুমি তৃপ্ত থাকতে পার, অতীতকে তুমি পার মুছে ফেলতে—কেননা তোমার সামনে ভবিষ্যৎ তার অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে পড়ে রয়েছে... কিন্তু আমার সম্মুখে যে ঘন-অন্ধকার, জীবিত থেকেও যে আমাকে মৃতের মতো পড়ে থাকতে হবে! যদি আমি বাঁচার মতো করে বাঁচতে চাই, যদি আমি আমার দেহের মনের সকল ক্ষুধার পরিতৃপ্তি কামনা করি, তাহলে তাই কি হবে আমার অপরাধ?

উৎপল। কিন্তু ব্যথা কি কেবল তুমিই পেয়েছ সাবিত্রী, জীবন কি আমারও ব্যর্থ হয়নি?

সাবিত্রী। আর ভুল বুঝিয়ো না উৎপল—মিথ্যা রচনা করে আর

আমার অপমান করো না।

উৎপল। মিথ্যে নয় সাবিত্রী...তোমাকে পরের হাতে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সকল সুখ আমি হারিয়েছি।

সাবিত্রী। যদি তাই সত্যি হয়, তাহলে আমায় পরের কাছে ফেলে রেখনা...সেখানে থাকলে আমি বাঁচব না!

উৎপল। তা তো হয়না সাবিত্রী!

সাবিত্রী। তা যে হয়না, তা আমি জানি, জানি উৎপল! তবুও একটা কিছু কর...যা হয় একটা কিছু!

উৎপল। করবার কিছুই নেই সাবিত্রী। এ জীবনে এ বিধান আমাদের মানতেই হবে—সমাজের, ধর্ম্মের, লোকাচারের এই বিধান। তারপর...পর-পারে গিয়ে যদি আমাদের আবার দেখা হয়, তাহলে আর কখনো বিচ্ছেদ ঘটতে দোব না।

[সাবিত্রী সহসা উৎপলের বুকের উপর হাত রাখিল। উৎপল চমকিয়া উঠিল।

সাবিত্রী। তোমার এই বুকের ভিতর কি রক্ত নেই উৎপল?

উৎপল। [ম্লান হাসি হাসিয়া

এখন হয়ত নেই।

সাবিত্রী। তোমার অন্তরে কি প্রতিশোধ-স্পৃহা নেই উৎপল?

উৎপল। প্রতিশোধ? কার ওপর সাবিত্রী!

সাবিত্রী। এই সমাজের ওপর!

উৎপল। তাতে লাভ?

[দু'জনাই বহুক্ষণ নীরবে রহিল। সাবিত্রী সাজি হইতে একটা ফুল তুলিয়া তাহার পাপড়িগুলি এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করিয়া উৎপলের মুখের দিকে চাহিল।

সাবিত্রী। এই অবাধ নারী-হত্যা যাতে না চিরদিন চলতে পারে।

উৎপল। কিন্তু মানুষকে পৃথিবীতে থাকতে হলে, সমাজ গড়েই থাকতে হবে আর সমাজ থাকলেই থাকবে তার শাসন।

সাবিত্রী। উৎপল, তুমি যাও। আমি বুঝেছি পুরুষ হলেও, তোমাতে পৌরুষের লেশ মাত্র নেই। কাঙালের মনোবৃত্তি তোমার—নারীর প্রেম কখনো তুমি পাবে না। খুঁজে পেতে একটি মেয়েকে গৃহিণী করে সংসার পাতিয়ে বোস। আর আমি...

উৎপল। তুমি...তুমি কি করবে সাবিত্রী।

সাবিত্রী। আমার কথা তুমি বুঝবে না, যে আগুণ আমার বুকের মাঝে জ্বল্‌ছে, তা যে আমায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে

ধুলোর সাথে মিলিয়ে দেবে, তা আমি সইব না। সে আগুণ আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দোব—সমগ্র সমাজ এক সঙ্গে জ্বলে উঠবে।

উৎপল। তুমি কি বলছ সাবিত্রী?

সাবিত্রী। তুমি বুঝবে না উৎপল, তুমি যাও।

উৎপল। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো করবো।

[উৎপল নত মস্তকে প্রস্থান করিল। সাবিত্রী বেড়ায় ভর দিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কল্যাণী প্রবেশ করিল।

কল্যাণী। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। একি সই! এ তোর কি চেহারা! কি হয়েছে?

[বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিল

কল্যাণী। শান্তু আমার বাঁচে না সাবিত্রী...তাকে একটু ওষুধ একটু পথ্য দেবার শক্তিও আমাদের নেই!

সাবিত্রী। আমায় কেন জানাস নি সই?

কল্যাণী। গাঁ শুদ্ধ লোক বিরুদ্ধে...কারুর বাড়ীর ওপর দিয়ে চলতে দেয় না, ছোঁড়াগুলো অপমান করে, তাইত

ঘর থেকে বার হইনে। কিন্তু আমার শান্ত ওষুধ না পেয়ে...না খেয়ে...

সাবিত্রী। শান্তর চিকিৎসা হবে, সব ব্যয় আমিই বইব।

কল্যাণী। বইবে,—বইবে সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। বইব না ? শান্ত কি আমারও ভাই নয় ?

কল্যাণী। সাবিত্রী !

[কল্যাণী বসিয়া পড়িল।

সাবিত্রী। কিরে, সই...সই !

[সাবিত্রী বসিয়া কল্যাণীকে জড়াইয়া ধরিল।

কল্যাণী। সই, আর ত পারছি নে।

সাবিত্রী। কি পারছিস নে সই ?

কল্যাণী। এই গাঁয়ে বাস করতে,—সমাজ আমাদের পতিত করে রেখেছে।

সাবিত্রী। বয়েই গেছে। স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎ রাখবার শক্তি নেই যাদের, তাদের আবার সমাজ। আমি গাঁয়ে আগুণ জ্বালব।

কল্যাণী। তুই কি বলছিস সই ?

সাবিত্রী। সত্যি বলত কল্যাণী এ কি সওয়া যায় ? ওরা আমাদের সেবা নেবে, সুশ্রূষা নেবে, নিষ্ঠা নেবে—

অথচ চিরদিন ধরে আমাদের ওপর অবিচারই করবে !

কল্যাণী। তুমি কাদের কথা বলছ সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। সমাজের দোহাই মেনে আমাদের ওপর অত্যাচার যারা করছে, তাদেরই কথা।

[বাগানে সদুপিসী প্রবেশ করিলেন

সদুপিসী। বাগানে ত কাউকেও দেখতে পাচ্ছিনে, মেয়েটা গেল কোথায় ? তার মা বল্লে ফুল তুলতে বাগানে এসেছে। ওমা ফুলের সাজিটা যে পড়েই রয়েছে ! গেল কোথায় ? সাবিত্রী...অ সাবিত্রী

[কল্যাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কল্যাণী। ওই সদুপিসী এসেছে...দেখলেই অনর্থ বাধাবে।

সাবিত্রী। তুই থাম না সই। কি গা অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন গা ?

সদুপিসী। এই যে আমার মা লক্ষ্মী সাড়া দিয়েছে। কত লোককে কত দান-ধ্যান করছ, বুড়ি পিসীকে বুঝি...

[বেড়ার কাছে আসিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া

আ মর ! কালামুখি সেই অবধি এখানেই রয়েছে !

সাবিত্রী। কাকে কালামুখি বলছ গা ?

সদুপিসী। আবার কাকে বলব? যে নিজে মুখ পুড়িয়ে এসেছে, আমাদেরও মুখে চূণ-কালি মেখে দিয়েছে।

সবিতা। মুখ যে ও পুড়িয়ে আসেনি, তাতো দেখতেই পাচ্ছ... আর তোমাদের পাঁচজনের মুখে শুধু নয়—এই গাঁ শুদ্ধ লোকের মুখে এমন করে চূণ-কালি আমি মাখিয়ে দোব যে, লজ্জায় নিজেরাই ঘর থেকে বার হতে পারবে না। কথা কইতে তোমাদের লজ্জাও করে না?

সদুপিসী। আমায় মিছে কেন বল মা। মেয়ে মানুষ হয়ে কি ডাকাত তাড়াতে পারি...মুখ-পোড়া মিন্সেগুলো যে ঘরের বার হলো না! আহা বুড়ো বামুনের সে কান্না যেন আজও শুনতে পাই! তবুও মেয়েটাকে ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছে, সেই ঢের। একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব হয়ে যাবে।

সাবিত্রী। কি করলে ঠিক হবে, সে আমি দেখব এখন।

সদুপিসী। তা দেখবে না, রাজরাণী তুমি, তুমি দেখবে না?

সাবিত্রী। চল্ সই,...শাস্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিগে।

কল্যাণী। কিন্তু আমায় তো কারুর বাড়ীর ওপর দিয়ে যেতে দেবে না!

সাবিত্রী। তুই আয় না আমার সাথে!

সদুপিসি। আমার কথাটাও ভুলোনা মা।

সাবিত্রী। তুমিও এসো। তোমাকেও আমাদের সাথে কল্যাণীর বাড়ী যেতে হবে।

সদুপিসী তোমার সাথে যাব তাতে আর কথা কি। চল মা। কিন্তু শিরোমণি দেখ্‌তে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।

সাবিত্রী। আমাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যারা এগিয়ে আসতে পারে না, যারা প্রতিকাজে আমাদের অবমাননা করে, স্বার্থের কাছে যারা আমাদের বলি দেয়, বিধান দেবার অধিকার তাদের যে নেই, সেইটেই আমি তাদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দোব।

[কল্যাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া সাবিত্রী অগ্রসর হইল। সদুপিসী পিছনে পিছনে চলিল।

তৃতীয় দৃশ্য

বীরভদ্রের অন্দরমহলের একটা অংশ। সবিতা দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। শ্যামাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে ব্যগ্র ভাবে অগ্রসর হইল।

সবিতা। কি বল্লেন, শ্যামা ?

শ্যামা। কোন কথাই কইলেন না মা...শুধু একটু হাসলেন।

সবিতা। আসবেন কি আসবেন না, তাও বল্লেন না ? চল শ্যামা, আমায় সেইখানেই নিয়ে চল। অমন করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছিস ? স্বামীর হৃদয় জয় করবার চেষ্টা আমি করছিনে। আমি জানি জয় করবার মতো মহার্ঘ জিনিষ তা নয়। আমি চাইছি তাঁকে পাপের এই পাঁক থেকে উদ্ধার করতে...তাই যে আমার কর্ত্তব্য। চল শ্যামা।

শ্যামা। কিন্তু এখন তো সেখানে তুমি যেতে পারবে না !

[সবিতা মাথা নত করিল।

সবিতা। বুঝেছি ! নরক এখন গুলজার। শ্যামা, তোর ওপর নির্ভর করতে পারি ?

শ্যামা। তোমার হুকুম পেলে শ্যামা সব করতে পারে মা। শ্যামাও জীবনে পাপ করেছে, কিন্তু পাপ করবার

প্রবৃত্তি তার ঘুচে গেছে, তোমার কাছে থেকে। ওই শোভনলাল মিন্সে...

সবিতা। শোভনলাল কি করেছে?

শ্যামা। যত অনিষ্টের মূলই হচ্ছে সে।

সবিতা। তাকে বলে দিস শ্যামা, সে যদি না শুধরে চলে, তাহলে তার মনিব যেমন চাবুক চালায়, তেম্নি করে আমিও একদিন চাবুক চালাব।

শ্যামা। চাবুক নয় মা ঝাঁটা, আর তা তোমায় করতে হবে না, তোমার হুকুম পেলে আমিই বিষ ঝেড়ে দিতে পারব।

[বীরভদ্রের কণ্ঠ শোনা গেল।

বীরভদ্র। শ্যামা, শ্যামা।

[সবিতার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্যামা। ওই যে তিনি আসছেন। আমি চল্লুম। ভয় নেই মা, বেশী দূরে যাব না, কাছেই কোথাও থাকব।

[শ্যামা চলিয়া গেল। বীরভদ্র প্রবেশ করিল। মূর্তির মতো দণ্ডায়মানা সবিতার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বীরভদ্র। বাঃ! তুমিত খুব কুৎসিৎ নও?

[সবিতা মাথা নত করিল।

খোঁপাটা খুলেই ফেল না!

[সবিতা তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

আচ্ছা, আমিই খুলে দিচ্ছি।

[বীরভদ্র খোঁপাটা খুলিয়া দিল। সবিতা বাধা দিল না, সরিয়া দাঁড়াইল না, তেমনই আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

কুৎসিত ত নও। চোখ তুলে একটিবার চাও দেখি।

[সবিতা তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। বীবভদ্র মাথা নোয়াইয়া তাহার চোখের দিকে চাহিল।

একি, চোখে জল কেন? মন্দ ত নয়...মুক্তোর মতোই দেখাচ্ছে।

সবিতা। এত অপদার্থ তুমি!

[একহাতে চৌকাঠ ধবিয়া আর এক-হাতে চোখ ঢাকিয়া সবিতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বীরভদ্র। ভগবান দেখছি, সব মেয়েকেই এক ছাঁচে ঢেলে গড়েছেন। সবিতা, এই অভিনয় দেখাবার জন্যই কি আমায় ডেকেছিলে?

[সবিতা মাথা তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল।

সবিতা। সত্যই কি তুমি পশু!

[বীরভদ্র হাসিয়া ফেলিল।

বীরভদ্র। অপ্রস্তুত করতে পারলে না, সবিতা। আমি পশু কিনা, সে সম্বন্ধে তোমার কেবল সন্দেহই এসেছে... কিন্তু আমি স্থির বুঝে নিয়েছি যে, মানুষ পশুরই জাতি পশুরই সম-ধর্ম্মাবলম্বী।

সবিতা। মিথ্যে কথা।

বীরভদ্র। মিথ্যে কথা? জন্ম নিলুম মানুষের ঔরষে, মানুষেরই গর্ভে, বিয়ে করলুম এক মহা-মানবীকে—তবুও মানুষ হলুম না, হলুম শুধুই পশু? পশু নয়, পশুর জ্ঞাতি... বুঝেছ সবিতা মানুষ পশুরই জ্ঞাতি।

সবিতা। তোমায় কি যে বলব, তা আমি বুঝতে পারছিনে।

বীরভদ্র। উপদেশ দাও, শাস্ত্রের বাছা বাছা বচনগুলি বাণের মতো প্রয়োগ কর...দেখ তা এই পশুচর্ম্ম ভেদ করে ভিতরের মানুষ-হৃদয়কে আঘাত করতে পারে কিনা!

সবিতা। যদি তাও পারতুম!

বীরভদ্র। তা হলে আমায় শুধরে নিতে, কেমন? কিন্তু পারতে না, তাতেও কিছু করতে পারতে না, সবিতা। আজ বুঝতে পারছি, পশুর সাথে আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কটা তুমি ঘুচিয়ে দিয়ে আমায় কেবলই মানুষ করে তুলতে পারতে, যদি...

সবিতা। বল, যদি ?

বীরভদ্র। যদি এম্‌নি রূপের ফাঁদ সময় থাকতে পাত্‌তে! আজ...আজ যে বড় দেরী হয়ে গেছে!

সবিতা। নারী বলে যদি আমার সম্মান রাখতে না পার, অন্তত বিবাহিতা পত্নী বলেও তা পারবে না ?

বীরভদ্র। পত্নীও নারী সবিতা, তার বেশী কিছু নয়। বিশেষ একটি নারীকে বিশিষ্ট অধিকার দেওয়া হয় বলে তার নারীত্বও যে ভিন্ন একটা রূপ নেয়—একথা আমি মানিনে। কিন্তু একটু সবুর কর...গলাটা ভিজিয়ে আসি।

[বীরভদ্র চলিয়া গেল।

সবিতা। ভগবান !

[শ্যামা প্রবেশ করিল।

শ্যামা, বৃথা চেষ্টা। ওকে ফেরানো যাবে না।

শ্যামা। কিছু যদি না মনে করো, তাহলে একটা কথা বলি।

সবিতা। বল্‌ শ্যামা, কি তুই বলতে চাস।

শ্যামা। ওকে ফেরাতে হলে ওই রূপের ফাঁদই পাত্‌তে হবে।

সবিতা। তুই কি বলিস শ্যামা!

শ্যামা। নইলে যে ওকে ফেরাতে পারবে না।

সবিতা। [আপন মনে

ফিরিয়েই বা কি হবে? শ্রদ্ধা ত করতে পারব না, ভালো ত আর বাসতে পারব না!

[বীরভদ্র প্রবেশ করিল। শ্যামা চলিয়া গেল।

বীরভদ্র। হাঁ, তোমার বিয়ে হয়েছে বলেই যে তুমি স্বতন্ত্র নারীত্বের বৈশিষ্ট দাবী করতে পার, তা আমি মানি না। আমার চোখে তোমাতে আর আমার বিলাসের সঙ্গীদের মাঝে কোন তফাৎ নেই।

সবিতা। উঃ! তুমি যাও, তোমার কাছে আমার কোন কথাই নেই, আমি তোমায় ডাকিনি।

বীরভদ্র। কিন্তু আমি ত কথা শুনতে আসিনি,শোনাতে এসেছি। শুনে হয়ত অবাক্ হয়ে যাবে—কিন্তু একথা সত্যি যে আমার ভিতরের পশুকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছ তুমি।

সবিতা। আমি!

বীরভদ্র। বড় বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে, হবারই কথা। কিন্তু মনে পড়ে বিয়ের পরের প্রথম কটি দিনের কথা,—কি আকুতি নিয়েই তখন তোমার কাছে যেতুম, আর কি প্রচণ্ড ঘৃণাভরেই তুমি আমায় দূরে ঠেলে দিতে?

সবিতা। মাতাল, লম্পট স্বামীর ভোগ-স্পৃহা নিবারণ করিনি—এই কি আমার অপরাধ?

বীরভদ্র। কিন্তু এই মাতাল, লম্পটকে স্বামীত্বে বরণ না করলেই ত পারতে,—ভট্চাজেব অভাব ত দেশে ছিল না!

সবিতা। নিজের মত দেবার অধিকার যদি থাকত, তাহলে এ বিয়েতে কি কখনো সম্মতি দিতুম ?

বীরভদ্র। কিন্তু দিয়ে যখন ফেলেছ, তখন কি আশা কর যে, আমি আমার ভোগ-স্পৃহাকে বর্জ্জন করে আমার চরিত্র-সংশোধন করবার জন্য তোমাকে পাঠশালার পণ্ডিতের আসনে বসিয়ে রেখে রোজ রোজ নীরস, কটু ও কষায় উপদেশ গ্রহণ করে আমার স্বামীত্বের পরম-পরিণতি সাধন করব ? আমার অপরাধ যে আমি তা করতে পারিনি...কিন্তু যা করতে পারতুম তাও আমি করিনি—সেটা যেন ভুলোনা।

সবিতা। কি করতে পারতে ?

বীরভদ্র। তোমার ওই অধরে যতটুকু সুধা আছে সব আমি নিঃশেষে পান করতে পারতুম—তোমার দেহের সবখানি রূপ নিংড়ে বার করে নিয়ে তা আমি উপভোগ করতে পারতুম, কেবল স্বামীত্বেরই পরো-য়ানার জোরে। কিন্তু তা করতে পারিনি, তার কারণ আমার ভিতরের পশু তখনও এমন করে ক্ষেপে ওঠেনি। প্রত্যাখ্যান যদি না করতে তাহলে হয়ত চিরদিনই সে অচেতন হয়ে থাকত, ফলে হয়ত এই অভিশপ্তের মতো জীবন আমায় যাপন করতে হতো না।

[উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্যামা, শ্যামা।

[শ্যামা আসিয়া দাঁড়াইল।

না থাক, আমিই যাচ্ছি। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি সবিতা, একটু অপেক্ষা কর।

[বীরভদ্র চলিয়া গেল।

শ্যামা। মা, দিন হয়ত ফিরেছে। এত কথা তো কোনদিনই বলেন না।

সবিতা। শ্যামা, ও ত আজ কথা কইছে না, চাবুক মারছে। তুই হয়ত সব কথা বুঝতে পারছিস নে। সেদিন যদি ওর মোসাহেবের সামনে আমায় চাবুকও মারত, তাহলেও এত অপমান আমার করা হতোনা।

শ্যামা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, আজকার দিনে তুমি ওকে একটি কথাও শুনিয়ো না।

সবিতা। শোনাতে পারছি কই...এ আঘাত উপেক্ষা করবার মতো শক্তি কোথায়?

[বীরভদ্র আবার প্রবেশ করিল, শ্যামা চলিয়া গেল।

আমার শেষ কথাটি তোমায় বলে যাই, সবিতা। হয়ত তোমার হৃদয়ের চেয়ে তোমার দেহকেই আমি বেশী

করে চেয়েছিলুম। তা না চেয়ে যদি তৃপ্ত থাকতে পারতুম, তাহলে হয়ত কোন গোলই থাকত না .. কিন্তু তা পারিনি বলে কি এমনই অপরাধ করেছি, যার জন্য তোমার কাছে আমায় অস্পৃশ্যের মতো থাক্‌তে হবে? অথচ অস্পৃশ্যের মতোই তুমি আমায় দূরে রেখেছিলে। সেদিন যার জন্য এতটুকুও দরদ তোমার ছিল না, আজ তার এই হীন অবস্থা দেখে কেন মিছে ব্যথিত হচ্ছ?

[শোভনলাল একখানা থালার উপর মদের গ্লাস লইয়া প্রবেশ করিল।

এস, শোভনলাল।

সবিতা। শ্যামা।

[শ্যামা প্রবেশ করিল।

শ্যামা। কি মা?

সবিতা। ওকে বলে দে শ্যামা যে, এটা হিন্দু-কুলাঙ্গনার অন্তঃপুর —ভাটিখানা নয়।

[শোভনলাল একটু পিছাইয়া গেল।

শোভনলাল। দেবি! আমি আমার প্রভুর আদেশ পালন করছি।

সবিতা। তোমার প্রভুর আদেশ অন্তঃপুরের বাইরে গিয়ে পালন করো।

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। যাও, যাও শোভনলাল। সবিতা সুন্দরী, তার আদেশ পালনে অপরাধ নেই।

[শোভনলাল চলিয়া গেল।

সবিতা। স্ত্রী হিসেবে তোমার কাছে যা আমার প্রাপ্য, তা আমি চাইনে—কিন্তু তবুও, তবু কেন তুমি আমার এমন অপমান করো?

বীরভদ্র। অপমান! অপমান ত করিনি সবিতা। আমি বলেছি তুমি সুন্দরী। আর কোন কথা বলে যে নারীর প্রতি বেশী শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যায়, তা আমি বিশ্বাস করিনা। কিন্তু সে কথা এখন থাক। সুন্দরীর চেয়ে সুরাই এখন আমায় টানছে বেশী। আমি চল্লুম। কিন্তু শুনে রাখ সবিতা, তুমি যে সুন্দরী তা আমি বুঝতে পেরেছি।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিল।

আর তা যখন বুঝেছি, তখন তুমি স্মরণ না করলেও, মাঝে মাঝে আমায় আসতেই হবে। কুঞ্জ সাজিয়ে রেখো।

[বীরভদ্র চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কল্যাণপুরের মদনমোহনের মন্দিরের সম্মুখে মেলা বসিয়াছে। দলে দলে নর-নারী আসিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেছে, ভোগ-নিবেদন করিতেছে, প্রসাদ লইয়া প্রফুল্ল মনে চলিয়া যাইতেছে। ছেলে-মেয়েরা মেলা হইতে বাঁশী-খেলনা কিনিতেছে, বাজীওয়ালার ক্রীড়া দেখাইতেছে।

প্রথম গ্রামিক। ঠাকুর মশাই এদিকে একটু নির্ম্মাল্য দিন।

দ্বিতীয় গ্রামিক। আরে তুমি ত আচ্ছা লোক হে! আমরা রইলুম দাঁড়িয়ে তুপহর বেলা অবধি, আর তুমি এসেই হাত বাড়িয়েছ!

প্রথম গ্রামিক। আমায় যে অনেক দূর যেতে হবে—তিনখানা গাঁ পেরিয়ে তবে এসেছি।

তৃতীয় গ্রামিক। তাতেই তোমার দাবী বেশী হবে? আমরা এই গাঁয়ের লোক, এ আমাদের মন্দির। আমরা কেউ নই?

দ্বিতীয়। তারপর আমরা ব্রাহ্মণ! তোমরা?

প্রথম। শূদ্দুর,

দুতিনজন। [এক সঙ্গে

এঁ্যা শূদ্দুর! দে ত বেটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে। এতবড় স্পর্দ্ধা!

প্রথম। ঠাকুর মশাই, একটা ফুল ফেলে দিন ঠাকুর মশাই। ছেলে আমার এক মাস ভুগছে, সবাই বল্লে দেবতার পায়ের ফুল তাকে আরাম করবে।

দ্বিতীয়। আরে যা ব্যাটা শূদ্দুরের আবার দেবতা!

প্রথম। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মশাই!

[সকলে মারিতে মারিতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

প্রথমা নারী। মিন্সেগুলো কি ক্ষেপে গেল? লোকটাকে অমন করে মারচে কেন?

দ্বিতীয়া নারী। মারবে না! শূদ্দুর হয়ে মন্দিরে উঠল? সবাইকে ছুঁয়ে দিল, বাড়ী গিয়ে আবার নাইতে হবেনা?

তৃতীয়া নারী। [দোকানীকে

ওগো, এই পুতুলটার দাম কত?

একটি মেয়ে। এই বাঁশীটা?

বাজীকর। ভানুমতির ভেল্কি, ভানুমতির ভেল্কি!

[ছেলেমেয়েরা সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শিরোমণি। মেলাটা এবার জমেছে বেশ, কি বল তর্কতীর্থ ?

তর্কতীর্থ। মেলা দেখে আনন্দ পাবার দিন কি আর আছে শিরোমণি ? সোমদেব খুড়োর কথকতাটা এবার হলোনা।

শিরোমণি। ও নাম আর মুখে এনো না, তর্কতীর্থ। গাঁয়ের ষোল আনার অপমান ও করলে। ছোকরারা কীর্ত্তনের যা ব্যবস্থা এবার করেছে! গাঁ খানাকে বৃন্দাবন করে গড়ে তুলবে।

তর্কতীর্থ। আরে রাখো তোমার কীর্ত্তন। সোমদেব খুড়োর কথকতার কাছে কীর্ত্তন তো ভূতের কচ্‌কচি।

শিরোমণি। তর্কতীর্থ! হুঁসিয়ার!

তর্কতীর্থ। তার অর্থ শিরোমণি ?

শিরোমণি। কাসুন্দি আর ঘাঁটিয়ো না। তোমায় জানতে তো আর বাকি নেই।

তর্কতীর্থ। তুমি কি বলতে চাও ? কী জান বলত।

[ভটচাজ আগাইয়া আসিল

ভটচাজ। কি হে! হাতা-হাতি করবে নাকি ?

শিরোমণি। ভট্‌চাজ!

[ইঙ্গিত করিয়া ভটচাজকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তর্কতীর্থ রোষকষায়িত নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

তর্কতীর্থ সরে পড়বার চেষ্টা করছে।

ভটচাজ। অর্থ হৃদয়ঙ্গম হোলোনা, শিরোমণি।

শিরোমণি। সোমদেবের সেই মেয়েটা তর্কতীর্থের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাদের জন্য দরদ ওঁর উথলে পড়চে।

ভটচাজ। সত্যি !

শিরোমণি। মিথ্যে কথা শিরোমণির মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ভটচাজ। তা' হলে ত ওকে দেখে নিতে হচ্ছে।

শিরোমণি। দেখ না কেমন দূরে দূরে ঘুরচে।

ভটচাজ। বলি, ওহে তর্কতীর্থ! এদিক পানে কি একবারও আসবে না ?

তর্কতীর্থ। তোমরাই ত দূরে সরে গেলে !

শিরোমণি। একটা বৈষয়িক কথা ছিল ভায়া !

ভটচাজ। বলি, এ-সব শুনচি কি ?

তর্কতীর্থ। কি শুনচ বলত ?

ভটচাজ। বলতে আর পারছি কৈ ! জিভ যে সরেনা।

তর্কতীর্থ। স্থাৎ, ও-সব দমবাজী রেখে দাও। স্পষ্ট করে বল তোমরা—তোমরা কি চাও, কি তোমাদের বলবার আছে।

শিরোমণি। বলতে আর হবেনা, ওই যে সশরীরেই আবির্ভূতা। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও—এর একটা বিহিত আগে করি। এস ভটচাজ, তুমিও এস তর্কতীর্থ।

[শিরোমণি ভটচাজ ও তর্কতীর্থ মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। কল্যাণী ও শান্তর প্রবেশ।

বাজীকর। ভানুমতির ভেল্কি, ভানুমতির ভেল্কি।

কল্যাণী। এইবার তো মেলা দেখা হলো, চল বাড়ী যাই।

শান্ত। তুমি বুঝি ভাবচ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার ওই খেলনা কিনতে লোভ হবে, মণ্ডা খেতে সাধ যাবে? আমাদের যে পয়সা নেই, তা বুঝি আমি জানিনে!

কল্যাণী। কে বল্লে আমাদের পয়সা নেই ভাই?

শান্ত। আছে দিদি?

কল্যাণী। তুমি নেবে? একটা খেলনা কিনবে?

শান্ত। একটা বেশ লাল দেখে, বড় দেখে!

কল্যাণী। হাঁ ভাই, টুকটুকে লাল দেখে।

শান্ত। দেখতে হবে ঠিক সেই রাজপুত্তুরের মতো, কেমন দিদি।

কল্যাণী। না ভাই, রাজপুত্তুররা লোক ভালো নয়, তাদের মতো খেলনা নয়—খুব ভালো দেখে একটা।

শান্ত। দাও দিদি পয়সা।

[কল্যাণী আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া শান্তর হাতে দিল।

আমি ছুটটে নিয়ে আসছি দিদি।

[কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শান্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিল। কল্যাণী তাহার চিবুকে হাত দিল।

কল্যাণী। খেলনা না নিয়ে যে ফিরে এলে ভাই?

শান্ত। না দিদি কাজ নেই খেলনা কিনে।

কল্যাণী। কেন? হলো কি?

শান্ত। পয়সা ফুরিয়ে যাবে—

[কল্যাণী চোখ মুছিল।

কল্যাণী। না ভাই, পয়সা ফুরুবে না। তুমি খেলনা নিয়ে এস ...আমি ঠাকুরকে একটা প্রণাম করে আসি।

খেলনা-ওয়ালা। এই সব ফুরিয়ে গেল, ভাল ভাল খেলনা।

শান্ত। একটা ছোট্ট দেখে কিনে আনি।

[শান্ত ছুটিযা গেল। কল্যাণী মন্দিরে উঠিতে গেল।

শিরোমণি। হাঁ হাঁ হাঁ করিস কি?

কল্যাণী। কেন কি করচি?

শিরোমণি। মন্দিরে যে উঠ্‌ছিস বড়?

কল্যাণী। কেন?

শিরোমণি। বলি জাত যে দিয়ে এসেছ,তা বুঝি মনে নেই? তর্ক না করে সরে পড়...মন্দিরে তোমায় উঠতে দোব না।

কল্যাণী। দেবতার মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলছ!

[অনেক লোক জড়ো হইল।

পুরোহিত। ঘরে যাও না বাছা, তোমার কি লজ্জাও নেই?

[সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শিরোমণি। ওরে ছোঁড়ার দল, দে ত ছুঁড়িকে তাড়িয়ে—নিজে ধর্ম্ম খুইয়ে এসেছে আমাদের মন্দির অপবিত্র করতে!

[শান্ত দৌড়াইয়া আসিয়া দিদির আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

শান্ত। চল দিদি, ঘরে চল।

শিরোমণি। ওই দেখ ছুঁড়ী। দুধের ছেলেও মুখ দেখাতে পারছে না। বুড়ো সোমদেব কি এই মেয়েটাকে কাশী শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারেনা, সারা দেশ জ্বালাবে এম্নি করে!

শান্ত। চল দিদি, আমরা চলে যাই।

কল্যাণী। ওই বিগ্রহের মাঝে যদি ভগবান থাকেন, তাহলে আমার এ লাঞ্ছনার শাস্তি তোমরা পাবে।

[কল্যাণী শান্তকে লইয়া চলিয়া গেল।

শিরোমণি। আমরা বেঁচে থাকতে মন্দির করবে অপবিত্র!

বাজীকর। এই ভানুমতীর ভেল্কী, ভানুমতীর ভেল্কী!

তর্কতীর্থ। শিরোমণি! খুব বীরত্ব দেখালে কচি ওই মেয়েটাকে অপমান করে।

শিরোমণি। জানি গো জানি, এত দরদ কিসের?

তর্কতীর্থ। কি জান, বল না।

বাজীকর। ভানুমতীর ভেল্কী, ভানুমতীর ভেল্কী।

পুতুলওয়ালা। এই ভাল ভাল পুতুল, ভাল ভাল খেলনা।

[গ্রাম্য নারীগণ গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

গান।

ও সজনী, তাঁতের কথা বলবো কায়।
ছাতিম তলার মাঠে আমার প্রাণ যে চুরি যায়!
ফুল-পুকুরে-শাড়ী পরে
ফুল কুড়ুতে গিয়ে ভোরে
ফুল-বাতাসে মলুম লো সই ফুল বাগেরি ঘায়!
দুলাল টগর দেয় আমোদে ঘাস-বিছানায় গড়াগড়ি,
দুই কানে মোর দুল্‌তে থাকে কনক চাঁপার কনক-কড়ি
চোখ বলে তার চায় আমাকে,
মুখ তবু তার বোবাই থাকে
কেমন করে বোঝাই তাকে এও যে বিষম দায়!

শিরোমণি। ওরে পথ করে দে রে, পথ করে দে, আমাদের মা লক্ষ্মী আসছেন।

[সদুপিসীর সঙ্গে সাবিত্রী প্রবেশ করিল।

এস মা লক্ষ্মী, সত্যিকারের সাবিত্রী তুমি।

সাবিত্রী। শুনছ পিসী!

সদুপিসী। আহা বলবেনা। কলিকালে তোমায় দেখাও যে পুণ্যি। ওই লোভেই ত সাথে সাথে ফিরি।

সাবিত্রী। উৎপলও রয়েছো! শুনছ এদের কথা!

[উৎপল মাথা নীচু করিল।

শিরোমণি। উৎপল কেন? গাঁয়ের কোন ছেলে না এ কথা জানে, দেবীর মতো কে তোমায় না শ্রদ্ধা করে?

সাবিত্রী। আচ্ছা শিরোমণি ঠাকুর, যাকে আপনারা শ্রদ্ধা করেন, তাকেই ত বলি দেন?

[মৃদু হাসিতে হাসিতে মন্দিরের চত্বরের উপর গিয়া উঠিয়া দাড়াইল! সদুপিসী রহিল সিঁড়ির ওপর।

শিরোমণি। বলি! আমরা যে বৈষ্ণব।

সাবিত্রী। তা জেনেও বলির কথা বলছি কেন জানেন? শাক্তরা

পাঁঠা বলি দেয়, মোষ বলি দেয়—আর আপনারা দেন মানুষ বলি !

শিরোমণি। মানুষ বলি !

সাবিত্রী। হাঁ মানুষ বলি ! তবে সে বলির রক্ত বাইরে বেরুতে পারেনা। কিন্তু কাটা পাঁঠার মতোই সে ছটফট করে যতক্ষণ না মৃত্যু হয়।

শিরোমণি। পাগলীর কথা একবার শোন।

[সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সাবিত্রী। ঠাকুর মশাই !

[পুরোহিত নির্ম্মাল্য আর চরণামৃত লইয়া ছুটিয়া আসিল।

না না, ঘুমে-ঘোর দেবতার নির্ম্মাল্যে আমার প্রয়োজন নেই। আপনাকে ও জন্য আমি ডাকিনি।

[পুরোহিত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

শিরোমণি। ঘুমে-ঘোর কি বলছ মা, জাগ্রত দেবতা !

সাবিত্রী। যদি জাগ্রত হন, তাহলে শক্তিহীন।

শিরোমণি। তুমি কি বলচ মা ?

সাবিত্রী। ঠিক কথাই বলছি শিরোমণি ঠাকুর। সত্যিকারের জাগ্রত দেবতা যদি থাকতেন, তা হলে কি আপনারা

মনে করেন, আপনাদের অবিচার অত্যাচার একদিনও তিনি সইতে পারতেন। যে মূর্ত্তি ধরে তিনি একদিন হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন, সেই মূর্ত্তি নিয়ে আজও আবার অবতীর্ণ হতেন, আর আপনাদের তেমন করেই হত্যা করতেন!

তর্কতীর্থ। বুঝলে শিরোমণি, হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শিরোমণি। বুঝি ভায়া সবই বুঝি, কিন্তু চটালে চলবে না।

বাজীকর। ভানুমতির ভেল্কি, ভানুমতির ভেল্কি।

খেলনা-বিক্রেতা। ভালো ভালো খেলনা।

[মন্দিরের কাছে উত্তেজনা দেখিয়া সকলে সেইখানে গিয়া জড়ো হইল।

শিরোমণি। কিন্তু কি অবিচার আমরা করছি মা লক্ষ্মী!

সাবিত্রী। অবিচার যা করছেন, বলে তা আমি শেষ করতে পারব না। সমাজের নাম নিয়ে, ধর্ম্মের নাম নিয়ে আপনারা মানুষকে যে ভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্য্যাতিত করেছেন, তা তো আপনাদের অজানা নেই। বুকে হাত দিয়ে বলুন ত আপনারা ধর্ম্ম পালন করছেন, সমাজের হিতসাধন করছেন—না সংসার থেকে ধর্ম্মকে বিদায় দিয়েছেন, মানুষকে মানবতা ভুলিয়ে পশু করে তুলেছেন?

ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। কি মা!

সাবিত্রী। শুনলুম আমার সই কল্যাণীকে আপনি মন্দিরে উঠতে দেন নি।

পুরোহিত। আমি নই মা, আমি নই!

শিরোমণি। আমরা দিই নি।

সাবিত্রী। কেন সেই কথাটি জানতে পারি কি?

শিরোমণি। সে কথা গাঁয়ের কেনা জানে?

সাবিত্রী। তবুও, আপনাদের এই জাগ্রত দেবতার সামনে দাঁড়িয়েই একবার বলুন না, কেন?

তর্কতীর্থ। হক্ কথা বলতে আমরা ভয় পাইনে।

শিরোমণি। সে কুলটা।

সাবিত্রী। আপনাদের দেবতা যদি জাগ্রত হতেন, তা হলে এখুনি তিনি আপনাদের মাথায় বজ্রাঘাত করতেন। মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত কাপুরুষের দল, নিজেদের শক্তি দিয়ে মা-বোনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারেনা—দল বেঁধে এগিয়ে আসে লাঞ্ছিতা-উৎপীড়িতাদের শাস্তি দিতে! ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। কি মা!

সাবিত্রী। আপনাকে পৌরহিত্যে নিয়োগ করেছে কে?

পুরোহিত। গাঁয়ের ষোল-আনা সকলে।

সাবিত্রী। মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করে কে ?

পুরোহিত। যারা পূজো দিতে আসে। গাঁয়ের সকলে।

সাবিত্রী। তা থেকেই আপনার চলে ?

পুরোহিত। আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ? দিন কি আর চলে ? কোন দিন আধ-পেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, কোনমতে বেঁচে থাকি।

সাবিত্রী। এই মন্দিরের আর আপনার সকল ব্যয় যদি আমি বহন করি ?

শিরোমণি। এই ত একটা কথার মতো কথা বল্লে— রাণীর যোগ্য কথা। ওগো তোমরা শোন, মা সাবিত্রী মন্দিরের আর পুরুতের সকল ব্যয় যোগাবেন।

সাবিত্রী। থামুন শিরোমণি মশাই। পুরুত ঠাকুর মন দিয়ে শুনুন। সকল ব্যয় আমি বইব, আপনার যাতে না কোন কষ্ট নয়, তাও আমি দেখব, কিন্তু আপনাকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পুরোহিত। কি মা!

সাবিত্রী। এই মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত রাখতে হবে। ব্রাহ্মণ হোক, শূদ্র হোক, সাধ্বী হোক, পতিতা হোক্, দেবতার আরাধনা থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখতে পারবেন না। আপনাদের অনাচার যে দেবতাকে মৃত-কল্প করে রেখেছে, তাঁকে জাগাতে হবে।

পুরোহিত। কিন্তু গাঁয়ের ষোল-আনার মত না হলে ত আমি তা করতে পারব না।

সাবিত্রী। তাদের মত নিন। এই দু'টি মোহর এখন আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত ব্যয় আমি দোব, যদি আমি যা বল্‌লুম, তাই করতে পারেন। চল পিসী।

[সদুপিসীকে সঙ্গে লইয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল।

তর্কতীর্থ। পুরুত, তুমি যে বড় মোহর দু'টো রেখে দিলে?

পুরুত। কি করব?

শিরোমণি। কি করবে! প্রণামী স্বরূপ মন্দিরের যে আয় হবে, তা তো তোমার ব্যক্তিগত নয়। ষোল-আনার কাছে ও মোহর তোমায় জমা রাখতে হবে।

তর্কতীর্থ। এতবড় অপমান ও আমাদের করে গেল!

শিরোমণি। ভাবছ কেন তর্কতীর্থ। দর্পহারী মধুসূদন আছেন, ও দর্প তিনি ভাঙবেন। বামুনের ছেলে আমি, এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি হাতের নোয়া আর সিঁথির সিন্দুর খুইয়ে এই গাঁয়ে এসে আশ্রয় নিতে হবে!

পুরোহিত। অতবড় কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল শিরোমণি!

শিরোমণি। মোহর দেখিয়েই যে তোমায় জয় করে' গেল ঠাকুর। বলি আমাদের যখন অপমান করল,—আমাদের ধর্ম্ম নিয়ে, দেব বিগ্রহ নিয়ে যখন করল পরিহাস তখন

মন্দিরের পুরোহিত তুমিত একটিও কথা কইলে না!

[সদুপিসী পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

ভটচাজ। ওহে শিরোমণি, ওহে তর্কতীর্থ, সদুপিসী আবার আসছে কেন বলত?

[সদুপিসী তাহাদের কাছে আগাইয়া আসিল।

সদুপিসী। বল্লে, তোমরা প্রত্যয় যাবেনা, কিন্তু এ-কথা আমি আমার মদনমোহনের সামনে দাঁড়িয়েই বলে যাচ্ছি যে, সাবিত্রী যা বলে গেল তা আমি শিখিয়ে দিইনি।

শিরোমণি। তোমার মনে অমন কথা যে জাগতেও পারে না তা কি আমরা বুঝিনা পিসী।

ভটচাজ। কিন্তু তুমি যেমন ছায়ার মতো ওর সাথে সাথে রয়েচ, তাতে যদি কেউ মনে করে......

তর্কতীর্থ। হাঁ, যদি কেউ ভাবে......

সদুপিসী। কী! আমার সম্বন্ধে মনে করবে, আমার সম্বন্ধে ভাববে! আমি কি তোমাদের ওই সোমদেব বামুনের মেয়ের মতো কোন কালে ঢলাঢলি করেচি, কখনো কি কারু দিকে কু'নজরে চেয়েছি না চাইছি? বলুক না কে বলবে, ঝেটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবনা! তোমরা বলবে! এসনা এগিয়ে, এসোনা।

শিরোমণি। পিসী, তুমি কি পাগল হলে?

ভটচাজ। আমরা তুলব তোমার বয়েসের দিনের সেই সব কথা ?

তর্কতীর্থ। আমরা করব তোমার অপমান ?

শিরোমণি। মদনমোহন কি তা' হলে আমাদের মার্জ্জনা করবেন ?

সদুপিসী। বাছা তোমরা যে বলবে না, তা কি আমি জানিনে ? কিন্তু সোমদেব বলবে, তার মেয়ে বলবে, রেমো গয়লা বলবে।...

শিরোমণি। বলেই একবার দেখুক না, পিসী। এখন শোন, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে। বলত কী করা যায়, সোমদেব বামুনের মেয়েটাকে গাঁ থেকে কেমন করে তাড়ানো যায়, বলত।

[সদুপিসী তাহাদের কাছে আগাইয়া গেল।

সদুপিসী। বাছা, তোমরা চাইছ, তাই উপায় বলে যাচ্ছি। কিন্তু দেখো কথাটা যেন না প্রকাশ পায়, সাবিত্রী শুনলে মহা অনর্থ বাধাবে।

ভটচাজ। আমরা ছাড়া সে কথা আর কেউ জানবেনা, পিসী।

বাজীওয়ালা। ভানুমতির ভেল্কী, ভানুমতীর ভেল্কী !

[দুইজন গ্রামিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

গ্রামিক। পালাও, পালাও সব।

তর্কতীর্থ। কেন রে কেন?

গ্রামিক। মন্দির লুঠ করতে ঠাকুরা আসছে, সারের পর সার। আমরা তাদের গাঁয়ে ঢুকতে দেখেছি, পালাও, পালাও।

শিরোমণি। ওরে পালা, পালা সকলে!

বহুজনে। পালা, পালা।

[দোকানদারেরা যে যাহার জিনিষপত্র লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। বাল-বৃদ্ধ-নর-নারী যে যেদিকে পথ পাইল, আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। মন্দিরের দ্বারে একা দাঁড়াইয়া রহিল পুরোহিত।

পুরোহিত। সবাই যাক দেবতা, আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না।

[রক্তবস্ত্র পরিহিত পাঁচজন লোক প্রবেশ করিল। তাহাদের হাতে বল্লম। কোমে অসি।

বলদেব। কই ওস্তাদ, তোমার মেলা কোথায়?

হরিদাস। উৎসব যে কোন কালে জমেছিল, তাও তো বোঝা যায় না।

শোভনলাল। সব পালিয়েছে দেখছি।

বলদেব। তা হলে বল ওস্তাদ, রাজার সৈন্য-বাহিনীতে থাকলে আমরা জনে জনে সেনাপতি হতে পারতুম।

শোভনলাল। লোকগুলো এম্নি ভীরু, এম্নি অপদার্থ বলেই না আমরা পশার জমিয়ে তুলতে পারছি। ওই যে কে একটা লোক মন্দিরের ভিতর বসে রয়েছে।

[অগ্রসর হইল

মন্দিরের ভেতর লুকিয়ে রয়েছ কে তুমি ?

[পুরোহিত বাহির হইয়া আসিল।

পুরোহিত। লুকিয়ে নেই—দেবতার দাস আমি। কি চাও তোমরা ?

শোভনলাল। যা চাই, তা তোমায় গোপনে বলব।

[শোভনলাল মন্দিরে প্রবেশ করিল।

বলদেব। ওস্তাদও যে গোপনে গোপনে কথা কয়।

হরিদাস। কেন, আমাদের বুঝি বিশ্বাস করা যায় না !

রামকৃষ্ণ। অথচ আমরা এসেছি প্রাণ হাতে নিয়ে।

হরিদাস। তোরা মিছে বকিস। যে কাজের জন্য এসেছি, ওস্তাদ তাই বলতেই গেছে।

বলদেব। আমাদের শোনালে মহাভারত যেন অশুদ্ধ হয়ে যেতো।

হরিদাস। ওরে আস্তে, ওস্তাদ যেন না শুনতে পায়।

রামকৃষ্ণ। ওই ওস্তাদ আসছে।

শোভনলাল। আমাদের যা বক্তব্য ছিল, তাই বলে গেলুম। আমরা যা চাই, তা যদি না পাই, তা হ'লে চতুর্থ দিবসে আবার আমাদের দেখা পাবে, চল ভাই সব—

পুরোহিত। দেবতা, দেবতা! একি শোনালে!

[উপুড় হইযা পড়িয়া রহিল। পা টিপিয়া টিপিয়া দুইজন লোক প্রবেশ করিল।

প্রথম। পুরুতটাকে মেরে রেখে গেল নাকি!

দ্বিতীয়। বিগ্রহও হয়ত ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

প্রথম। যম দূতের মতো চেহারা।

[আরো দুইজন প্রবেশ করিল।

তৃতীয়। কি হলো, দস্যিব্যাটারা কোন দিকে গেল?

প্রথম। হবে আর কি পুরুতের দফা রফা।

দ্বিতীয়। আর বিগ্রহও চূর্ণ।

তৃতীয়। সতী-সাবিত্রীর অভিশাপ রে বাবা, সতী-সাবিত্রীর অভিশাপ!

[আরো চারি পাঁচজন প্রবেশ করিল।

প্রথম। দেশ গাঁয় আর ধম্ম-কম্ম চলবে না।

দ্বিতীয়। চোখের সামনে খুন করে গেলরে বাবা!

তিন চারজন। মদনমোহন! এই ছিল তোমার মনে!

দ্বিতীয়। আজ যে আমি সওয়া-গণ্ডা মণ্ডা দিয়ে ভোগ দিয়েছি দেবতা।

[শিরোমণি ও তর্কতীর্থ আসিল।

শিরোমণি। কি হয়েছে রে! অমন মরা-কান্না কাঁদছিস কেন?

প্রথম। পুরুত ঠাকুরকে মেরে, বিগ্রহ ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছে।

তর্কতীর্থ। বলিস কি! চলত শিরোমণি, মন্দিরে ঢুকে দেখি।

[শিরোমণি ও তর্কতীর্থ মন্দিরে উঠিল। মন্দিরের ভিতরে গিয়া পুরোহিতকে তুলিল।

পুরোহিত। দোরটা বন্ধ করুন, বড় ভয়ানক কথা।

[দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথম। পুরুত তো মরেনি।

দ্বিতীয়। জয়, মদনমোহনের জয়!

তৃতীয়। ব্রহ্মতেজ সইতে পারেনি।

দ্বিতীয়। কিন্তু ওরা দোর বন্ধ করে দিল কেন?

প্রথম। তাহলে হয়ত বিগ্রহ ভেঙ্গেছে।

দ্বিতীয়। হে দেবতা, তুমি না জাগ্রত!

তৃতীয়। অসুর ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে পারলে না!

প্রথম। ওই যে দোর খুলছে।

[দুয়ার খুলিয়া সকলে বাহির হইল। সকলেই চিন্তামগ্ন।

প্রথম। ঠাকুর কি হয়েছে বল।

দ্বিতীয়। বিগ্রহের তো অঙ্গ হানি হয়নি ?

তৃতীয়। ঠাকুরের হাতের বাঁশীটি ত ভেঙ্গে ফেলেনি ?

প্রথম। মাথার চূড়ো ?

শিরোমণি। কথা কস্‌নে কাপুরুষের দল। বিপদ কাটেনি, ঘনিয়ে আসছে।

প্রথম। ওরে বাবা আবার আসবে নাকি !

দ্বিতীয়। মাগ-ছেলেগুলো বুঝি কচুকাটা করে রেখে যাবে।

তৃতীয়। মাটির ওই পুতুলকে বৃথাই এত ভোগ খাওয়ালুম।

তর্কতীর্থ। যে যার ঘরে চলে যাও, এখানে তোমরা আর থেকো না—বড় দুর্দ্দিন, বড় দুর্দ্দিন।

দু'তিনজন। দেখ তর্কতীর্থ, দেখ শিরোমণি, আমাদের দেবতার যেন না অপমান হয় !

[সকলে চলিয়া গেল।

শিরোমণি। আচ্ছা তর্কতীর্থ, আমরা এত চিন্তিতই বা হচ্ছি কেন ?

তর্কতীর্থ। চিন্তার কারণ ঘটেছে বলে।

শিরোমণি। কিছু না। সোমদেবের ওই মেয়েটা ত কুলে কালি দিয়েইছে। এখন দেহ দিয়ে ধর্ম্ম-মন্দির রক্ষে করে প্রায়শ্চিত্ত কেন করবে না ?

তর্কতীর্থ। একেবারে বেদব্যাসের বিধান দিলে যে শিরোমণি। কিন্তু মেয়েটা যে ধর্ম্ম খুইয়েছে, তোমাদের এ অনুমান সত্য নাও হতে পারে।

শিরোমণি। অনুমান ?

তর্কতীর্থ। . তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?

শিরোমণি। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে মেয়েটার ধর্ম্মে মতি আছে। আর তা যদি থাকে তাহলে দেহ দিয়ে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখবে না কেন ? কি বল পুরুত ?

পুরোহিত। কিন্তু আমরা ওর যে অপমান করেছি।

শিরোমণি। মিছে আর তর্ক তুলোনা। চল, দেখা যাক পাঁচজনার সাথে পরামর্শ করি। মন্দিরও রাখতে হবে, মদন-মোহনকেও রাখতে হবে—নইলে হিন্দুত্ব থাকবে কেমন করে ?

[মন্দির-দ্বারে তালা লাগাইয়া পুরোহিত, তর্কতীর্থ ও শিরোমণির পিছন পিছন প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কল্যাণপুর গ্রামের পথ। শোভনলাল ও তাহার সঙ্গীরা।

বলদেব। ওস্তাদ, ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ত করে ফেল্লে। এখন শেষ রাখতে পারলে হয়।

হরিদাস। যদি জানতে পারে, তাহলে তোমার কর্ত্তা আর আমাদের জীবিত রাখবে না।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু হাঁ, বাহাদুর বলতে হবে।

হরিদাস। পায়ের ধুলো দাও ওস্তাদ।

শোভনলাল। অম্নিই কি আর কাজটা করলুম রে। অনেক ভেবে চিন্তে আখেরের কথা ভেবে তবে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি।

বলদেব। আমাদেরও একটুখানি বলনা ওস্তাদ, আমরাও জেনে রাখি।

শোভনলাল। জানিস ত কর্ত্তার মন ঘর-মুখো হতে চাইছে।

হরিদাস। বটে!

রামকৃষ্ণ। তাহলে আমাদের অন্ন যে উঠ্‌বে!

হরিদাস। মাগ ছেলে না খেয়ে মরবে।

বলদেব। কোন কথা নয় ওস্তাদ, ও মনকে আবার পরমুখো করতেই হবে।

রামকৃষ্ণ। তার জন্য আমাদের যা বলবে, তাই আমরা করব।

শোভনলাল। সবিতার রূপ একটু একটু করে কর্ত্তাকে আকর্ষণ করছে। তাই আজ কল্যাণীকে প্রয়োজন। কল্যাণীকে দেখলেই সবিতার ওপর তার আর টান থাকবে না। ওকে সিধে পথে কখনই চলতে দেওয়া হবে না। সিধে পথে যদি যায়, তাহলেই আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

হরিদাস। না ওস্তাদ সিধে পথে ওকে চলতে দিয়ো না।

রামকৃষ্ণ। কেবল গলি-ঘুঁজি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

হরিদাস। ভালো করে পথ দেখা যায় না, দুর্গন্ধে অন্ন-প্রাশনের ভাত উঠে আসে, এম্নি পথ দিয়ে ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও ওস্তাদ, তাহলেই চলতে চলতে তোমার হাত ছাড়তে ও ভরসা পাবে না।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু—

হরিদাস। ওরে আর কিন্তু নয়।

রামকৃষ্ণ। একটু থাম না রে বাবা! কল্যাণপুরের লোকগুলো যদি রাজার কাছে খবর পাঠায়?

হরিদাস। তাহলে যে বড় বিপদ হবে ওস্তাদ! ওরে বাবা শূলে চাড়িয়ে দেবে যে!

রামকৃষ্ণ। তবে নাকি আর কিন্তু নয়?

হরিদাস। নিশ্চয় কিন্তু, ওরে বাবা, কিন্তু আবার নয়, ওস্তাদ কিন্তু—

শোভনলাল। নাঃ তোদের দিয়ে কোন কাজই হবে না। রাজার কাছে যেতে পারে, এমন লোক আশে-পাশের বিশখানা গাঁয়ের মাঝে একটিও নেই। আর গেলেই বা কি হবে? রাজা তার রাজস্ব পেলেই খুশী। কার ঘরের মেয়েমানুষকে কে নিয়ে গেল, এত খবর রাখা রাজার কাজ নয়। আর জানিস ত, কাচপোকা যেমন তেলাপোকার অবস্থা করে, আমাদের ছোটরাণীও রাজার অবস্থা তেম্নি করেই রেখেছেন।

বলদেব। তুমি ত ওস্তাদ একটি কাচপোকা।

হরিদাস। হাঁ বাবা, রঙ দেখেই আমরা তা বুঝতে পেরেছি।

রামকৃষ্ণ। কর্ত্তাকে যেমন আচ্ছন্নের মতো তুমি করে রেখেছ তাতে আর সন্দেহ নেই যে তুমি কাচপোকা।

শোভনলাল। ওরে নানা, আমাদের কর্ত্তা তেলাপোকা কেন, কোন পোকা-মাকড়ের মতোই নয়। লোকটা আসলে সিংহ। মদ আর মেয়েমানুষের ওপর যদি ওর ঝোঁক না থাকত, তাহলে ও একটা দিগ্বিজয়ী বীর হতে পারত।

বলদেব। তাহলে আমরাও ত সেনাপতি হতে পারতুম।

হরিদাস। কেমন ধাপে ধাপে পা ফেলে গাঁয়ে ঢুকলুম!

বলদেব। গাঁ শুদ্ধ লোক একেবারে উধাও হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু—

হরিদাস। আবার কিন্তু!

রামকৃষ্ণ। চট্‌ছিস, কিন্তু শেষে ওই কিন্তুই বলতে হবে। কিন্তু গাঁয়ের লোকগুলো লাঠি-সোটা আনতে যায় নি ত?

হরিদাস। ওরে বাবা! তাহলে যে মেরে ঢিট করে দেবে।

বলদেব। এই চারটে প্রাণীকে মায় চুল-দাড়ি সমেত একেবারে হজম করে ফেলবে যে।

রামকৃষ্ণ। তবে নাকি আর কিন্তু নয়!

হরিদাস। নিশ্চয় কিন্তু, একশ বার কিন্তু, হাজারবার কিন্তু। ওস্তাদ!

শোভনলাল। তোরা যদি এম্‌নি জ্বালাতন করবি, তাহলে তোদের এইখেনে ফেলে রেখে আমি চলে যাব।

বলদেব। না ওস্তাদ, তাহলে গাঁয়ের লোকগুলো ধরে আমাদের কুকুর ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাবে।

হরিদাস। ওস্তাদ ও-দিকে দেখত। কতগুলো লোক আসছে বলে যেন মনে হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ। হাঁ হাতেও ত ওদের লাঠি আছে।

বলদেব। ওরে বাবা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা যে।

হরিদাস। ওস্তাদ!

রামকৃষ্ণ। দোহাই ওস্তাদ! এখনও দৌড়ে পালাবার সময় আছে।

শোভনলাল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্।

বলদেব। এসে পড়ল যে!

[চার পাঁচ জন লোক প্রবেশ করিল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া শোভন-লালের অনুচবেরা পা টিপিয়া টিপিয়া পিছনেব দিকে চলিতে লাগিল।

প্রথম আগন্তুক। যেই বলা আর এম্নি করে...

[লাঠি উঠাইযা শোভনলালকে দেখিয়া লাঠি ফেলিয়া

ওরে বাবারে শাক্ত, শাক্ত!

[সকলে আর্ত্তনাদ করিযা পালাইয়া গেল

শোভনলাল। ছ'দলই সমান বীর দেখছি।

[শোভনলালের অনুচরেরা ফিরিয়া আসিল।

বলদেব। বলেছিলুম না ওস্তাদ, আমরা সেনাপতি হতে পারতুম!

হরিদাস। হাতের বল্লমটা এমন যৎসই করে রেখেছিলুম!

রামকৃষ্ণ। আমার তরোয়ালখানা খাপ থেকে প্রায় বার করেছিলুম।

বলদেব। কিন্তু চেহারা দেখেই ভড়কে গেল।

হরিদাস। আচ্ছা ওস্তাদ আমরা ত দিগ্বিজয়ে বার হতে পারি।

রামকৃষ্ণ। রাজ্য জয় করতে পারি। রাজা হয়ে বসতে পারি।

বলদেব। না ওস্তাদ রাজা আমরা হব না। রাজমুকুট তোমার মাথায় পরিয়ে দোব।

হরিদাস। আর আমাদের রাণী? রাণী হবে কে?

বলদেব। ওহে বল না আমাদের রাণী হবে কে?

রামকৃষ্ণ। কেন সবিতা।

[শোভনলাল চমকিয়া উঠিল।

হরিদাস। ঠিক ঠিক সবিতা আমাদের রাণী হবে।

বলদেব। রাজা শোভনলাল আর রাণী সবিতা।

শোভনলাল। সবিতা! সবিতা!

হরিদাস। হাঁ হাঁ ওস্তাদ সবিতা, সবিতা হবে আমাদের রাণী।

শোভনলাল। চল্ আর এখানে নয়। অদৃষ্টের চাকা ঘোরাতেই হবে।

[সকলে অগ্রসর হইল।

বলদেব। তা আর ঘোরাতে হবে না, ঘর্-ঘর্ করে ঘোরাতে হবে।

হরিদাস। রাজা শোভনলাল আর সবিতা তার রাণী।

রামকৃষ্ণ ও বলদেব। সবিতা তার রাণী।

তৃতীয় দৃশ্য

সোমদেবের বাড়ীতে ষোলআনার মজলিস সকলে মাথা নত করিয়া বসিয়া আছে।

শিরোমণি ভালো করে বিবেচনা করে দেখ খুড়ো। ধর্ম্মের জন্ম দেহ নিবেদন, শাস্ত্রের বিধান।

সোমদেব। তোমাদের সে শাস্ত্র গঙ্গার জলে ফেলে দাও শিরোমণি। মূর্খ অনধিকারী তোমরা এতদূর অপদার্থ হয়ে গেছ যে, কন্যার এত বড় লাঞ্ছনার প্রস্তাব পিতার কাছে উপস্থিত করতেও তোমরা লজ্জিত হচ্ছ না। যৌবনের শক্তি যদি এ দেহে থাকত, তাহলে তোমাদের এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমি দিতুম।

তর্কতীর্থ। আমাদের ওপর কেন রাগ করছ?

সোমদেব। তোমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছ বলে, পশুর ভেতরেও আত্ম-রক্ষার যে প্রবৃত্তি আছে, তোমাদের মধ্যে তাও নেই।

শিরোমণি। কিন্তু মদনমোহনকে ত রাখতে হবে, ধর্ম্মমন্দিরকে ত শাক্তের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে!

সোমদেব। এম্‌নি ভীরুদের, এমনি অপদার্থদের পূজা গ্রহণ করে যে দেবতা তৃপ্ত হয়, সে দেবতা ধ্বংস হোক,

তার মন্দির, ধর্ম্ম-মন্দির নয়, তার উপাসনা ধর্ম্ম নয়—অধর্ম্ম।

তর্কতীর্থ। তুমি কী বলছ খুড়ো!

[ঘর হইতে সাবিত্রী বাহির হইল।

সাবিত্রী। উনি ঠিকই বলেছেন, তা অধর্ম্ম।

[সকলে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল।

সাবিত্রী। কি শিরোমণি ঠাকুর, কি তর্কতীর্থ মশাই চুপ করে রইলেন যে, শাস্ত্রের দুই একটা বচন ঝাড়ুন! শুনে আমরা একটু পুণ্য সঞ্চয় করে নি।

শিরোমণি। আমরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করি না।

সাবিত্রী। খুব ভালো কথা, তাহলে এখান থেকে প্রস্থান করুন।

তর্কতীর্থ। সাবিত্রী! তোমার ছেলেমানুষী রাখ। আমরা গুরুতর কর্ত্তব্য স্থির করতে এখানে সমবেত হয়েছি।

সাবিত্রী। সে কর্ত্তব্য কি, স্ত্রীলোক আমি, তা কি জানতে পারি?

শিরোমণি। কর্ত্তব্য আমাদের মন্দির রক্ষা করা, মদনমোহনের সম্মান রক্ষা করা।

সাবিত্রী। সত্যি?

তর্কতীর্থ। প্রগল্‌ভে, তোমার কি মনে হয় আমরা পরিহাস করছি?

সাবিত্রী। তাইত মনে হচ্ছে। নইলে সুস্থ কোন লোকে কি লম্পটের লালসার আগুনে কন্যাকে আহুতি দিয়ে তার দেবতার সম্মান রক্ষা করার কল্পনাও করতে

পারে? শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে যে দেহ বিকিয়েও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখা যায়?

শিরোমণি। অনন্যোপায় হয়ে আমাদের এই কাজ করতে হয়েছে।

ভটচাজ। মেয়েটা আমাদের প্রতি কাজে বাধা দেবে! শুনচ পিসী।

সত্নপিসী। আবার পিসীকে কেন বাছা! তোমরাই ত বল্লে মেয়েলোকের সঙ্গে তোমরা এসব বড় বড় কাজের কথা কইবে না। সত্নপিসী ত আর পুরুষ মানুষ নয়! কিন্তু তোমরা যা ভেবেছ তা হবে না, আমি তা হতে দোব না।

শিরোমণি। কি হতে দেবে না?

সত্নপিসী। এই গাঁ শুদ্ধ পুরুষ তোমরা একজোট হয়ে যে একটি মেয়ের প্রতি অবিচার করবে তা চলবে না।

তর্কতীর্থ। তুমিও পিসী এই কথা বলছ?

সত্নপিসী। কেন বলব না বলত? তোমরা যদি ভাবতে পার, আমাদের মান নেই, মর্য্যাদা নেই, গরু-ছাগলের মত আমাদেরকে তোমরা যাকে খুসী তাকে বিলিয়ে দিতে পার, আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পার, তা হলে আমরাই বা রুখে দাঁড়াব না কেন? মেয়ে মানুষ ত আমরা! কী দোষ করেছে ওই

কচি মেয়েটা যে এম্নি করে তোমরা তাকে সাজা দেবে !

শিরোমণি। আমাদের ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখব না ?

সদুপিসী। সদু-বামনীকে আর ধর্ম্মের কথা শুনিয়ো না ! তোমাদের কার কোন্ কীর্ত্তির কথা সে জানে না ? বেশী বাড়াবাড়ি করো ত এই সভায় দাঁড়িয়েই আমাকে সেই কেত্তন গাইতে হবে।

ভটচাজ। শিরোমণি, চেপে যাও ভায়া, চেপে যাও।

শিরোমণি। কিন্তু এখন ব্যবস্থা ত কিছু করতে হবে।

সাবিত্রী। আচ্ছা সত্যই কি আপনারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখতে চান ?

তর্কতীর্থ। অবশ্যই চাই !

সাবিত্রী। তাহলে মানুষের মত এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান না কেন ?

তর্কতীর্থ। তার অর্থ ?

সাবিত্রী। তার অর্থ স্ত্রী-কন্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্রহাতে আপনারা দাঁড়ান।

শিরোমণি। দাঁড়াতুম—যদি সে শক্তি আমাদের থাকত।

সাবিত্রী। আপনারা বৃদ্ধ, সে শক্তি আপনাদের নেই আমি স্বীকার করি—কিন্তু শক্তিমান যুবকের অভাব নেই এ গাঁয়ে, অনাচারকে চিরতরে রোধ করবার জন্য তারা ত রুখে

দাঁড়াতে পারে, তারা ত পারে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে !

[উৎপল উঠিয়া দাঁড়াইল

উৎপল। সত্য কথা সাবিত্রী, তারা পারে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে।

সাবিত্রী। পারো, পারো উৎপল ?

উৎপল। পারি সাবিত্রী, যদি উপযুক্ত অধিনায়ক পাই।

সোমদেব। কল্যাণপুরের কল্যাণ-দীপ সকল, তবে এক সঙ্গে জ্বলে ওঠ—জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবার আগে এই বৃদ্ধ একবার তোমাদের প্রদীপ্ত আগুন নিয়ে কালানল জ্বেলে তুলুক।

[রামধন প্রবেশ করিল

রামধন। ঠাকুর, রামধন আজও মরেনি, গয়লা-গোষ্ঠি এখনও লোপ পায়নি যে দেবতা-বামুনকে খুনে হতে হবে। তোমাদের ওই বাঁশীর ঠাকুরের জন্য, তোমাদের ওই মন্দিরের জন্য আমার মাথাব্যথা মোটেই নেই—কিন্তু আমার দিদিমণির ইজ্জৎ নিয়ে যখন কথা উঠেছে, তখন আমি দেখে নোব কতবড় বাপের ব্যাটা রুদ্র-নগরের সেই বীরভদ্দর।

শিরোমণি। কিন্তু রামধন...

রামধন। যাও, বামুন-দেবতা তোমরা, ঘরে দোর দিয়ে

নাম জপ কর গে। ধর্ম্ম বলতে তোমরা বোঝ মালা টপকানো, আমরা বুঝি বউ-ঝির ইজ্জৎ রক্ষা। তোমরা মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি ধরে ধরে উঠে যাও, আমরা মা-বোনের ইজ্জৎ রক্ষা করে নরকেই পড়ে থাকি।

তর্কতীর্থ। ওরে রামধন, গোঁয়ার্ত্তুমি করে কোন লাভ নেই।

রামধন। বল্লাম তো ঠাকুর নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে দোর দাও—এ গাঁ আগলে রইল গয়লার ব্যাটা এই রামধন।

সাবিত্রী। রামধন দা!

রামধন। বল্ দিদি, রামধন তোর কথা শুনবে।

সাবিত্রী। ওই বামুন কায়েতের ছেলেগুলোকে তোমার শাকরেদ করে নাও। ওরাও শিখে রাখুক কেমন করে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করতে [illegible]।

রামধন। আদর দিয়ে দিয়ে ওদের মাথা তোরাই ত খেয়েছিস দিদি। তোরা যদি বলতিস মদ্দ যে হবে, তাকেই তোরা আদর করবি, তাহলে কি আজ এই গয়লার শাকরেদী করবার কথা উঠত? দস্যির শক্তি দেহে নিয়ে ওরাই এগিয়ে দাঁড়াত। কি বল কেউটের বাচ্চারা, গয়লার ছেলের শাকরেদী করতে পারবে?

শিরোমণি। আমরা কি এখানে সঙ দেখতে এসেছি।

রামধন। ওই শোন দিদি, দেবতাদের কথা শোন, যাক্, দিদি-

মণি কোথায়? পায়ের ধুলো দিয়ে যাও। আহা ছেলে মানুষ, ভয়ে লাজে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে!

[কল্যাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কল্যাণী। বাবা!

সোমদেব। কোন ভয় নেই মা। কার সাধ্য যে তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়!

তর্কতীর্থ। স্বেচ্ছায় যদি ও আত্ম-সমর্পণ না করে, তাহলে আমরা জোর করে ওকে নিয়ে যাব।

শিরোমণি। আমাদের মদনমোহনকে ত রক্ষা করতে হবে!

ভটচাজ। যার জন্য আমাদের দেবতার মর্য্যাদা হানি হবে, তাকে আমরা টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলব।

অনেকে। নাও ওকে ছিনিয়ে, নাও ওকে ছিনিয়ে।

[অনেকে অগ্রসর হইল, রামধন কোমরে গামছা বাঁধিয়া লাফাইয়া সম্মুখে পড়িয়া কহিল।

রামধন। খবর্দ্দার!

সাবিত্রী। উৎপল! আর দাঁড়িয়ে দেখচ কী! ওই পশু-গুলোকে বুঝিয়ে দাও যে, এই গাঁয়ে অন্ততঃ একটা মানুষ আছে!

[কল্যাণী বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পৈঠার উপর দাঁড়াইল। দুই হাত তুলিয়া কহিল

কল্যাণী। কারুরই কিছু করতে হবেনা...আমি আত্ম-সমর্পণ করব।

[সকলে আড়ষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বীরভদ্রের বিলাস-গৃহ। ধূপ দীপ জ্বলিতেছে, নর্ত্তকীরা নাচিতেছে, পারিষদ-দল মদ্যপান করিতেছে।

শোভনলাল। ও নাচে চলবে না, সুন্দরীরা।

[নর্ত্তকীরা নৃত্যে ভঙ্গ দিল।

প্রথমা। তবে কী নাচ আজ হবে?

শোভনলাল। আমি যদি নাচতে জানতুম্, তাহলে দেখিয়ে দিতুম।

বলদেব। হাঁ বাবা, আজ ভালো নাচ চাই।

দ্বিতীয়া। বলেই দাওনা কি নাচ আজ নাচতে হবে।

শোভনলাল। এমন নাচ নাচতে হবে যা দেখলে দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠে।

তৃতীয়া। কেমন সে নাচ?

শোভনলাল। কেমন সে নাচ তা তো বলতে পারি না সুন্দরী,—কি করতে হবে তাই শুধু বলে দিতে পারি।

বলদেব। তাই বলে দাওনা।

শোভনলাল। কী করতে হবে জান? চোখের দৃষ্টি দিয়ে, অধরের হাসি দিয়ে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গের আন্দোলন দিয়ে এখানকার হাওয়ায় হাওয়ায় কামনার আগুন জেলে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়া। না ভাই, তা আমরা পারব না। শেষটায় তোমাদের কর্ত্তা চাবুক চালাক আর কি!

শোভনলাল। ভুল সুন্দরী, বিষম একটা ভুল করে বসলে। আগুন যদি জেলেই তুলতে পার, তাহ্‌লে চাবুক আর হাতে উঠবে না—ওই অতবড় বীর পুরুষটিও ছোট্ট একটা পোকার মতো এসে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নারী তোমরা; নিজেদের শক্তির খবর রাখ না বলেই ত অবলা!

প্রথমা। আর গান কি গাইব?

শোভনলাল। গান? গানের ভাষা হবে মদের মত ঝাঁঝালো, তার সুর জমিয়ে তুলবে নেশা, তার মূর্চ্ছনা এনে দেবে উন্মাদনা।

তৃতীয়া। কিছুই বুঝতে পারলুম না।

শোভনলাল। বুঝতে পারলে না? তুমিও না, তুমিও না সুন্দরি!

প্রথমা। কই আর বুঝলুম, ওস্তাদ?

শোভনলাল। নারী তোমরা·· তোমরাও বুঝলে না?

হরিদাস। আমি বুঝিয়ে দোব ওস্তাদ?

বলদেব। আরে থাম, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওস্তাদ বলছে আজ এই ঘরটাকে নন্দন-কানন করে তুলতে হবে। আমরা সব দেবতা হয়ে মুখ ভার করে বসে থাকব—নারীর মুখ অবধি আমরা দেখতে চাইব না। তোমরা রম্ভা, উর্ব্বশীর মতো এমন করে নাচবে, এম্নি ভাবে গান গাইবে যে আমাদের চোখ, আমাদের মন, তোমাদের দেহ-ভঙ্গীর সাথে সাথে নৃত্য করবে; ক্রমে আমাদের দেবত্ব ভুলে গিয়ে হয় আমরা তোমাদের অধরে অধর, বুকে বুক রেখে, বাহুতে বাহু জড়িয়ে নৃত্য করব, আর না হয় তোমাদের ওই শ্রীপাদ-পদ্মে লুটিয়ে পড়ব।

দ্বিতীয়া। ওমা, ওকি কথা গো।

বলদেব। ওস্তাদ ত তাই-ই চায়।

প্রথমা। তাই চাই ওস্তাদ?

শোভনলাল। তাইত চাই সুন্দরী।

প্রথমা। বেশ, আমরা তা'হলে তৈরী হয়ে আসি।

শোভনলাল। দেরী করো না কিন্তু। ওঁর আসবার সময় হয়েছে।

দ্বিতীয়া। চাবুকের ভয় আমাদেরও আছে।

[নর্ত্তকীরা প্রস্থান করিল।

বলদেব। ওস্তাদ, আজ যে সর্ব্বনেশে আয়োজন করেছ।

শোভনলাল। এ বিয়ের এই-ই মন্ত্র।

হরিদাস। দেখো বাবা, শেষটায় যেন না দক্ষযজ্ঞ হয়ে যায়।

[বাহির হইতে

বীরভদ্র। শোভনলাল!

হরিদাস। ওই আসচে।

[বীরভদ্র প্রবেশ করিল।

বীরভদ্র। শোভনলাল, নারী জাতটাকে ত আজও বুঝতে পারলুম না!

[শোভনলাল তাহার হাতে মদ দিল।

শোভনলাল। দেবতারাই বুঝতে পারেন নি প্রভু!

[বীরভদ্র মদ্য পান করিয়া পাত্র ফিরাইয়া দিল।

বীরভদ্র। নারীর সব জুলুম জবরদস্তি আমি সইতে পারি শোভনলাল, কেবল সে যখন তার নারীত্বের

স্পর্দ্ধা করে, তখনই তা হয়ে ওঠে অসহ্য। সবিতা বলে……সবিতা বলে শোভনলাল যে, তার নারীত্বের দাবী আমার সকল দাবীর চেয়ে বড়… সে বুঝতে চায় না, বুঝতে হয়ত পারেও না যে, আমার এই নর্ত্তকীরাও নারী, আর যাকে সে নারীত্ব বলে তা এদেরও আছে।

শোভনলাল। প্রভু মূর্খ আমি, এ সব কথার কি বুঝি? নর্ত্তকীদের ডেকে দোব?

[বীরভদ্র শোভনলালের হাত হইতে মদ্য-পাত্র তুলিয়া লইল।

বীরভদ্র। তাদেরই আসতে বল…তাদের একবার ভালো করেই দেখি।

[শোভনলালের ইঙ্গিতে একজন পারিষদ গিয়া নর্ত্তকীদের লইয়া আসিল। বিরল-বসনা নর্ত্তকীরা আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সে নৃত্যের মাঝে কলা-চাতুর্য্য নেই, আছে কামের উদ্দীপনা। শোভনলাল বীরভদ্রকে মদ ঢালিয়া দিতে লাগিল, বীরভদ্র বিনা দ্বিধায় তাহা পান করিতে লাগিল। বীরভদ্র

উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেক নর্ত্তকীর কাছে গিয়া তাহাদের মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

গান

যৌবন আজ দুলিয়ে দিলে তরুণ তনু তনুর তরী
চোখ-সায়রে চম্‌কে দোলে চাঁদের-গাঁথা হীরের-নরী
বাজিয়ে নূপুর চল্‌ছি ভেসে,
সুরায়-রাঙা সুরের দেশে
ফুল-বাতাসে এলিয়ে খোঁপা উড়িয়ে উতল নীলাম্বরী,
দুল্‌বে নরম বাহুর দোলায়, শুন্‌বে ললিত আঁখির-ভাষা
বিলিয়ে ঠোঁটে চুমোর আমোদ খুঁজ্‌বে বুকে আশার বাসা
প্রেম-কুসুমের নূতন সাজি,
আদর করে সাজিয়ে আজি
সুখের সখে সখার কোলে শিউলি ফুলের মতন ঝরি ॥

বীরভদ্র। শোভনলাল!

শোভনলাল। প্রভু!

বীরভদ্র। এ হাসি এরা কোথায় পেল, এই দৃষ্টি, এই ভঙ্গিমা ······এ যে নতুন······এদের পক্ষে একেবারেই নতুন।

[শোভনলালের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে মদ্য-পূর্ণ পাত্র বীরভদ্রের হাতে দিল। বীরভদ্র পাত্র মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। গান শুনিতে লাগিল। সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল।

ওদের থাম্‌তে বল, থাম্‌তে বল শোভনলাল। ওদের গান শুনে আমার ভিতরের পশু জাগ্রত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

[নর্ত্তকীরা ভয় পাইয়া গান ছাড়িয়া দিয়াছিল।

শোভনলাল। পশু নয় প্রভু! প্রাণ-শক্তি।

বীরভদ্র। প্রাণ-শক্তি !

শোভনলাল। হাঁ প্রভু !

বীরভদ্র। শোভনলাল, আমার চাবুক, আমার বল্লম, আমার অসি।

[শোভনলাল বীরভদ্রের হাতে মদের পাত্র তুলিয়া দিল।

শোভনলাল। অস্ত্রে কাজ নেই প্রভু! অস্ত্র ত শান্তি দিতে পারবে না।

বীরভদ্র। তবে ?

শোভনলাল। প্রভু নারী, শান্তি দেবে নারী।

বীরভদ্র। না, না শোভনলাল, নারী আমায় শান্ত করতে পারবে না……ওই ভীতা সঙ্কুচিতা, সন্ত্রস্তা নারীরা নয়।

শোভনলাল। যে পারে তেমন নারীও আছে প্রভু।

বীরভদ্র। সবিতাও পারবে না।

শোভনলাল। দেবীর কথা আমি বলছি নে প্রভু।

বীরভদ্র। তাহলে নারী আর কোথায় শোভনলাল ?

শোভনলাল। কেন প্রভু, কল্যাণী !

বীরভদ্র। কল্যাণী !

শোভনলাল। যার কুঞ্চিত কেশে ঘন-কালো মেঘ দোল খেলে যায়; যার অধরে উষার লালিমা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে; যার সারা অঙ্গে খেলা করে লাবনীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ ?

বীরভদ্র। হাঁ, হাঁ, সেই ভিক্ষুকের কিশোরী কন্যা, যার কাছে জীবনে প্রথম আমি পরাজয় মেনে নিয়েছি।

শোভনলাল। হাঁ প্রভু, বিজয়িনী সেই কিশোরীই আজ রজনী দ্বিপ্রহরে তাদের মদন-মোহনের-মন্দির দুয়ারে আপনার কাছে আত্ম-সমর্পন করবে।

বীরভদ্র। আত্ম-সমর্পন করবে ?

শোভনলাল। হাঁ প্রভু!

বীরভদ্র। কিন্তু তুমিত জান, শোভনলাল, স্বেচ্ছায় যে নারী আমার 'কাছে আত্ম-সমর্পণ করে আমি তাকে গ্রহণ করি না।

শোভনলাল। সেদিন যে বিজয়িনীর বেশে চলে গিয়েছিল, আজ সে পরাজয় মেনে নিয়েছে।

বীরভদ্র। পরাজয় মেনে নিয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে এসেছে?

শোভনলাল। হাঁ, প্রভু!

বীরভদ্র। শোভনলাল, তোমায় আমি পুরস্কার দোব, তুমি আমার বিজয়-বার্ত্তা বহন করে এনেছ, আমি বিজিত নই, জয়ী, সবিতা আমি বিজিত নই জয়ী···সবিতা···সবিতা—

[বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রামকৃষ্ণ। এ কি নতুন লীলা?

শোভনলাল চুপ! আমায় একটু ভাবতে দে।

হরিদাস। কি হলো ভাই?

রামকৃষ্ণ। ওস্তাদকেই যে ভাবিয়ে তুল্ল!

বলদেব। তাহলে ত বড় ভাবনার কথা।

শোভনলাল। [নেপথ্যে

[পারিষদরা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শোভনলাল ওরা সব কোথায় গেল ?

শোভনলাল। কারা প্রভু ?

বীরভদ্র। সবিতা।

শোভনলাল। দেবী !

বীরভদ্র। হাঁ, হাঁ, শোভনলাল, সবিতা, শ্যামা, কেউ নেই।

শোভনলাল। আমি দেখে আসব প্রভু ?

বীরভদ্র। না, না, শোভনলাল ! সবিতার এই স্বাধীন আচরণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

[একটি দাসী প্রবেশ করিল।

দাসী। প্রভু, দেবী কোথায় গেছেন আমি জানি।

শোভনলাল। কোথায় ?

দাসী। কল্যাণপুরে।

বীরভদ্র। কোথায় ?

দাসী। কল্যাণপুরে।

বীরভদ্র। কেন ?

দাসী। মদনমোহনকে পূজা দিতে।

শোভনলাল। আচ্ছা, তুমি যাও।

বীরভদ্র। শোভনলাল !

শোভনলাল। প্রভু !

বীরভদ্র। শাক্ত হয়ে সবিতা মদনমোহনকে পূজা দিতে কেন

গেল? এ তার ছল শোভনলাল! যেমন করেই হোক সে জানতে পেরেছে যে কল্যাণী আমার কাছেই আত্ম সমর্পণ করবে আর তাই জেনে সে গিয়েছে তাকে বাধা দিতে। যেমন আর একবার সে দিয়েছিল। সেবার আমি সবিতার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করেছিলুম·······কিন্তু এবার? এবার শোভনলাল?

শোভনলাল। প্রভু আমি দাস।

বীরভদ্র। শোভনলাল, আমার অশ্ব প্রস্তুত করতে বল।

[শোভনলাল গমনোদ্যত হইল।

বীরভদ্র। শোভনলাল! যদি শেষ মুহূর্ত্তে কল্যাণী মত পরিবর্ত্তন করে, যদি মন্দিরে সে না আসে?

শোভনলাল। অত সাহস কি তার হবে প্রভু?

বীরভদ্র। আমি তাহলে মন্দির চূর্ণ করব, সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দোব, বাল-বৃদ্ধ-শিশু-নারী সবাইকে পুড়িয়ে মারব; বীরভদ্রের বিরাগ-ভাজন হবার ফল কি তাই তাদের বুঝিয়ে দোব।

[দুইজন দুইদিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কল্যাণপুরের গ্রামের পথের ধারে বট গাছের নীচে একটি মুদী-দোকান। দোকানী সনাতন বসিয়া। মৃৎ-প্রদীপের একটু আলোক বাইরে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে দোকানী ঢুলিয়া ঢুলিয়া রামায়ণ পড়িতেছে। দুইটি পথিক প্রবেশ করিল।

প্রথম পথিক। হেঁই, এই দোকানে বসে একটু তামাক খেয়ে নি। এক ছিলিম তামাক খাওয়াবে দোকানী?

সনাতন। এত রেতে তামাক!

দ্বিতীয় পথিক। ভিন্ গাঁয়ের লোক ভাই। আর চাওত একটা গান শোনাতে পারি। বড় ভাল গান।

সনাতন। বোস দেখি!

[দোকানী তামাক তৈরী করিতে লাগিল।

প্রথম পথিক। এ কেমন দেশ গো তোমাদের?

সনাতন। কেন গো বাপু, বে-নিয়ম কি দেখলে?

প্রথম পথিক। সারা গায়ে জন-মনিষ্যি একটা দেখলাম না।

সনাতন। এত সহর-গঞ্জ নয় যে দিন রাত মানুষ গিজি গিজি করবে!

প্রথম পথিক। রেতে-বিরেতে বের না হতে পারে; কিন্তু ঘরে থেকে সাড়া শব্দও কি দিতে পারে না? গোটা গাঁটা ঘুরে এনু, মনে হোল পাতালপুরী, সব নিসাড়!

দ্বিতীয় পথিক। বলি তোর হয়েছে কি বলতে পারিস? গান শোনাবি বলে তামাক চেয়ে নিলি এখন খালি গজর গজর করছিস কেনরে? গাইবি গা, না হয়, ওঠ্ চল।

দোকানী। আহা, একটু জিরুতে দাও না।

দ্বিতীয় পথিক। এখনো যে সাত কোশ পথ চলতে হবে!

দোকানী। তাহলে বাপু, তোমাকে আর গাইতে হবে না।

প্রথম পথিক। তাও কি হয়? গাইব বলিছি, গাইব না কেনে? এই গাইছি।

দ্বিতীয় পথিক। এইত ভালো মানুষের ছেলের কাজ।

[প্রথম পথিক গান সুরু করিল। নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান ক্রমে সপ্তমে চড়িল, শুনিয়া মনে হইল সে ত গান নয় যেন মানবাত্মার মর্ম্মবেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে।

গান

চল রাহি তুই রতন-পুরে, করবি যদি আনাগোনা।
কুড়িয়ে পাবি পথের ধূলোয় কচি রোদের কাঁচা সোনা।
বেলাবেলি পিদিম জ্বেলে,
ওরে আঁধার ঘরের ছেলে
ছেঁড়া কাঁথায় চলবে নাক লক্ষ টাকার স্বপন বোনা!
কার বাঁশুরী বাজিয়ে মলয়, ফুলের বনে ডাকবে তোকে
নীলকমলের বিমল হাসি,ঢালবে আকাশ আঁধার চোখে!
তেপান্তরের মাঠের বাটে,
কে রূপ-কুমার একলা হাঁটে
বিলিয়ে মানিক সেই অজানা ভররে দুখী প্রাণের-দোলা।

[গান শেষ হইয়া গেল। শিরোমণি তর্কতীর্থ ও ভট্টচাজ প্রবেশ করিলেন।

শিরোমণি। হাঁরে, সনাতন ?

দোকানী। কেও ? দেবতা ? এত রাতে আপনারা ?

শিরোমণি। এখানে গান গাইছিল কে রে ?

দোকানী। ওই যে বসে আছে দেবতা।

শিরোমণি। তোদের প্রাণের কি ভয় নেই ?

দোকানী। কেনে দেবতা ?

শিরোমণি। শুনিসনি শাক্ত-সৈন্যেরা আসছে। সারা গাঁয়ে মানুষের সাড়া শব্দ নেই, তোরা এখানে মজলিস জমিয়ে তুলেছিস ? ঝাঁপ-টাপ বন্ধ করে বসে বসে নাম জপ কর। আজ যদি রেহাই পাস তাহলে কাল ফুর্তি করিস্।

ভটচাজ। শিরোমণি !

শিরোমণি। কি ভটচাজ ?

ভটচাজ। বহু লোকের পায়ের শব্দ যেন পাচ্ছি।

শিরোমণি। চুপ্।

তর্কতীর্থ। ওরে আলো নিবিয়ে দেরে।

দোকানী। আপনারা ঘরে আসুন দেবতা।

তর্কতীর্থ। ওরে ব্যাটা আলো নিবিয়ে দে।

ভটচাজ। ঘরেই ঢুকে পড় শিরোমণি

[তাহারা ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রথম পথিক। আমাদের যে মেরে ফেলবে !

তর্কতীর্থ। তোরা পালা, পালিয়ে প্রাণ বাঁচা।

দ্বিতীয় পথিক। ওরা এসে পড়ল যে !

দোকানী। তোমরাও ভাই ঘরে এস।

ভটচাজ। সর্ব্বনাশ ত ওরাই করেছে। গান না শুনলে এ-দিকে কি আর আসত?

দোকানী। তা'হোক দেবতা, ওরাও আসুক।

[সকলে ঘরে প্রবেশ করিল। দোকানী আলো নিবাইয়া দিল। জনকত সৈনিক প্রবেশ করিল। কোনদিকে না চাহিয়া সোজা চলিয়া গেল। তাদের পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইতেই শিরোমণি কহিল।

শিরোমণি। দ্যাখ ত রে সনাতন, আর কেউ কোথায় আছে কিনা।

[দোকানী মুখ বাড়াইয়া দুদিকে চাহিয়া দেখিল।

দোকানী। কই দেবতা কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না।

[ধীরে ধীরে তাহারা ঘরের বাহিরে আসিল।

শিরোমণি। তাইত তর্কতীর্থ এত গুলো সৈন্য গেল কোথায় বলত? দেখেত মনে হল রাজসৈন্য। কিন্তু এ সময়ে এদিকে কেন?

ভটচাজ। উহুঁ ও রাজসৈন্য নয়।

তর্কতীর্থ। তবে কি সেই বীরভদ্দর ব্যাটার বাহিনী ?

শিরোমণি। তাও অসম্ভব নয়।

ভটচাজ। তাহলে ত কাউকে আর রাখবে না।

তর্কতীর্থ। চল, চল বাড়ীর দিকে চল।

শিরোমণি। মন্দিরের দিকে যাবে না ?

ভটচাজ। না শিরোমণি, কাজ নেই।

শিরোমণি। দেখতুম মেয়েটা কি করে !

ভটচাজ। কি আর করবে ? আগে থেকে ওদের সবই ঠিক করা ছিল। বীরভদ্দর আসবে আর ওকে নিয়ে যাবে। শুনলে না, সেই সন্ধ্যে থেকে সাজ-গোজ চলছে। কী লজ্জা ! কী লজ্জা !

শিরোমণি। যাক্ ! আজ ত পাপ বিদেয় হবে। ওরে সনাতন সাবধানে থাকিস, গান টান আজ আর করিসনে। আজ যদি বেঁচে থাকিস ত ও-সব করবার সময় পাবি।

[তাহারা চলিল।

সনাতন। পিছু ডাকচি দেবতা।

শিরোমণি। কেন রে ?

সনাতন। ওদিকে আর যাবেন না। ঘরে ফিরে যান।

শিরোমণি। ওরে তার কি আর উপায় আছে। মদনমোহন যে একা রয়েছেন।

[তাহারা চলিয়া গেল।

সনাতন। বামুন-দেবতা ধম্ম ধম্ম করেই ম'ল।

প্রথম পথিক। ওনাদের পুণ্যির জোরেই ত আমরা বেঁচে আছি!

দ্বিতীয় পথিক। তোমাদের গাঁয়ে এসে কি ফ্যাঁসাদেই পড়লাম আজ।

প্রথম পথিক। ও আবার কিসের শব্দ!

[দূরে পাল্কী বাহকদের শব্দ শোনা গেল।

দ্বিতীয় পথিক। এই দিকেই আসছে যেন।

সনাতন। ঘরে চল্ ভাই সব।

প্রথম পথিক। এসে পড়ল যে।

দ্বিতীয় পথিক। চল্ চল্ ঘরে চল্।

[তাহারা আবার ঘরে প্রবেশ করিল।

সনাতন। এইখানেই থামল যে!

[নেপথ্যে

শ্যামা। এইখানেই রাখ।

প্রথম পথিক। মেয়ে মানুষের গলার আওয়াজ।

দ্বিতীয় পথিক। চুপ করনা তুই।

সনাতন। তোমরা সর ত ভাই, আমি দেখছি!

[নেপথ্যে

সবিতা। ওদের ফিরে যেতে বলে দে শ্যামা, চল্ আর দেরী করিসনে।

[সবিতা ও শ্যামা প্রবেশ করিল।

শ্যামা। পথে ঘাটে একটাও যে লোক দেখচিনে মা।

সবিতা। ভালোই হয়েচে শ্যামা। নইলে কি এ রকম করে যেতে পারতুম?

শ্যামা। ধন্যি তোমার সাহস মা!

সবিতা। আজ যে এ ছাড়া আর উপায় নেই শ্যামা। নারীর মর্য্যাদা রাখতে পুরুষ যখন অক্ষম, তখন নারীকেই ত লাজ, মান, ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভালো করে ছাখ ত। এইটেই ত মন্দিরের পথ?

শ্যামা। হ্যাঁ মা, আমরা ঠিক পথেই চলেছি।

সবিতা। তবে চল্ শ্যামা। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করতে ঠাকুর একদিন তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, মদনমোহনকে মন খুলে

ডাক্, তিনিও আজ আমাদের সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করবেন।

শ্যামা। হে ঠাকুর, মুখ রেখো, মান রেখো।

[দুইজনে চলিয়া গেল। সনাতন মুখ বাড়াইল।

সনাতন। তোমরা ভাই এইখানে থেকে আমার দোকানখানি দেখো। আমি আর থাকতে পারছি না।

প্রথম পথিক। কোথায় যাবে?

সনাতন। মন্দিরে!

দ্বিতীয় পথিক। না ভাই, ওসব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আমাদের গিয়ে কাজ নাই। আমরা গরীব লোক।

প্রথম পথিক। ওই দিকে দ্যাখ ত, অত আলো কিসের?

দ্বিতীয় পথিক। ইস্! আকাশ পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে!

সনাতন। আগুন, আগুন দেছে, ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেছে। মদনমোহন এই ছিল তোমার মনে!

[প্রথম পথিক তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রথম পথিক। এই!

সনাতন। কি?

প্রথম পথিক। ওত আগুন নয়, মশালের আলো।

দ্বিতীয় পথিক। তাহলে বাড়ী লুঠ করছে।

সনাতন। যাক্ লুটে পুটে নিয়ে যাক্; প্রাণগুলো যেন বাঁচিয়ে রাখে।

প্রথম পথিক। ওরাও যে এই দিকেই আসছে।

দ্বিতীয় পথিক। দেখিস সাড়া-শব্দ যেন না পায়, সাবাড় করে দেবে।

[একটি একটি করিয়া প্রায় আট দশটি লোক পর পর মশাল হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

সনাতন। আর নেই।

প্রথম পথিক। এসব কি বলত?

সনাতন। এত বয়েস হোল কখনো ত এমন দেখিনি।

দ্বিতীয় পথিক। আবার ওই কারা আসছে যেন।

[নেপথ্যে রামধনের শাকরেদ।

তুমি পারবে না সর্দ্দার।

রামধন। তোরা আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলাই। আঁধার থেকে লাঠি মেরে……

[ধস্তাধস্তি করিতে করিতে আসিয়া দোকান ঘরের সম্মুখে পড়িয়া গেল।

উঃ! শালারা ঠ্যাং দুটো একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

শাকরেদ। তোমার মাথা দিয়েও দেখছি রক্ত ঝরছে ওস্তাদ। চল, তোমাকে আমরা চ্যাঙ্দোলা করে ঘরে নিয়ে যাই ওস্তাদ।

রামধন। তা নিবি বই কি! শাকরেদ হয়ে গুরুর অগৌরবের কাজ না করলে চল্‌বে কেন?

শাকরেদ। শোননি সর্দ্দার, শাক্ত-সৈন্যরা সারাটা গাঁ ঘিরে ফেলেছে, তুমি গিয়ে কী আর রুখতে পারবে?

রামধন। ওরা যতক্ষণ না আমার বুকে চেপে বসে আমার দম বন্ধ করে দেবে, ততক্ষণ আমি ওদের রুখতে পারব। তোরা আমায় নিয়ে চল্, আমায় তোরা নিয়ে চল্। ইস্, ঠ্যাং দুটি একেবারে গেছেরে—

[উঠিবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল।

এ কি হোল! আমার এ কি হোলরে! দেহটা এমন লোহার মত ভারি হোল কেন? তবে কি—তবে কি রামধনের দিন ফুরিয়ে এলো!

শাকরেদ। সর্দ্দার এখনো তোমাকে ঘরে নিতে পারলে বাঁচাতে পারি!

রামধন। আর ওদিকে? ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়!

নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য গাঁ শুদ্ধ লোক সব ঘরে দোর দিয়ে রইল...আর এক ফোঁটা একটা মেয়ে, তার মান নিয়ে, ইজ্জৎ নিয়ে...একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরে! তাকে দেখবার কেউ নেই...তাকে বাঁচাবার কেউ নেই...বুড়ো বাপ অজ্ঞান হয়ে রয়েছে...আমাকে যেতেই হবে। তোরা আমায় নিয়ে চল্...আমার হাত দুখানা এখনোও রয়েছে, যাকে ধরব তাকে পিষে ফেলতে পারব। নিয়ে চল্...নিয়ে চল আমাকে!

শাকরেদ। এইত নিয়ে যাচ্ছি সর্দ্দার।

রামধন। ওরে, এদিকে নয়, এদিকে নয়, মন্দিরে...মন্দিরে ...আমার দিদিমণির সর্ব্বস্ব ত্যাগের তীর্থে।

[কিন্তু শাকরেদেরা তাহা না শুনিয়া রামধনকে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিতা রজনী। মদনমোহনের মন্দিরের চত্বরে বসিয়া কল্যাণী ফুসিয়া ফুসিয়া কাঁদিতেছে। পাশে বসিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া কাঁদিয়া গান গাহিতেছে।

গান

আর কত গান গাইব বল উজাড় আমার গানের সাজি,
হাসির বাসর, সুরের আসর নীরব, আঁধার বিজন আজি!
স্বপনেরই গান গেয়েছি, তপনেরই গান গেয়েছি
সুরের খেলায় ফুরিয়ে বেলা উঠলো সাঁজের শঙ্খ বাজি!
তোমার পায়ে সঁপে দিলাম, আমার ফোটা গীতি-কুসুম
সকল গাওয়া শেষ হয়েছে চোখের পাতায় এসেছে ঘুম!
আরতি-দীপ নিবিয়ে দিয়ে, বাঁশীকে মোর ঘুম পাড়িয়ে
খেয়া-ঘাটে দাঁড়িয়ে এখন, ডাকছি তোমায় পারের মাঝি!

গান শেষ হইলে কল্যাণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সাবিত্রীকে কাছে টানিয়া কহিল।

কল্যাণী। সাবিত্রী, সই! এমন করে কেঁদে আমায় বিদায় দিস্‌নে!

সাবিত্রী। কিছুতেই যে ভাবতে পারছিনে কল্যাণী, তোকে ঘৃণ্য সেই নর-পশুর ভোগের জন্য এইখানে ফেলে রেখে আমাকে চলে যেতে হবে!

কল্যাণী। না গিয়ে কি তুই করতে পারিস সাবিত্রী?

সাবিত্রী। এখনো উপায় আছে। এখনো কেউ এখানে আসেনি। আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই, যদি গহন কোন অরণ্যে গিয়ে পালিয়ে থাকি!

কল্যাণী। তাও আমি ভেবে দেখেছি সাবিত্রী, পালিয়ে আমরা বাঁচতে পারি। কিন্তু ওরা?

সাবিত্রী। কারা কল্যাণী?

কল্যাণী। গ্রামের অসহায় ওই নরনারী বাল-বৃদ্ধ-যুবা?

সাবিত্রী। মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত সেই ভীরুদের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই, কল্যাণী। তারা মরুক, পোকার মতই তারা পুড়ে মরুক!

কল্যাণী। এই মন্দির, ওই বিগ্রহ?

সাবিত্রী। যাক্ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে, ধূলোর সাথে মিলিয়ে। এই জড়ের মায়ায় জীবন বিসর্জ্জন করব কেন?

কল্যাণী। না, না, সাবিত্রী, অমন কথা তুই মুখেও আনিসনে। আমার ঠাকুর জানেন্, আমার ঠাকুর

শুধু প্রস্তরের স্তূপ নন্, যুগে যুগে নব-নবরূপে তিনি যে তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন !

সাবিত্রী। মিথ্যা কথা কল্যাণী, কোন শক্তি নেই ওই পাষাণ দেবতার। যদি থাকত, তাহলে এই অনাচার, এই অত্যাচাব কি এক দিনের জন্যও অনুষ্ঠিত হতে পারত !

কল্যাণী। তুই ঘরে ফিরে যা সাবিত্রী। ভুলিসনে আমার বুড়ো বাপের, আমার শিশু ভাইয়ের সকল ভার তোকে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি। দেখেছিস ত, শান্ত আমার কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখেছিস্ ত এই লাঞ্ছনার নির্ম্মম আঘাত সইতে না পেরে বাবা আমার অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তুই গিয়ে যদি তাদের সেবা না করিস, তাদের সান্ত্বনা না দিস, তাহলে তারা যে বাঁচবে না, সাবিত্রী। সংসারে তাদের আর কেউ রইল না !

সাবিত্রী। আমি পারঁব না, পারব না তোকে এমন অসহায়ের মতো এইখানে ফেলে রেখে চলে যেতে।

কল্যাণী। কিন্তু যেতে হবে জেনেইত সঙ্গে এসেছিলি।

সাবিত্রী। তখন ভেবেছিলুম কর্ত্তব্যের খাতিরে এ ব্যথা

আমি সইতে পারব, তখন মনে হয়নি যে কোন কর্ত্তব্যের দাবীই কখনো আমার চিত্তাবেগ জয় করতে পারেনি। চল্ চল্ কল্যাণী, এখনও সময় আছে। এখনও ইচ্ছা করলে সকলের অলক্ষ্যে আমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারি।

কল্যাণী। তুমি যাও সাবিত্রী। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করব। আমি যাব না।

[সাবিত্রী কল্যাণীর দুই কাঁধে হাত রাখিল।

সাবিত্রী। কল্যাণি !

কল্যাণী। বল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী। তুই এখনো তাকে ভালোবাসিস ?

কল্যাণী। এ কথা কি বোঝা এতই শক্ত ?

সাবিত্রী। আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই।

কল্যাণী। এসব কথা এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলতে আমি জানি না।

সাবিত্রী। তাহলে এ আত্মদানে তোর বেদনা নেই, গ্লানি নেই।

কল্যাণী। তা যদি থাকত, তাহলে কি পারতুম, সকল স্নেহের বন্ধন এমন করে ছিঁড়ে ফেলতে ?

[সাবিত্রী ধীরে ধীরে হাত দুখানি সরাইয়া লইল। ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কল্যাণী। কি হলো সাবিত্রী!

সাবিত্রী। এতদিন কেন গোপন রেখেছিলি? তোর ইপ্সিত লাভ ত অন্য উপায়েও হতে পারত!

কল্যাণী। ভবিতব্যের যে এই লিখনই ছিল।

[সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী। আমার বাবা, আমার ভাই—।

সাবিত্রী। যতদিন পারব, ততদিন তাদের আমি দেখব।

কল্যাণী। তাহলে এস সাবিত্রী।

[সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণীর দিকে না চাহিয়াই ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া নামিল।

সাবিত্রী, সই!—

[সাবিত্রী ফিরিয়াও চাহিল না। অদৃশ্য হইয়া গেল। সে যে দিকে গেল, কল্যাণী কিয়ৎকাল সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

কল্যাণী। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মিথ্যা না বল্লে কিছুতেই যে তুমি যেতে না। তোমায় আমি ভালো করেই জানি!

[মন্দিরের বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরাইয়া করজোড়ে কল্যাণী কহিল

ঠাকুর বল দাও, শেষ অবধি অটল থাকবার শক্তি দাও, প্রভু।

[ধীরে ধীরে সেইখানেই সে লুটাইয়া পড়িল। গাছের আড়াল হইতে শিরো-মণি প্রভৃতি মুখ বাড়াইল

শিরোমণি। একটা আপদ ত বিদেয় হোল।

ভটচাজ। সইয়ের জন্য দরদ কত!

তর্কতীর্থ। শিরোমণি! দেখতে পাচ্ছ ওই আলো?

শিরোমণি। বীরভদ্রই আসছে বোধ হয়।

ভটচাজ। কিন্তু যাই বল, বীর বলতে হবে। লুকো-ছাপি কিছু নেই; যা করে একেবারে ঢাক-ঢোল বাজিয়েই করে।

তর্কতীর্থ। গা ঢাকা দাও হে ভায়া। লোকগুলোর বড় চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা।

[সকলে আবার গাছের আড়ালে লুকাইল। বীরভদ্র ও শোভনলাল, তাহাদের দল-বল লইয়া মন্দিরের অনতিদূরে আসিল।

বীরভদ্র। শোভনলাল, এই ত মন্দিরে এলুম।

শোভনলাল। প্রভু, ওই দেখুন।

বীরভদ্র। কল্যাণী ?

শোভনলাল। কল্যাণী !

বীরভদ্র। তাহলে এসেছে সে ?

শোভনলাল। আমিত বলেছি প্রভু, আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবার সাহস কোন নারীর নেই।

বীরভদ্র। তুমি দূরে অপেক্ষা কর।

[বীরভদ্র মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।

বলদেব। ওস্তাদ ! এখন !

শোভনলাল। এখন সবিতার সন্ধান। সে যেন আর না রুদ্র-নগরে ফিরে যেতে পারে।

হরেকৃষ্ণ। কিন্তু কোথায় তোমার সবিতা ?

শোভনলাল। এখনো হয়ত এসে পড়ে নি; কিন্তু আস্‌বে, এইখানেই সে আসবে। তোরা শোন।

[সকলে শোভনলালকে ঘিরিয়া প্রস্থান করিল। বীরভদ্র মন্দিরের চত্বরে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল নীরবে কল্যাণীকে দেখিল। তাহার পর ডাকিল।

বীরভদ্র। কল্যাণি!

[কল্যাণী চমকাইয়া ঘুরিয়া বসিল।

কল্যাণী। কে!

বীরভদ্র। চিনতে পার, কল্যাণি! মনে পড়ে আর এক দিনের কথা?

কল্যাণী। [নিরুত্তর

বীরভদ্র। যেদিন নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলুম, এই পশুকে মানুষ করে তুলতে। সে দিন তুমি ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। আর আজ?

[বীরভদ্র জয়ের হাসি হাসিল। কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কল্যাণী। আজও তোমায় আমি তেমনি ঘৃণা করি, কাপুরুষ!

[বীরভদ্র অল্পক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল

বীরভদ্র। সুন্দর! সুন্দর তোমার ওই বঙ্কিমগ্রীব দেহ-ভঙ্গী, আয়তোজ্জ্বল তোমার ওই চোখদুটি!

কল্যাণী। তুমি কি মানুষ, বীরভদ্র!

বীরভদ্র। জীবনে কত নারী, কতবার ওই প্রশ্নই আমায় করেছে। উত্তর দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাইবা হলুম মানুষ কল্যাণী! মানুষ্যত্বের দাবী আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইনা, আমি চাই পৌরুষ। আমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী—তাই কি যথেষ্ট নয়?

[সবিতা ও শ্যামার প্রবেশ।

কল্যাণী। উঃ!

সবিতা। লজ্জা করেনা ওই অসহায় বালিকাকে এম্নি করে পীড়ন করতে?

বীরভদ্র। কে! সবিতা? নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এতদূর তুমি যে এসেছ, তা তোমার স্বজাতি-প্রীতিরই পরিচয় দেয়। এসে ভালোই করেছ। আজ বলতে পার, সবিতা, তোমাতে আর এই কল্যাণীতে, অথবা তোমাদের সঙ্গে আমার নর্ত্তকীদের পার্থক্য কোথায়? সকলে সমানে এই পুরুষেরই অভিলাষ পূর্ণ করে কৃতার্থ! কি বল?

সবিতা। তোমার এই ঘৃণ্য প্রশ্নের আমি জবাব দিতে চাইনা।

বীরভদ্র। জবাব? জবাব আমি চাইনা সবিতা। তোমাদের নারীত্বের মহিমাটুকুই শুধু জানতে চাই।

সবিতা। যাও বোন্, তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও।

[কল্যাণী মন্দিরের ভিতরে চলিয়া গেল।

বীরভদ্র। কল্যাণি, তোমার ওই মৃন্ময় মদনমোহনের শেষ আরাধনা করে এস……

[বীরভদ্র সবিতার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সবিতা। পীড়ণে এত উল্লাস তোমার?

বীরভদ্র। পীড়ণ নয় সবিতা, এ আমার বিলাস।

সবিতা। ওগো, এমন নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না, চল আমায় নিয়ে তুমি গৃহে চল।

বীরভদ্র। তোমায় নিয়ে গৃহে যাব, আর কল্যাণী?

সবিতা। ও তোমায় ভালবাসে না, ঘৃণা করে।

বীরভদ্র। সেই জন্যই ত ওকে জয় করতে চাই। কল্যাণি! কল্যাণি!

[বীরভদ্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, শিরোমণি প্রভৃতি আবার মুখ বাড়াইল।

শিরোমণি। কালামুখী সাড়া দেয় না কেন ?

তর্কতীর্থ। পেছনের দরজা দিয়ে পালালে নাকি !

বীরভদ্র। কল্যাণি !

[শোভনলালের দল শব্দ শুনিয়া মন্দিরের দিকে দেখিতে লাগিল।

কল্যাণি ! [মন্দিরের মধ্যে যাইবার উপক্রম করিল।

বলদেব। ওস্তাদ ! ওই যে সবিতা !

শোভনলাল। চুপ্।

বীরভদ্র। পথ ছাড় সবিতা !

সবিতা। এত বড় পাপ তোমায় আমি করতে দোব না।

বীরভদ্র। সবিতা, তুমি ত আমাকে জান।

সবিতা। জানি বলেই ত আজ সকল শক্তি দিয়ে তোমাকে রক্ষা করতে চাই।

বীরভদ্র। আমি তোমায় হত্যা করব !

সবিতা। সে পাপ করতেও তোমায় আমি দোব না।

বীরভদ্র। সবিতা ! সবিতা।

[বীরভদ্র সবিতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

কল্যাণী। হে ঠাকুর, তোমার বলি গ্রহণ কর।

[মন্দিরের ভিতরে একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। বীরভদ্র ও সবিতা দুজনাই চমকিয়া উঠিল। বীরভদ্র সবিতাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল

বীরভদ্র। ও কি

[বীরভদ্র মন্দিরে প্রবেশ করিল। সবিতা সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

সবিতা। পারলুম না, এত করেও ওই অসহায়া বালিকাকে রক্ষা করতে পারলুম না।

[গাছের আড়াল হইতে শিরোমণি তর্কতীর্থ ভটচাজ মুখ বাড়াইল। বীরভদ্র ভূতাবিষ্টের মতো মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল চাপা স্বরে ডাকিল।

বীরভদ্র। সবিতা, সবিতা! বলতে পার

[সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিল।

কল্যাণী কেন আত্মহত্যা করল? ওই ছোরা ত আমার পিঠে বসিয়ে দিতে পারত? জান সবিতা

কল্যাণী এসেছিল—আত্মসমর্পণ করতে নয়, তার মদনমোহনকে রক্ষা করতে, আমার কাছ থেকে শাস্তি ভিক্ষা করে নিতে। তাকে সে প্রার্থনা জানাবার অবসর আমি দিইনি। যদি দিতুম তাহলে সে আত্মহত্যা করত না!

সবিতা। নারি, তোমাকে আমি প্রণাম করি!

[সবিতা মন্দির-দুয়ারে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। বীরভদ্র বিস্ময়ে তাহাকে দেখিল।

বীরভদ্র। কাকে প্রণাম করছ সবিতা, কেন প্রণাম করছ?

সবিতা। কল্যাণী নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে, তাই তাকে প্রণাম করছি।

বীরভদ্র। সে তোমার প্রণম্য।

সবিতা। সকলের প্রণম্য সে···সে ছিল দেবী!

বীরভদ্র। না, না সবিতা, কল্যাণী দেবী নয়···নারী দেবী নয়, পুরুষও নয় দেবতা...নর আর নারী আর কিছুই নয়, তারা শুধুই পুরুষ আর স্ত্রী। কিন্তু ···কিন্তু জান সবিতা কল্যাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের পথ থেকে শেষ নারী-চিত্ত অন্তর্হিতা হোলো!

সবিতা। ওগো!

[আবার দুইহাতে মুখ ঢাকিল। বীরভদ্র সে দিকে না চাহিয়া সোপান বহিয়া নীচে নামিল।

বীরভদ্র। নারী…নারী…নারী‥ সারা পৃথিবীতে আজ আর একটিও নারী নেই।

[সাবিত্রী ছুটিয়া আসিল, তাহার পিছনে পিছনে শ্যামা।

সাবিত্রী। মিথ্যা কথা। নারীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে কেবল নারীই আছে, পুরুষ নেই।

বীরভদ্র। তুমি? তুমি নারী? দেবী নও?

সাবিত্রী। না।

বীরভদ্র। ধর্ম্মপত্নী নও?

সাবিত্রী। না।

বীরভদ্র। জননী নও?

সাবিত্রী। না।

বীরভদ্র। তবে? তবে তুমি কি?

সাবিত্রী। আমি নারী, শুধুই নারী।

বীরভদ্র। তুমি যেমন ভয়ঙ্করী, তেম্নি সুন্দরী…হাঁ, হাঁ… তুমিই নারী, শুধুই নারী।

সাবিত্রী। তাহলে আত্ম-সমর্পণ কর।

[শ্যামা ও সবিতা মন্দিরের পাশ দিয়া প্রবেশ করিল।

বীরভদ্র। নারী…নারী…নারী! দেবী নয়, সহধর্ম্মিণী নয়, দাসী নয়…নারী…ভয়ঙ্করী নারী, সুন্দরী নারী!

সাবিত্রী। লম্পট! নাও সেই নারীর দান।

[ছোরা খুলিয়া আঘাত করিতে ছুটিয়া গেল। সবিতা দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

সবিতা। স্বামী!…আমার স্বামী!

বীরভদ্র। না, না…ও আমার কোন অধিকার কখনো স্বীকার করে নি।

সবিতা। অগ্নি স্পর্শ করে ওকে আমি স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি।

সাবিত্রী। কিন্তু জান, জান সাধ্বী, কত নারীর সর্ব্বনাশ ও করেছে?

সবিতা। তবুও…তবুও…মার্জ্জনা, মার্জ্জনা কর—

বীরভদ্র। না না তুমিত করুণাময়ী নও, তুমি নারী, শুধুই নারী; মার্জ্জনা তো তোমার কাজ নয়। নারী

সুন্দরী, নারী ভয়ঙ্করী, নারী নিষ্ঠুরা...তুমি সেই নারী। অকম্পিত হাতে আমায় আঘাত কর।

[বীরভদ্র বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। সবিতা শ্যামার কাঁধে মাথা রাখিল। সোমদেব পাগলের মতো ছুটিয়া আসিলেন।

সোমদেব। কল্যাণী, কল্যাণী, মা আমার!

সাবিত্রী। বাবা!

সোমদেব। কে কথা কইল? কল্যাণী, কল্যাণী!

[সাবিত্রী তাঁহার হাত ধরিল।

সাবিত্রী। বাবা!

সোমদেব। কে? কে? সাবিত্রী? তাকে পেয়েছিস? পেয়েছিস? ওরে নিয়ে আয়, তাকে নিয়ে আয়, তাকে নিয়ে আয়! এরা আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে, তাই আমি দেখতেও পাই না···এরা আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে তাই আমি চলতে পারি না···আসতে আসতে কতবার পরে গিয়েছি···দেখ না সারা গায়ে ধুলো, দেখ না কনুই দিয়ে, হাঁটু দিয়ে, বুক দিয়ে কেমন রক্ত ঝরছে।

[সাবিত্রী চোখ মুছিল।

তবুও কথা কইছিস না! ওরে নিয়ে আয়......
নিয়ে আয় তারে...নিয়ে চল, আমরা ঘরে ফিরি।

সাবিত্রী। তাঁকে যে আর ফিরে পাব না!

সোমদেব। আর পাব না? তবে?...তবে সত্যি? সত্যিই সে আত্মহত্যা করেছে? ওরে আমার মা সত্যিই আত্মহত্যা করেছে!

[সোমদেব কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। সাবিত্রী তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে ধরিল।

বীরভদ্র। সত্যি? এ-কথা সত্যি? কল্যাণী সত্যই আত্মহত্যা করেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারই রক্তে আমার হাত এখনও রাঙ্গা!

সোমদেব। আমার মায়ের রক্তে হাত রাঙ্গিয়ে কে এখনও জীবিত?

বীরভদ্র। এই সেই হতভাগ্য। চেয়ে দেখ...চেয়ে দেখ ব্রাহ্মণ...এই সেই যাকে তোমরা বাঁচিয়েছিলে!

[দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল। সাবিত্রী সোমদেবকে এবং সবিতা বীরভদ্রকে জড়াইয়া ধরিল।

সোমদেব। আমি কি করব? কি করব সাবিত্রী?

সাবিত্রী। করবার আর কি আছে বাবা?

সোমদেব। তবে অভিশাপ দিয়ে যাই।

[আর্ত্তস্বরে

সবিতা। রক্ষা কর, রক্ষা কর দেবতা।

[সবিতা ছুটিয়া গিয়া সোমদেবের পদতলে পড়িল।

সোমদেব। এ কি সাবিত্রী!

সাবিত্রী। অভিশাপ দেবেন না, বাবা...অভাগী স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখুন।

সোমদেব। আমি তাহ্‌লে কী করব সাবিত্রী, কি আমি করব?

শ্যামা। আশীর্ব্বাদ কর দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর।

সোমদেব। আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ! কিন্তু অভিশাপ দিয়েই বা কি করব? জানিস ত সাবিত্রী? স্বয়ং যমও সাধ্বীর বুক থেকে তার পতিকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি।

[সোমদেব ধীরে ধীরে হাত তুলিলেন, ধীরে ধীরে তাহা সবিতার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন

তোমার তপস্যা, তোমার স্বামীকে সুস্থ করুক, মোহমুক্ত করুক, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

[সবিতা আবার তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

চল্ মা, আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে চল্।

[সাবিত্রী তাহাকে লইয়া সোপান বহিয়া মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল। বীরভদ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বজ্র-মুষ্টিতে সবিতার হাত চাপিয়া ধরিল।

বীরভদ্র। জান, আজ আবার তুমি কি করলে ?

সবিতা। কি !

বীরভদ্র। কল্যাণীকে চিরদিনের জন্য তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে···করালিনী এক নারীর কৃপায় মৃত্যু এসেছিল মুক্তি দিতে তারও স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত করলে। তুমি আমাকে নিয়ে কি করতে চাও সবিতা ? আমাকে নিয়ে কি তুমি করতে চাও ? আমাকে কি তুমি জীবিত রাখতে চাও, শুধু তোমার দর্প দিয়ে, দম্ভ দিয়ে দলে পিষে ফেলতে, তোমার শুচিতার আগুন দিয়ে আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করতে ?

সবিতা। সত্যই কি তুমি তাই মনে কর? বল, এই দেবতার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বল যে, আমার প্রতি কাজে তুমি ব্যথা পাও?

বীরভদ্র। ব্যথা পাবার মতো দুর্ব্বল পুরুষ আমি নই, তা তো তুমি জান! ব্যথা পাই না, ধৈর্য্য হারাই; প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করি আমার যাত্রা-পথের বিঘ্ন তুমি।

সবিতা। ভগবান!

বীরভদ্র। কেন তুমি এমন করে বিঘ্ন উপস্থিত কর, তাও আমি বুঝি।

সবিতা। বোঝ?

বীরভদ্র। হ্যাঁ।

সবিতা। বুঝেও তুমি আমার প্রতি বিরূপ হতে পার?

বীরভদ্র। হ্যাঁ। যখন ভাবি যে সকল নারীকে আমার জীবন-পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তুমি চাও একান্ত করে আমাকেই ভোগ করতে, তখন… ·· তখন .....

সবিতা। দেবতার মন্দিরে দাঁড়িয়ে ও-কথা তুমি বলোনা, ওতে তোমার অকল্যাণ হবে।

বীরভদ্র। তোমার ওই দেবতার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই।

সবিতা। জানি, আমি জানি পৃথিবীর কোন পবিত্র বস্তুর ওপর তোমার শ্রদ্ধা নেই, তবুও......তবুও অতখানি অপরাধ তুমি কোরোনা। আমি আজই এখুনি তোমার পথ মুক্ত করে দোব। তোমার সুখের পথের কণ্টক হয়ে আমি বেঁচে থাকব না।

[মন্দির দুয়ারে গিয়া

ঠাকুর! স্বামী তাঁর পায়ে ঠাঁই দিলেন না। তুমি দাও—

[সবিতা নিমিষে বক্ষবাসের অন্তরাল হইতে ছুরি বাহির করিয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিল। বীরভদ্র ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল।

বীরভদ্র। সবিতা! সবিতা! এ কি করলে তুমি, কী তুমি করলে সবিতা!

সবিতা। মুক্তি দিলুম।

বীরভদ্র। এ মুক্তি আমি চাইনি, তুমি বিশ্বাস কর, এ আমি চাইনি। এই রক্ত-সাগর সাঁতরে আমি কেমন করে অগ্রসর হব সবিতা!

সবিতা। তোমার কোলে মাথা রাখবার অধিকার এই আমি প্রথম পেলুম, এই-ই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার ইহকালের পরম প্রাপ্তি, পরকালের সম্বল।

[সবিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

বীরভদ্র। সবিতা! সবিতা!

[বীরভদ্র সবিতার মুখের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। শিরোমণি প্রভৃতি বাহির হইল।

শিরোমণি। এ কি হোল তর্কতীর্থ?

তর্কতীর্থ। তাইত ভায়া, রক্তের স্রোতে সবই কি ভেসে যাবে!

ভটচাজ। মদনমোহন, এই ছিল তোমার মনে!

বীরভদ্র। আর কথা কইবে না, দুরন্ত এই পশুকে মানুষ করবার জন্য প্রতিনিয়ত আর ছায়ার মত পাশে পাশে ফিরবে না! বুঝতে চেয়েছিলুম নর্ত্তকীদের সঙ্গে ওর পার্থক্য কোথায়, পরের জন্য জীবন দিয়ে তাই ও আজ বুঝিয়ে দিয়ে গেল! আমি স্বীকার করছি সবিতা, স্বর্গ থেকে

কান পেতে শোন, আমি স্বীকার করছি পার্থক্য আছে,—স্বীকার করছি মানবীর রূপ নিয়ে দেবীও সংসারে আবির্ভূতা হন।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বীরভদ্র চীৎকার করিয়া উঠিল।

শোভনলাল! শোভনলাল!

[শোভনলালের দল উঠিয়া দাঁড়াইল। বীরভদ্র সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া শোভনলালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শোভনলাল। একি প্রভু! কার রক্তে হাত রাঙিয়ে এলেন?

বীরভদ্র। সবিতার!

[শোভনলাল আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

শোভনলাল। কার?

বীরভদ্র। সবিতার!

[শোভনলাল ছুটিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

বলদেব। প্রভু, এ আপনি কি করলেন?

বীরভদ্র। আ-যৌবন যা করে এসেছি, নারীহত্যা!

বলদেব। দেবীকে হত্যা করলেন আপনি!

বীরভদ্র। আমি নই, আমার ভিতরের পশু।

বলদেব। এ যে একেবারে উন্মাদ!

বীরভদ্র। না, না বলদেব উন্মাদ নই…কিন্তু পার…পার তোমরা আমার স্মৃতি লোপ করে দিতে?

[সকলে বিস্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল, সকলের কাছে গিয়া সে কহিতে লাগিল।

পার, পার, ওগো, পার তোমরা?

[সকলে মুখ ফিরাইল।

ওরে স্মৃতি যে মোছা যায় না, আগুনের মতোই তা যে আমার বুকের ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলছে! শোভনলাল! শোভনলাল!

[শোভনলাল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল কিন্তু ছুটিয়া আসিল না। বীরভদ্র তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

শোভনলাল! সমস্ত গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দাও, বিগ্রহ চূর্ণ কর, মন্দির ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও!

[শোভনলাল ছুটিয়া আসিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিল

শোভনলাল। শোভনলাল তোমার শয়তানীর সহায়তা আর করবে না, প্রয়োজন হলে সে তোমাকে শাস্তি দেবে।

[বীরভদ্র আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া শোভনলালকে দেখিতে লাগিল। তাহার পর কহিল

বীরভদ্র। কি বল্লে শোভনলাল? কাণে কি আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছিনে!

শোভনলাল। ঠিকই শুনেছ শয়তান! শোভনলাল আর তোমার আদেশ পালন করবে না, সে তোমায় সাজা দেবে।

বীরভদ্র। এর অর্থ!

শোভনলাল। তবে স্পষ্ট করেই বলি শোন। তুমি ভাবতে তোমারই প্রতি অনুরাগ-বশতঃ আমি পোষা কুকুরের মতো তোমার পিছু পিছু ঘুরতুম, তুমি ভাবতে তোমাকে প্রসন্ন রাখবার চেষ্টা করতুম পারিষদের হীন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে; তুমি

ভাবতে তোমার প্রতি আদেশ পালন করতুম তোমরা উচ্ছিষ্ট ভোজনের ক্ষুধা নিয়ে—কিন্তু জেনো শয়তান তা সত্য নয়।

বীরভদ্র। সত্য নয়?

শোভনলাল। না। ওই সবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল বলেই আমি তোমার সকল অত্যাচার সহ্য করেছি! ওই সবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল বলেই আমি তোমার সমস্ত পাশবিকতার সহায়তা করেছি— কিন্তু আজ? তুমি আমার ধ্যানের সেই দেবীর মৃত্যুর কারণ হয়েছ বলে আজ তুমি আমার জীবনের পরম শত্রু, তোমার বিনাশ সাধন আজ আমার ধর্ম্ম।

বীরভদ্র। শোভনলাল! শোভনলাল!

[অসি নিষ্কাষণ করিল।

শোভনলাল। বেশ! সবিতার মৃতদেহের সম্মুখেই আজ আমাদের শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাক্।

[পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল, তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল। শিরোমণি প্রভৃতি বাহির হইল।

শিরোমণি। এ কি হল বলত !

তর্কতীর্থ। ইস্ মেরে ফেল্লে !

ভটচাজ। সোমদেবের অলুক্ষণে মেয়েটা কি কাণ্ডই বাধালে !

শোভনলাল। তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা আমি চাই না লম্পট।

[বীরভদ্র কোন কথা কহিল না কিছুকাল স্থির দৃষ্টিতে শোভনলালের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বীরভদ্র। ওই বিগ্রহ, ওই বিগ্রহ আমি চূর্ণ করব। ও আমার সবিতার রক্ত পান করেছে। ওই বিগ্রহ আমায় ভাঙ্তেই হবে।

[মিলিত আর্ত্তনাদ।

সাবিত্রী। ভাঙ্তেই হবে! ওই দেবীর আত্মদানও তোমার মনুষ্যত্ব জাগ্রত করতে পারল না? আরো রক্ত চাই ?

বীরভদ্র। রক্ত! না, না, না! আর রক্ত নয়। দেবীর রক্তে আমার হস্ত রঞ্জিত। সবিতা দেবী, সবিতা দেবী, সবিতা! সবিতা!

[বীরভদ্র সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া সবিতার দেহ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। যাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে বীরভদ্রের কান্না থামিয়া গেল, ক্রমে সে শান্ত হইল, মুখে তাহার দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল সবিতার দেহ কোলে লইয়া সে অপলক নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিল। সহসা জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজ-সৈনিকগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষ আগাইয়া আসিলেন।

সৈন্য। ওই সেই বীরভদ্র!

[সৈন্যাধ্যক্ষ স্থিরভাবে চাহিয়া দেখিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ। বন্দী কর—

সাবিত্রী। সতীহারা শঙ্করের তপঃশক্তি লাভ করে যিনি আজ ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত, তিনি সকলের প্রণম্য, দণ্ডনীয় নন, সেনানি!

—যবনিকা—

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ

সোমদেব	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
কল্যাণী	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
শান্ত	...	শ্রীমতী মতিবালা
বীরভদ্র	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শোভনলাল	...	শ্রীভূমেন রায়
শ্যামা	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
বলদেব	...	শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হরিদাস	...	শ্রীকালীপদ গুপ্ত
রামকৃষ্ণ	...	শ্রীসুশীল ঘোষ
রামধন	...	শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ
সাবিত্রী	...	শ্রীমতী নীহার বালা
উৎপল	...	শ্রীকামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
উগ্রতপা	..	শ্রীকুঞ্জ সেন
অম্বালিকা	...	শ্রীমতী রাণী সুন্দরী
সবিতা	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
সদাশিব	...	শ্রীললিতকুমার মিত্র
ভববন্ধু	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
সত্যসখা	...	শ্রীপশুপতি সামন্ত
সদুপিসী	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী

পুরোহিত	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
সনাতন	...	শ্রীকুঞ্জ সেন
সৈন্যাধ্যক্ষ	...	... ...
১মা পল্লীবাসিণী		শ্রীমতী গিরিবালা
২য়া পল্লীবাসিণী		শ্রীমতী কোহিনূরবালা
৩য়া পল্লীবাসিণী		শ্রীমতী অন্নদাময়ী
৪র্থা পল্লীবাসিণী		শ্রীমতী ননীবালা
শূদ্র	...	শ্রীকালি গোস্বামী
পল্লীবাসী	...	শ্রীনিরাপদ শীল
বাজীকর	...	শ্রীসতীশ চট্টোপাধ্যায়
গায়ক-পথিক	...	মাষ্টার মণ্টু
২য় পথিক	...	... ...

নর্ত্তকীগণ—শ্রীমতী বীণাপণি। শ্রীমতী গিরিবালা
শ্রীমতী পটলমণি। শ্রীমতী কমলা বালা
শ্রীমতী অন্নদাময়ী।

মঞ্চপীঠাধ্যক্ষ	...	শ্রীমাণিকলাল দে
অপেরা মাষ্টার	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
স্মারক	...	শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল।
সঙ্গীত	...	শ্রীবনবিহারী পান
হারমোনিয়াম-বাদক		শ্রীচারুচন্দ্র শীল
বংশী-বাদক	...	শ্রীতিনকড়ি দাস
আলোক-শিল্পী		শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার
সজ্জাকর	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়